বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

স্বপ্ন জয়ে দুর্বার গতিতে বাংলাদেশ

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

স্বপ্ন জয়ে দুর্বার গতিতে বাংলাদেশ

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন
বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

সার্বিক তত্ত্বাবধান
মোঃ আসাদুল ইসলাম
সিনিয়র সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ

প্রকাশনা
সভাপতি
মোঃ সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল
অতিরিক্ত সচিব (সাধারণ ও সমন্বয়)
পরিকল্পনা বিভাগ

সম্পাদনা
খান মোঃ নূরুল আমীন, এনডিসি
যুগ্মসচিব (সমন্বয়)
পরিকল্পনা বিভাগ

যোগাযোগ ও সমন্বয়
মোঃ নজরুল ইসলাম
সহকারী সচিব (সমন্বয়)
পরিকল্পনা বিভাগ

প্রকাশক
পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

প্রকাশ কাল
নভেম্বর, ২০২০ খ্রিঃ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ও অঙ্কন
পরিকল্পনা বিভাগ

কম্পোজ
সুব্রত কুমার মন্ডল
সমন্বয় শাখা, পরিকল্পনা বিভাগ

মুদ্রণ ও বাঁধাই
বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়

যোগাযোগ
টেলিফোন: ৯১৮০৫৮৪
dsplandivco@gmail.com

" No Plan, however well-formulated, can be implemented unless there is a total commitment other part of the people of the country to work hard and make necessary sacrifices. All of us will, therefore, have to dedicate ourselves to the task of nation building with single -minded determination. I am confident that our people will devote themselves to his task with as much courage and vigor as they demonstrated during the war of liberation."

The above is an extract, in abridged form, taken from the foreword of the First Five Year Plan of Bangladesh which was prepared under the guidance and leadership of the FATHER OF THE NATION BANGABANDHU SHEIKH MUJIBUR RAHMAN.

সূচিপত্র

বাণী	vii
অধ্যায় ১: পরিকল্পনা কমিশন সৃষ্টি, গঠন ও কার্যপরিধি	**১**
পরিকল্পনা কমিশন সৃষ্টির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট	২
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো	৪
জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) কার্যাবলি	৬
জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) গঠন	৭
অধ্যায়: ২: পরিকল্পনা বিভাগ	**৯**
পরিকল্পনা বিভাগের লক্ষ্য, দায়িত্ব ও কার্যপরিধি	১০
প্রশাসন অধিশাখা-১ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১১
প্রশাসন অধিশাখা-২ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১১
প্রশাসন অধিশাখা-৩ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১২
প্রশাসন অধিশাখা-৪ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১২
প্রটোকল অধিশাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১৩
আইন শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১৩
আইসিটি সেল কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১৪
উন্নয়ন প্রকল্প ছক ও উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন পদ্ধতি সম্পর্কিত কার্যাবলি	১৫
এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১৫
সাধারণ শাখা-১ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১৮
সাধারণ শাখা-২ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	১৯
সমন্বয় শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	২০
পরিকল্পনা শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	২৩
প্রশিক্ষণ অধিশাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	২৪
লাইব্রেরী শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	২৬
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	২৭
বাজেট শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	৩১
হিসাব শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	৩২
সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	৩৩
জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	৪২
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি	৪৭

অধ্যায় ৩: পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগ সমূহের কার্যাবলি	**৬০**
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের কার্যাবলি	৬০
কার্যক্রম বিভাগের কার্যাবলি	৭১
ভৌত অবকাঠামো বিভাগের কার্যাবলি	৭৬
আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের কার্যাবলি	৮২
কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের কার্যাবলি	৯০
শিল্প ও শক্তি বিভাগের কার্যাবলি	১১০

বাণী

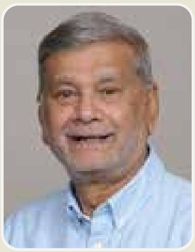

এম. এ. মান্নান, এমপি
পরিকল্পনা মন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

> বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এখন বাংলাদেশ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রমের উপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এই প্রকাশনাটি পূর্বের অর্থবছর এবং আগামী অর্থবছরের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করবে। তাছাড়া এ প্রকাশনাটিতে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট বিভাগ সমূহের ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এই স্বপ্নের রূপায়নে স্বাধীনতালাভের মাত্র দেড় মাস সময়ের মধ্যে তিনি পরিকল্পনা কমিশনকে ঢেলে সাজিয়ে একটি মর্যাদাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। তাঁর সরাসরি দিকনির্দেশনায় প্রণীত হয়েছিল প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল (১৯৭৩-১৯৭৮)। এ পরিকল্পনা দলিলের লক্ষ্য ও কৌশলসমূহে ১৯৭২ এর সংবিধানের বিধৃত চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতিফলন প্রতিভাত হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারাবাহিকতায় আজ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (২০১৬-২০২০) বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১), বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (২০১৮-২০১৯) প্রভৃতি দলিল প্রণয়নের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। এ মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন এসব দলিল প্রণয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। এ প্রতিষ্ঠানটির বার্ষিক প্রতিবেদনের তথ্যমালা জাতীয় উন্নয়ন অগ্রযাত্রার প্রতিচ্ছবি।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় এখন বাংলাদেশ। এরই ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালে সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন।

বার্ষিক প্রতিবেদনে পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের বিভিন্ন বিভাগের কর্মপরিধি, বার্ষিক কর্মসম্পাদন এবং কার্যক্রম বাস্তবায়ন পরিস্থিতি উপস্থাপিত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি এ প্রকাশনাটি দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে স্বচ্ছ ধারণা সৃষ্টিতে সহায়ক হবে।

বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রণয়নে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। দেশের সার্বিক উন্নয়ন তথা সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণে আমাদের সকলের ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত আন্তরিক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

এম. এ. মান্নান, এমপি

মুখবন্ধ

মো: আসাদুল ইসলাম
সিনিয়র সচিব
পরিকল্পনা বিভাগ
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

"দেশের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সকল জনগণের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য"

দেশের সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সকল জনগণের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলের সকল নাগরিকের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভূক্ত। কার্যকরভাবে এ দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে ৩১ জানুয়ারী ১৯৭২ সনে "বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন" প্রতিষ্ঠা করেন।

বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারপার্সন। মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, পরিকল্পনা কমিশনের বর্তমান কাঠামোতে ভাইস চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব পালন করে থাকেন। পরিকল্পনা কমিশনের ০৬টি বিভাগ রয়েছে। সরকারের সিনিয়র সচিব/সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা এ সকল বিভাগের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরিকল্পনা বিভাগ অন্যান্য কার্যক্রমের মধ্যে পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ এর নির্বাহী কমিটি (একনেক)-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ সরকারের অন্যান্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূণ ভূমিকা পালন করে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন-য়ন ও বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বল্পমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা (এডিপি)। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ১৫৬৪টি প্রকল্পের জন্য এডিপির সর্বমোট আকার দাড়িয়েছে ২১১৬৮০.৭৪ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক সাহায্য পুষ্ট বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা ১৯০টি যাহার এডিপির আকার ১০৪৫৯৭.৩২ কোটি টাকা। এছাড়া পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল- জাতীয় নির্দেশনাক্রমে সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার একনেক সভা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মোট ২৪টি একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এসকল সভায় মোট ২১১টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে।

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক সম্পাদিত কাজের পরিমাণ যেমন বিস্তীর্ণ, কাজের প্রকৃতিও নানা ধরনের। বিস্তীর্ণ এ কর্মকান্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকে পরিকল্পনা বিভাগের সকল শাখা ও পরিকল্পনা কমিশনের সকল বিভাগসহ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমী, সোসাল সায়েন্স রিসার্চ কমিশনসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ইউনিট। এসব কর্মকান্ডের সামগ্রিক একটি চিত্র উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের প্রয়াস নেয়া হয়েছে। আশাকরি এ প্রতিবেদন থেকে উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানসহ সকলে উপকৃত হবে। এ প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মো: আসাদুল ইসলাম

বাণী

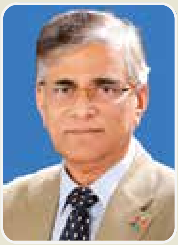

ড. শামসুল আলম
সদস্য (সিনিয়র সচিব)
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

> সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে সরকারের স্বপ্নের দলিল দিন বদলের সনদ 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নে ২০১২সালে "বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১" প্রণয়ন করা হয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর বছরে পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক গত বছরের ধারাবাহিকতায় বার্ষিক সার্বিক কার্যক্রম বিষয়ে পুস্তিকা প্রণয়ন একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পরপরই পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও শোষণমুক্ত সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রত্যয়ে ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি 'বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন' গঠন করেন। প্রতিষ্ঠার পর হতে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন পরিকল্পনা প্রণয়ন, উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন প্রভৃতি কর্মকান্ডের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-১৯৭৮) প্রণয়ন করে। এরই ধারাবাহিকতায় সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের উদ্যোগে পরবর্তীতে বাংলাদেশের বিভিন্ন মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি জাতীয় পরিকল্পনাগুলো প্রণীত হয়ে আসছে। একই সাথে, এ বিভাগ গত ১১ বছরে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কতিপয় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা দলিল ও কৌশল পত্র প্রণয়ন করেছে। সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে সরকারের স্বপ্নের দলিল দিন বদলের সনদ 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়নে ২০১২ সালে 'বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১)' প্রণয়ন করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দু'টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণীত হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) প্রণয়ন করেছে, যা গত ২৫.০২.২০২০ তারিখে এনইসি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন লাভ করেছে। 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবায়নে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অর্থাৎ ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। পরিবেশগত সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে এ বিভাগ কর্তৃক 'জাতীয় টেকসই উন্নয়ন কৌশলপত্র (২০১০-২০২১)' নামে একটি পরিকল্পনা দলিল প্রণয়ন করা হয়েছে।

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ 'জাতিসংঘের সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভীষ্ট' (এসডিজি) বাস্তবায়নে সরকারের ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে কাজ করেছে এবং এ বিষয়ে ২৫টি প্রতিবেদন ও গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুযায়ী সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ পানি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন প্রভৃতি বিষয় বিবেচনায় নিয়ে নিরাপদ, জলবায়ু পরিবর্তনে অভিঘাত সহিষ্ণু সমৃদ্ধ ব-দ্বীপ গড়ে তোলার লক্ষ্যে একটি সমন্বিত দীর্ঘ মেয়াদি মহা পরিকল্পনা, 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০', প্রণয়ন করেছে। সরকারের গৃহীত সুষ্ঠু ও সমন্বিত উন্নয়ন পরিকল্পনা, সুদূর প্রসারী কার্যক্রম ও গঠনমূলক পদক্ষেপের ফলশ্রুতিতে ২০৩০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জনকারি বিশ্বের অন্যতম অর্থনীতির দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উন্নয়ন অভিযাত্রায় সাধারণ অর্থনীতি বিভাগসহ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের সমন্বিত নিরন্তর প্রচেষ্টা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে বলে আন্তরিকভাবে আশা করছি। এ প্রত্যাশায় পরিকল্পনা বিভাগ কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০ এর পুস্তিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য আমি পরিকল্পনা বিভাগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

ড. শামসুল আলম

বাণী

শামীমা নার্গিস
সদস্য (সিনিয়র সচিব)
ভৌত অবকাঠামো বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

“প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন দীর্ঘ মেয়াদি ও মধ্য মেয়াদি জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করছে”

পরিকল্পনা বিভাগ হতে “পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০” প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল নাগরিকের জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নয়ন নিশ্চিত করার রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব বাংলাদেশের মহান সংবিধান এর অনুচ্ছেদ-১৫ এ উল্লেখ রয়েছে। এ দায়িত্ব কার্যকরভাবে প্রতিপালনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে ১৯৭২ সালের জানুয়ারিতে **‘‘বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন’’** প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান দ্রুত উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন দীর্ঘ মেয়াদি ও মধ্য মেয়াদি জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। এ পরিকল্পনাগুলো বাস্তবায়নে পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগের মধ্যে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। এ বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ‘পরিবহন সেক্টর’, ‘ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ণ সেক্টর’ এবং ‘যোগাযোগ সেক্টর’-এর প্রকল্পসমূহ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে থাকে। এ বিভাগ হতে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ১৬৬টি প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ করা হয়েছে।

ভৌত অবকাঠামো বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মধ্যে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় কর্তৃক “পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণ”, “কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ”, “ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (লাইন-১)”,“ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প (লাইন-৫)-নর্দান রুট”; রেলপথ মন্ত্রণালয় কর্তৃক “পদ্মা সেতু রেল সংযোগ”, “বাংলাদেশ রেলওয়ের আখাউড়া-সিলেট সেকশনের মিটারগেজ রেললাইনকে ডুয়েলগেজ রেললাইনে রূপান্তর”; নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক “পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল এবং আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণ”, “মোংলা বন্দর চ্যানেলের ইনার বারে ড্রেজিং”; বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় কর্তৃক “হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সম্প্রসারণ প্রকল্প (১ম পর্যায়; স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক “সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প” উল্লেখযোগ্য। এ প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু ও সময়ানুগ বাস্তবায়ন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

নিম্ন আয়ের দেশের পর্যায় অতিক্রম করে বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। এ উত্তরণকে টেকসই করার পাশাপাশি ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশ হিসাবে আত্মপ্রকাশের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সারা দেশব্যাপী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে গতিশীল করার জন্য একযোগে সড়ক, রেল, নৌ, বিমানসহ সমগ্র যোগাযোগ অবকাঠামোকে উন্নয়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছে, যা আমাদের চারপাশে ইতোমধ্যে দৃশ্যমান।

পরিশেষে, “পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন-এর বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০২০” প্রকাশনায় জড়িত সকল সদস্যকে তাঁদের অক্লান্ত প্রচেষ্টার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শামীমা নার্গিস

বাণী

আবুল কালাম আজাদ
সদস্য
আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

> আর্থ-সামাজিক খাতে সরকারের দক্ষ পরিকল্পনা ও বিপুল বিনিয়োগের ফলে জীবনমানে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি ডিভিশনের সামগ্রিক কার্যক্রমই পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের কাজ। অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, নীতিমালা প্রণয়ন এবং কার্যকরী সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন সাধনই পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের প্রধান উদ্দেশ্য, যা পরিকল্পনা কমিশনের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি ডিভিশনের মধ্যে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ অন্যতম গুরত্বপূর্ণ একটি ডিভিশন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনপ্রশাসন, মহিলা, শিশু ও যুব-উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, শ্রম ও কর্মসংস্থান সেক্টর আর্থ-সামাজিক খাতভুক্ত। এসব খাতভুক্ত ৩৫টি মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে, যা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে বিপুল ভূমিকা রাখে। এ খাতের কার্যক্রম গণমানুষের কাছে সহজে পৌঁছায় বিধায় দারিদ্র বিমোচন ও জীবনমান উন্নয়নে আর্থ-সামাজিক বিভাগের ভূমিকা অনস্বীকার্য। উন্নয়ন চাহিদার নিরিখে প্রাধিকার নির্ণয়পূর্বক সসীম সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ যা এ বিভাগ দক্ষতার সাথে করে আসছে।

আর্থ-সামাজিক খাতে সরকারের দক্ষ পরিকল্পনা ও বিপুল বিনিয়োগের ফলে জীবনমানে ব্যাপক ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে উন্নয়ন প্রকল্পে বিনিয়োগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা মানবসম্পদ উন্নয়ন ও জীবনমান বৃদ্ধিতে সরাসরি ভূমিকা রাখছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এ বিভাগের আওতায় ৪১৯টি প্রকল্পের বিপরীতে বরাদ্দ ছিল ৫৯১৫৩.৪৬ কোটি টাকা। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছতে এবং জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অভীষ্টসমূহ অর্জনে তথা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণে আর্থ-সামাজিক খাতে আরো ব্যাপক বিনিয়োগ প্রয়োজন।

বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রতিফলিত এ বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম সম্বলিত তথ্য-উপাত্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের সাথে যুক্ত কর্মকর্তাসহ সকল জিজ্ঞাসু নাগরিকের চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি। আমি এ প্রতিবেদন প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীকে শুভেচ্ছা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আবুল কালাম আজাদ

বাণী

মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ
সদস্য
কৃষি, পানি সম্পদ ও
পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

“যে কোন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রতিফলন ও পরিচায়ক”

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। যে কোন প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক প্রতিবেদন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার প্রতিফলন ও পরিচায়ক।

পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের মাধ্যমে কৃষি মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগসহ মোট ১৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতায় বাস্তবায়িতব্য/বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অনুমোদন, সংশোধন ও বরাদ্দ প্রদান সংক্রান্ত কর্মকান্ড পরিচালিত হয়। কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় বিদ্যমান পরিস্থিতি উত্তরণের জন্য নতুন এবং চলমান বিভিন্ন প্রকল্পে প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হচ্ছে। সরকার ঘোষিত সাধারণ ছুটির মধ্যেও এ বিভাগের কর্মকর্তাগণ নিরলসভাবে প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। করোনাকালীন এ পরিস্থিতি মোকাবেলা করে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশকে উন্নত দেশের আসনে পৌঁছানোর লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

পরিশেষে, এই প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোঃ জাকির হোসেন আকন্দ

বাণী

মোঃ মামুন-আল-রশীদ
সদস্য
শিল্প ও শক্তি বিভাগ
পরিকল্পনা কমিশন

“প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পেতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে”

পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগ বিদ্যুৎ, তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং শিল্প খাতে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক তথা জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে কাজ করে আসছে।

সবার জন্য বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার বিদ্যুৎ খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে ইতোমধ্যে নানাবিধ স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীতে ৯৮টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৩৬৩১.৭৮ কোটি (স্থানীয় উৎস ১৩৩২৮.৭১ কোটি ও বৈদেশিক উৎস ১০৩০৩.০৭ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নতুন নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩২৬৮ মেগাওয়াট হতে বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ ১২৮৯৩ মেগাওয়াট এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া ২০২১ সালের মধ্যে ২৪০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রাথমিক জ্বালানী চাহিদা মিটানোর লক্ষ্যে নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উন্নয়নের পাশাপাশি বিদ্যমান গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ পুন:মূল্যায়ন ও পুনর্বাসন, চাহিদা অনুযায়ী পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য আমদানি এবং কয়লা ক্ষেত্রসমূহের উন্নয়নে সরকার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতায় মোট প্রকল্প ৩১টি। তন্মধ্যে ৯টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৪১৭.০৭ কোটি (স্থানীয় উৎস ১১২১.৯৭ কোটি ও বৈদেশিক উৎস ১২৯৫.১০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্যাস উৎপাদন দৈনিক গড়ে ৩১০০ মিলিয়ন ঘনফুটে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে ৮টি অনুসন্ধান কূপ, ১০টি উন্নয়ন ও ওয়ার্কওভার এবং ২টি গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে।

সমৃদ্ধ ও আধুনিক শিল্পখাত গড়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ৭৯টি (৭০টি বিনিয়োগ ও ৯টি কারিগরি সহায়তা) প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৩২৩৮.১০ কোটি (স্থানীয় উৎস ২৮৭৩.৬০ কোটি ও বৈদেশিক উৎস ৩৬৪.৫০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ শিল্পনগরী ও অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপন, আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ বিতরণ, কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে রাসায়নিক সার উৎপাদন এবং সার সংরক্ষণ ও সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে বাফার গুদাম নির্মাণ, রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ, চিনি শিল্পের উন্নয়ন, চা চাষ সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বস্ত্র, পাট, তাঁত ও রেশম খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। একইসাথে প্রকল্পসমূহের সফল বাস্তবায়ন বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশের স্বীকৃতি পেতে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮, রূপকল্প-২০২১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় প্রদত্ত দিক নির্দেশনার আলোকে ২০৩০ এর মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ এ উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগ যুগোপযোগী পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবে।

মোঃ মামুন-আল-রশীদ

বাণী

মোহাম্মদ আবুল কাসেম
মহাপরিচালক
জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি
পরিকল্পনা বিভাগ

"২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালে সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন"

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত সোনার বাংলা বিনির্মাণের স্বপ্ন দেখছিলেন। সেই স্বপ্নের স্বার্থক বাস্তবায়ন করছেন তাঁরই যোগ্য উত্তরসূরী বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী শেখ হাসিনা। এরই ধারাবাহিকতায় ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালে সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত দেশের তালিকায় বাংলাদেশকে উন্নীত করার লক্ষ্যে আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রয়োজন।

এই প্রয়াসকে বাস্তবে রুপ দিতে জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) সারাবছর বিভিন্ন কর্মসূচি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ব্যস্ত সময় অতিবাহিত করে। এনএপিডি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন দেশের একটি অন্যতম স্বনামধন্য প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠান। একাডেমির মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা। এই লক্ষ্যে একাডেমি প্রকল্প ব্যবস্থাপনায় বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করে থাকে। দেশের সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক অবদান রাখতে সক্ষম দক্ষ, সৎ, নিষ্ঠাবান, কর্তব্যপরায়ণ, পরিশ্রমী, স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কাজ করতে আগ্রহী ও দেশপ্রেমিক জনশক্তি গড়ে তোলার নিমিত্তে একাডেমি বছরে গড়ে ৬০-৭০টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। এছাড়াও একাডেমি বছরব্যাপী গবেষণা, কর্মশালা ও সেমিনার ইত্যাদি আয়োজন করে থাকে। জার্নাল ও বুলেটিন প্রকাশ করাও একাডেমির নিয়মিত একটি কাজ। একাডেমি ২০১৯ সালে "পরিকল্পনা ও উন্নয়ন" এই প্রতিপাদ্যে প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন করে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোভিডকালীন সময়ে একাডেমি অনলাইনে তাঁর কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে।

কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান পর পর দু'বছর পরিকল্পনা বিভাগের প্রতিষ্ঠান ক্যাটাগরিতে জাতীয় শুদ্ধাচার পুরস্কার ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন পুরস্কার লাভ করেছে। আমি বিশ্বাস করি সকলের নিরলস পরিশ্রমের ফলেই এরূপ অর্জন সম্ভব হয়েছে। সীমিত জনবল নিয়ে একাডেমির উপর অর্পিত দায়িত্ব এবং অভিলক্ষ্য অর্জনে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। আমি এনএপিডির এই পথ চলায় সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই এবং এ প্রতিবেদন প্রকাশের সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মোহাম্মদ আবুল কাসেম

বাণী

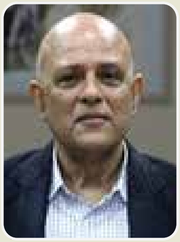

ড. খান আহমেদ সাঈদ মুরশিদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান
পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রতিবেদনটি জাতীয় উন্নয়ন ও পরিকল্পনার একটি প্রতিরূপ।

কার্যকর ও পরিকল্পিত উন্নয়নে সঠিক পরিকল্পনা অপরিহার্য। বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন অর্জনের লক্ষ্যে দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড়মাসের মাথায় ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিকল্পনা কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন। এই কমিশন কার্যকরী সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকশই উন্নয়ন এবং অংশগ্রহণ মূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়ন বাস্তবায়ন করে থাকে।

বর্তমান সরকারের দক্ষ নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়নের চাকা নিখুঁতভাবে এগিয়ে চলেছে। এই দ্রুত উন্নয়ন বাংলাদেশকে নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করেছে এবং দেশের বর্তমান মাথাপিছু আয় দুই হাজার মার্কিন ডলার ছাড়িয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে আমরা বদ্ধপরিকর।

এই প্রতিকূল সময়েও বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাদের নিয়মিত গবেষণা কার্যক্রম অব্যহত রেখেছে। ওয়েবিনারে আয়োজিত এ বছরের Critical Conversations-ও ছিল কোভিড-১৯ বা মহামারী বিষয়ক। "In the Shadow of COVID-Coping, Adjustments, Responses"- শীর্ষক এ ওয়েবিনারে বিআইডিএস-এর গবেষকগণ বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর প্রতিক্রিয়া ও সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে সাধারণ মূল্যায়ন, কোভিড সম্পর্কিত জ্ঞানের অবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও জনসাধারণের জীবনমানের উপর এর লক্ষণসমূহের প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণা ও এ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর প্রবন্ধ সমূহ উপস্থাপন করেন।

সরকারের পরিকল্পনা ও উন্নয়নের প্রতিচ্ছবি ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের প্রতিবেদনটি প্রকাশের সাথে জড়িত সকল সদস্য ও সম্পাদক মন্ডলীর প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ড. খান আহমেদ সাঈদ মুরশিদ

> "বাংলাদেশকে সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন অর্জনের লক্ষ্যে দেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড়মাসের মাথায় ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরিকল্পনা কমিশন প্রতিষ্ঠা করেন"

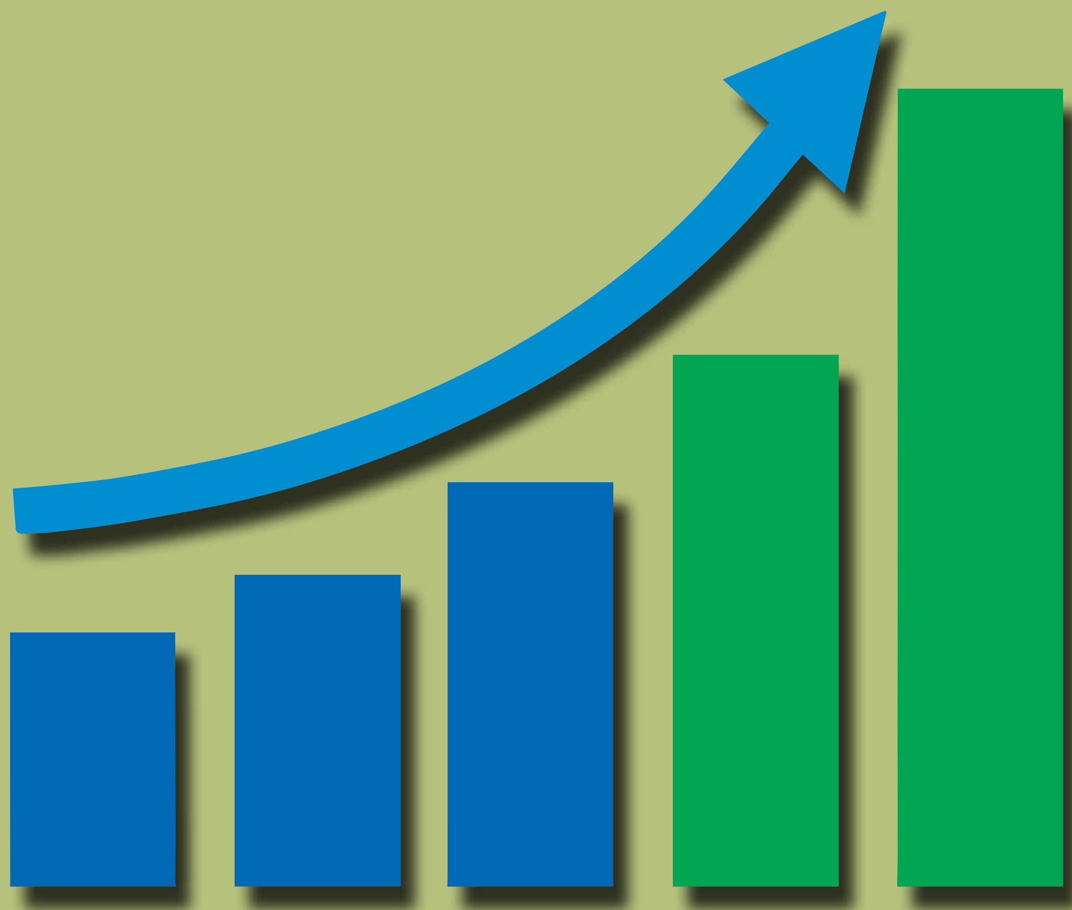

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৯-২০২০

অধ্যায়-১
পরিকল্পনা কমিশন সৃষ্টি, গঠন ও কার্যপরিধি

পরিকল্পনা কমিশন সৃষ্টি, গঠন ও কার্যপরিধি

১.১ পরিকল্পনা কমিশন সৃষ্টির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন।১৯৫৬ সালে তদান্তীন পূর্বপাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) ''পরিকল্পনা বোর্ড'' গঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সূচনা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মুজিবনগর সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কোষ গঠন করে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে পরিকল্পিত দ্রুত উন্নতি অর্জনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রখ্যাত পরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একে দেয়া হয় উচ্চ পর্যায়ের পেশাদারী সংগঠনের মর্যাদা। এই কমিশন গঠিত হয় একজন চেয়ারম্যান, একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান ও তিন জন সদস্যের সমন্বয়ে এবং পরিকল্পনা মন্ত্রী পদাধিকার বলে কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনা এবং নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য মন্ত্রীর পদ মর্যাদা সম্পন্ন একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন (কেবিনেট মন্ত্রীর বাইরে)। কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণ ছিলেন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন। সচিব পদমর্যাদার ''প্রধান'' এর অধীনে মোট ১০টি বিভাগ সৃষ্টি করা হয় এবং এই বিভাগগুলো হচ্ছে-সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, কার্যক্রম ও মূল্যায়ন বিভাগ, কৃষি বিভাগ, শিল্প বিভাগ, পানি সম্পদ বিভাগ, পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, বহি:সম্পদ বিভাগ এবং প্রশাসন বিভাগ।

পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করার জন্য পৃথকভাবে ''প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো'' প্রতিষ্ঠা করা হয় যা পরবর্তীতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় ''বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ'' নামে আলাদা বিভাগে রূপান্তরিত হয়। এর অব্যবহিত পরে বহি:সম্পদ সংগ্রহের দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশন থেকে পৃথক করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বর্তমান ''অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ'' নামে পৃথক বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের সকল প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ''পরিকল্পনা বিভাগ'' প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সাথে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন এর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়। বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ কমিশনের চেয়ারপার্সন।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর সুদূরপ্রসারী চিন্তাধারা এবং তাঁর সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনায় সর্বপ্রথম ১৯৭৪ সালে দেশের বিদ্যমান ৪টি পরিসংখ্যান সংস্থাকে একীভূত করে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং ১৯৭৫ সালে পরিসংখ্যান ব্যুরোকে প্রশাসনিক সহযোগিতা ও দিক নির্দেশনা প্রদানের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিসংখ্যান বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ২০০২ সালে পরিসংখ্যান বিভাগকে অবলুপ্ত করে পরিকল্পনা বিভাগের একটি অনুবিভাগ করা হয়। দেশের উন্নয়নে পরিসংখ্যানের গুরুত্ব বিবেচনায় ২০১০ সালে পরিসংখ্যান বিভাগ পুন:প্রতিষ্ঠা করা হয়।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের মূল লক্ষ্য টেকসই, সমন্বিত ও কার্যকর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। এই মূল লক্ষ্য অর্জনে প্রতিষ্ঠানটি অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কর্মকৌশল এবং কার্যকর সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন উপরোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের গঠন

১৫ এপ্রিল ২০১৯ খ্রি: তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী (প্রজ্ঞাপন নং ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১১৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনকে নিম্নরূপে গঠন করেছে:

১.২ কমিশনের গঠন

ক্রমিক নং	নাম	পদবি
১.	প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপারসন
২.	মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	বিকল্প চেয়ারপারসন
৩.	মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	ভাইস চেয়ারপারসন
৪-৯.	পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ	সদস্য
১০.	সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য-সচিব

১.৩ কমিশনের কার্যপরিধি

১.রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬ এর সিডিউল-১ এ বর্ণিত পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত পরিকল্পনা কমিশনের জন্য নির্ধারিত কার্যাবলি;

২. চেয়ারপারসন, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠেয় সভায় নিম্নলিখিত কার্যাবলিও সম্পন্ন হবে;

২.১ দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা;

২.২ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি চূড়ান্তকরণ;

২.৩ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপনের জন্য স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পর্যালোচনা ও হালনাগাদকরণের নির্দেশনা প্রদান;

২.৪ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি; এবং

২.৫ পরিকল্পনা কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত বিষয়াবলি সম্পর্কে আন্ত:মন্ত্রণালয় মতপার্থক্য দূরীকরণ।

১.৪ প্রয়োজনে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভা করা যাবে এবং নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণকে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে-

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব;
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্যসচিব/সচিব;
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ;
৪. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ;
৫. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ;
৬. সচিব, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ; এবং
৭. গুরুত্বপূর্ণ আন্ত:মন্ত্রণালয় মতপার্থক্যের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি/প্রতিনিধিগণ।
এ কমিশনে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

ঘ. কমিশনের বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

ঙ.পরিকল্পনা বিভাগ কমিশনকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

১.৫ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের সাংগঠনিক কাঠামো

পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগ, ৩০ টি অনুবিভাগে বিভক্ত। এর মধ্যে দুটি বিভাগ যথা-সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ এবং কার্যক্রম বিভাগ সামষ্টিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাকী ৪টি বিভাগ যেমন, ভৌত-আবকাঠামো বিভাগ, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ সংশ্লিষ্ট সেক্টরভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় নিয়োজিত। পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগ এর দায়িত্বে প্রধান এবং অনুবিভাগের দায়িত্ব যুগ্ম-প্রধানের ওপর ন্যস্ত। অনুবিভাগসমূহ অধিশাখায় এবং অধিশাখাসমূহ শাখা পর্যায়ে বিভক্ত। উপ-প্রধান অধিশাখার দায়িত্ব এবং সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান শাখা পর্যায়ে দায়িত্ব পালন করে।

১.৫.১ পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের সাথে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সংযোগ

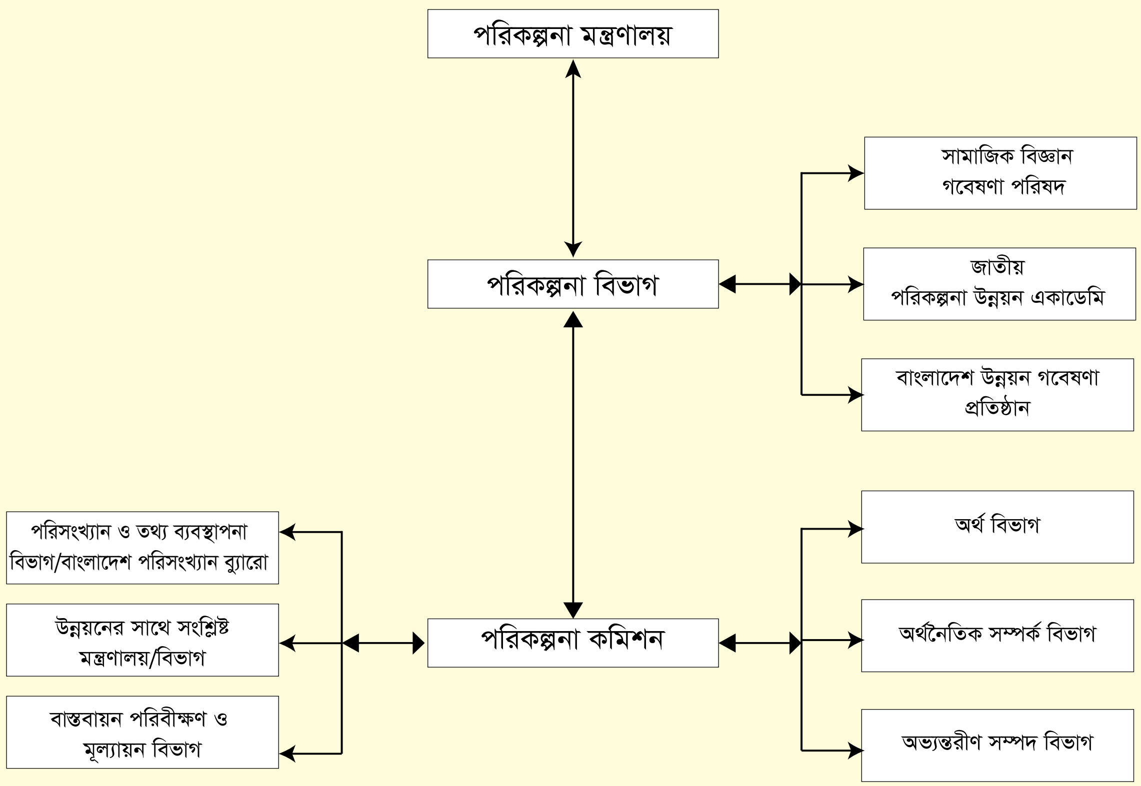

স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী প্রণয়ন এবং প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশন সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরসমূহের নিবিড় সমন্বয় ও সহায়তার মাধ্যমে কাজ পরিচালনা করে থাকে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিসংখ্যান সরবরাহের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) উন্নয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কিত গবেষণায় সহায়তা দান করে। অর্থ বিভাগ এবং অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য অভ্যন্তরীণ সম্পদ প্রাপ্যতা সংক্রান্ত পরামর্শ প্রদান করে এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ উন্নয়ন পরিকল্পনায় বৈদেশিক সহায়তার প্রাক্কলন প্রদান করে। বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ করে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনকে পরামর্শ প্রদান করে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে পেশ করে। চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদে উপস্থাপন করা হয়।

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি)

১.৬ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) কার্যাবলি

বিগত ১৫-০৪-২০১৯ খ্রিঃ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী (প্রজ্ঞাপন নং ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১১৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) নিম্নরূপে গঠন করেছে:

ক. পরিষদ গঠন

ক্রমিক নং	নাম	পদবি
১.	শেখ হাসিনা, প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার	চেয়ারপারসন
২.	মন্ত্রিসভার সকল সদস্য	সদস্য

খ. সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব
২. গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক
৩-৮. পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ
৯. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সচিব
এ পরিষদে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব ও ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবেন।

গ.পরিষদের কার্যপরিধি

১. দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং অর্থনৈতিক কর্মপন্থা (পলিসি) নিরূপণের প্রাথমিক পর্যায়ে সামগ্রিক দিক-নির্দেশনা প্রদান;
২. পরিকল্পনা, কর্মসূচি এবং কর্মপন্থা চূড়ান্তকরণ এবং অনুমোদন প্রদান;
৩. উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৪. আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ; ও
৫. জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের দায়িত্ব পালনে সহায়ক বিবেচিত যে কোনো কমিটি গঠন।

ঘ. পরিষদের বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে।

ঙ. পরিকল্পনা বিভাগ পরিষদকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।

চিত্র: একনেক চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একনেক সভা

চিত্র: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ‘ড. কালাম স্মৃতি ইন্টারন্যাশনাল এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৯’ পদে ভূষিত হওয়ায় এনইসি সম্মেলন কক্ষে ফুল দিয়ে অভিনন্দন জ্ঞাপন পরিকল্পনা মন্ত্রীর

জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক)

১.৭ জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) গঠন

বিগত ১৫-০১-২০১৯ খ্রি: তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী (প্রজ্ঞাপন নং ০৪.০০.০০০০.৬১১.০৬.০০২.১৯.১১৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) নিম্নরূপে গঠন করেছে:

ক. কমিটির গঠন

ক্রমিক নং	নাম ও পদবি	দায়িত্ব
১	শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী	চেয়ারপারসন
২	জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	বিকল্প চেয়ারম্যান
৩	জনাব ওবায়দুল কাদের মন্ত্রী, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়	সদস্য
৪	জনাব মো: আব্দুর রাজ্জাক মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়	সদস্য
৫	জনাব মোহাম্মদ হাছান মাহমুদ মন্ত্রী, তথ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
৬	জনাব মো: তাজুল ইসলাম মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	সদস্য
৭	ডা: দীপু মনি মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৮	জনাব এম. এ. মান্নান মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়	সদস্য
৯	জনাব নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	সদস্য
১০	জনাব জাহিদ মালেক মন্ত্রী, স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়	সদস্য
১১	জনাব টিপু মুনশি মন্ত্রী, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	সদস্য
১২	জনাব শ.ম. রেজাউল করিম মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৩	জনাব মো: শাহাব উদ্দিন মন্ত্রী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৪	জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়	সদস্য
১৫	সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী	সদস্য

খ. সহায়তাদানকারী কর্মকর্তাগণ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব/সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৩. সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ
৪. সচিব,পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ
৫. সচিব, অর্থ বিভাগ
৬. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
৭. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
৮-১৩. পরিকল্পনা কমিশনের সদস্যগণ
১৪. সচিব, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ
এ কমিটিতে ‘সচিব’ বলতে সিনিয়র সচিব এবং ভারপ্রাপ্ত সচিবও অন্তর্ভুক্ত হবে।

গ. কমিটির কার্যপরিধি

১. সকল বিনিয়োগ প্রকল্পের উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) বিবেচনা ও অনুমোদন;
২. সরকারি খাতে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকার উর্ধ্বে মোট বিনিয়োগ ব্যয় সংবলিত প্রকল্পসমূহে প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (পিইসি) সভার সুপারিশ বিবেচনা ও অনুমোদন;
৩. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা;
৪. বেসককারি উদ্যোগ, যৌথ উদ্যোগ অথবা অংশগ্রহণমূলক বিনিয়োগ কোম্পানিসমূহের প্রস্তাব বিবেচনা;
৫. দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির পরিবীক্ষণ এবং সামগ্রিক কোম্পানিসমূহের প্রস্তাব বিবেচনা; এবং
৬. বৈদেশিক সহায়তার বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা বিবেচনা ও অনুমোদন এবং উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনা;

ঘ. কমিটির বৈঠক প্রয়োজনানুসারে অনুষ্ঠিত হবে;
ঙ. পরিকল্পনা বিভাগ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে;
চ. এতৎসংক্রান্ত বিষয়ে পূর্বেকার মন্ত্রিসভা কমিটি বাতিল বলে গণ্য হবে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গণভবণ থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং করেন

চিত্র: একনেক চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে একনেক সভা

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

অধ্যায়-২

পরিকল্পনা বিভাগ

পরিকল্পনা বিভাগ

২.১ পরিকল্পনা বিভাগের লক্ষ্য, দায়িত্ব ও কার্যপরিধি

২.১.১ পরিকল্পনা বিভাগের লক্ষ্য

পরিকল্পনা বিভাগের সকল প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যক্রম যথাসময়ে সরকারের প্রচলিত বিধি অনুযায়ী মানসম্পন্নভাবে সম্পন্নকরণের মাধ্যমে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যবস্থাপনা সংস্থা হিসেবে পরিকল্পনা কমিশনকে সার্বিকভাবে সহায়তা প্রদান করাই পরিকল্পনা বিভাগের মূল লক্ষ্য।

২.১.২ পরিকল্পনা বিভাগের দায়িত্ব

পরিকল্পনা বিভাগ উপরে বিধৃত লক্ষ্য অর্জনে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিকে (একনেক) নিয়মিতভাবে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ দায়িত্ব পালনে পরিকল্পনা বিভাগ একজন সচিবের নেতৃত্বে একজন যুগ্ম-সচিব ও একজন যুগ্ম-প্রধানের সহায়তায় দুটি অনুবিভাগ যথা: প্রশাসন অনুবিভাগ, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ এর মাধ্যমে সকল কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে।

২.১.৩ পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধি

পরিকল্পনা বিভাগ, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) এবং জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটিকে (একনেক) নিয়মিতভাবে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ দুটি দায়িত্ব ছাড়াও পরিকল্পনা বিভাগের কার্যপরিধির মধ্যে নিম্নোক্ত দায়িত্বসমূহ অন্তর্ভুক্ত:

ক.	বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও এজেন্সীর উন্নয়ন কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন;
খ.	একাধিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক নীতির সমন্বয় সাধন;
গ.	নতুন শক্তি (Energy) সম্ভাবনার উপর জাতীয় ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে এবং শক্তি (Energy) সংশ্লিষ্ট সকল আন্ত:মন্ত্রণালয় বিষয়ে সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন;
ঘ.	জাতীয় এবং উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন প্রকল্প তৈরি ও প্রক্রিয়াকরণে দিক-নির্দেশনা প্রদান;
ঙ.	জাতীয় বিনিয়োগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন;
চ.	আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে যোগাযোগ রক্ষা এবং পরিকল্পনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সম্পৃক্ত চুক্তি সম্পাদন;
ছ.	পরিকল্পনা কমিশনসহ পরিকল্পনা বিভাগের অধীনস্থ/সংস্থা/দপ্তরসমূহের আর্থিক বিষয়াদি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালন;
জ.	পরিকল্পনা বিভাগের অধীনস্থ/সংস্থা/দপ্তরসমূহের তথা বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস), সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) এবং জাতীয় পরিকল্পনা উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) এর প্রশাসন কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ;
ঝ.	পরিকল্পনা বিভাগ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে আইন-কানুন, বিধি-বিধান সম্পর্কিত বিষয়াদি;
ঞ.	পরিকল্পনা বিভাগ সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে তদন্ত সংক্রান্ত বিষয়াদি; এবং
ট.	পরিকল্পনা বিভাগের উপর অর্পিত যে কোন কাজ সংক্রান্ত ফি প্রদান (কোর্ট ফি বাদে) ।

পরিকল্পনা বিভাগের বিভিন্ন শাখা ও প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলি
প্রশাসন অনুবিভাগ
প্রশাসন অধিশাখা-১

২.২ প্রশাসন অধিশাখা-১ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

ভূতপূর্ব বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের ০৯জন কর্মকর্তা-কে সিনিয়র সহকারী প্রধান হতে উপপ্রধান পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। মহামান্য হাইকোর্ট ডিভিশনের পিটিশন নং-২০৬/২০১৯ এর রায় অনুসারে ভূতপূর্ব বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের ২৮জন সিনিয়র সহকারী প্রধান এর ৬ষ্ঠ গ্রেডে পদোন্নতির তারিখ প্রাপ্যতা অনুযায়ী সংশোধন করা হয়েছে। ভূতপূর্ব বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের ৭ম থেকে ৩৬তম ব্যাচ পর্যন্ত ৪৬২টি মঞ্জুরিকৃত পদ-কে বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সাথে একীভূতকরণ বিষয়ে পরিকল্পনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রম যথাসময়ে সম্পাদন করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ভূতপূর্ব বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের ০৫ জন কর্মকর্তা-কে উচ্চশিক্ষার্থে প্রেষণ এবং ০১ জন কর্মকর্তা-কে বৈদেশিক চাকরিতে লিয়েন মঞ্জুর করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ হতে প্রাপ্ত ভূতপূর্ব বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের পদ সৃজন ও পদ বিলুপ্ত সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ভূতপূর্ব বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বিভাগীয় ও শৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রতিবেদনসহ মামলা/অভিযোগসমূহের মূলকপি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের শৃঙ্খলা ও তদন্ত অনুবিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনে কর্মরত সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান পর্যায়ের কর্মকর্তাদের অভ্যন্তরীণ বদলি/পদায়ন/ছুটিসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে।

প্রশাসন অধিশাখা-২

২.৩ প্রশাসন অধিশাখা-২ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

নিয়োগ ও পদোন্নতি: গবেষণা কর্মকর্তা এর ০১ টি পদ পিএসসি'র সুপারিশ অনুযায়ী সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে। প্রধান পদে ০১ জন, যুগ্মপ্রধান পদে ০৪ জন এবং ০১ জন কর্মকর্তাকে সহকারী পরিচালক পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।

পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুরিঃ ০৮ জন কর্মকর্তার অনুকূলে পেনশন ও আনুতোষিক মঞ্জুর করা হয়েছে এবং ০৬ জন কর্মকর্তার পেনশন মঞ্জুরের জন্য আবেদনসহ কাগজপত্র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে। ০৫ জন কর্মকর্তার পারিবারিক পেনশন মঞ্জুর করা হয়েছে।

চাকরি স্থায়ীকরণ ও পদসৃজনঃ সন্তোষজনকভাবে শিক্ষানবিশকাল অতিক্রান্ত করায় ০৪ জন কর্মকর্তার চাকরি যোগদানের তারিখ হতে স্থায়ীকরণ করা হয়েছে। সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের শাখা/ অধিশাখাসমূহ যুগোপযোগী করার নিমিত্ত ২৩১ টি নতুন পদ সৃজনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বদলি, পদায়ণ ও ছুটিঃ পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের সচিব, সদস্য, প্রধান, যুগ্মপ্রধান, উপপ্রধান এবং নন-ক্যাডার **১ম** শ্রেণির কর্মকর্তাদের ছুটি, বদলি, পদায়ন, ১৬/০১/২০২০ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত ভূতপূর্ব বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডার কর্মকর্তাদের প্রেষণ, লিয়েন মঞ্জুরসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়েছে। বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সাথে একীভূত বিসিএস (ইকনমিক) ক্যাডারের উপপ্রধান হতে প্রধান পর্যন্ত কর্মরত সকল কর্মকর্তাগণের যাবতীয় তথ্যাদি, পিডিএস এবং বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ ও ফোল্ডার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়েছে।

সভা অনুষ্ঠান ও কর্মকর্তা মনোনয়নঃ পরিকল্পনা বিভাগ ও কমিশনের কোর কমিটির ০৬ টি সভা উক্ত অর্থবছরে সম্পাদিত হয়েছে। সভাসমূহের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ অধিকাংশই বাস্তবায়িত হয়েছে। তাছাড়া এ অধিশাখা হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা/ওয়ার্কশপ/সেমিনারে বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।

প্রশাসন অধিশাখা-৩

২.৪ প্রশাসন অধিশাখা-৩ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

প্রশাসন অধিশাখা-৩ এর আওতায় পরিকল্পনা বিভাগের ২য় ও ৩য় শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাবতীয় ব্যক্তিগত বিষয়সমূহ যথা- সকল প্রকার ছুটি মঞ্জুর, চিত্তবিনোদন ছুটি ও ভাতা প্রদান, দক্ষতা সীমা (২টি) অতিক্রমের আদেশ জারি, বার্ষিক বর্ধিত বেতন প্রদান ও চাকুরি সার্ভিস বহিতে লিপিবদ্ধ করা, টাইম স্কেল/সিলেকশন গ্রেড প্রদান, ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুর করা, বেতন বৈষম্য দূরীকরণ, পেনশন বিষয় প্রক্রিয়াকরণ করা, মৃত কর্মচারীদের পরিবারের জন্য কল্যাণ ও যৌথ বীমার ভাতার আবেদন অগ্রায়ন, ভবিষ্যৎ তহবিলে জমাকৃত অর্থ চূড়ান্ত পরিশোধের ব্যবস্থা করা, কল্যাণ পরিদপ্তর হতে চিকিৎসা সাহায্য প্রাপ্তির জন্য আবেদন অগ্রায়ন করা, বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, শৃঙ্খলাজনিত বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদন, পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের ৩য় শ্রেণির পদে আত্মীকরণ, পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের ৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ, উপরোল্লিখিত বিষয়ে চাহিদা অনুসারে মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ, ৩য় শ্রেণির কর্মচারীদের সার্ভিস বুক তৈরি, হালনাগাদকরণ ও সংরক্ষণ, পরিকল্পনা কমিশন ও বিভাগের ৩য় শ্রেণির সকল পদ ও কর্মচারীদের পরিসংখ্যান, কর্তৃপক্ষ-কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করা হয়। বিবেচ্য সময়ে পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের আওতাধীন ২৪জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে (গ্রেড ১১-২০ পর্যন্ত) পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে। বর্তমানে ৩য় শ্রেণির ৩৯টি এবং ৪র্থ শ্রেণির ১১টি মোট ৫০টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। এছাড়া প্রয়োজন অনুযায়ী ২য় ও ৩য় শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলি/পদায়ন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম প্রশাসন অধিশাখা-৩ কর্তৃক সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

প্রশাসন অধিশাখা-৪

২.৫ প্রশাসন অধিশাখা-৪ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সাথে একীভূত বিসিএস (ইকোনমিক) ক্যাডার একত্রিকরণ সংক্রান্ত-বিবিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সাথে একীভূত বিসিএস (ইকোনমিক) ক্যাডারের ৪৬২ কর্মকর্তার বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সম্বলিত ডোসিয়ার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মরত ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন এবং শৃঙ্খলাজনিত বিষয়সমূহ ডোসিয়ারে সংরক্ষরণ, মন্ত্রণালয়/বিভাগের অধীনস্থ দপ্তর/শাখার চাহিদা অনুযায়ী সাবেক বিসিএস (ইকোনমিক) ক্যাডার এবং ১ম শ্রেণির নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

নিয়োগ ১৩/০/২০১৮ তারিখ ০১টি সর্টার ও ১৪টি অফিস সহায়কের শূন্য পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারির প্রেক্ষিতে ০১/০৮/২০১৯ তারিখে ১৪ জন প্রার্থীকে অফিস সহায়ক পদে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen Charter) সিটিজেন চার্টার হালনাগাদকরণ করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী সেবাগ্রহীতাকে সেবা প্রদান কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

পিআরএল এ বছর ৪র্থ শ্রেণির ০২জন কর্মচারীর অনুকূলে পিআরএল আদেশ এবং ছুটি নগদায়ন পত্র জারি করা হয়েছে। এছাড়া ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের যাবতীয় প্রশাসনিক বিষয়সমূহ যথা সকল প্রকার ছুটি মঞ্জুর, চাকরি বহি হালনাগাদকরণ, ভবিষ্য তহবিল হতে অগ্রিম মঞ্জুর ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের বদলি/পদায়ন, পেনশন ও পারিবারিক পেনশন প্রক্রিয়াকরণ, কল্যাণ ও যৌথবীমার ভাতা প্রাপ্তির আবেদন অগ্রায়ন, কল্যাণ তহবিল হতে চিকিৎসা সাহায্য প্রাপ্তির আবেদন অগ্রায়ন, শৃঙ্খলাজনিত বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিস্পত্তি, চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন মাসিক/বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়ে থাকে।

প্রটোকল অধিশাখা

২.৬ প্রটোকল অধিশাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

প্রটোকল অধিশাখার আওতায় প্রটোকল, সম্মেলন কক্ষ এবং গ্রহণ ও প্রেরণ শাখার কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এ অধিশাখা হতে দৈনন্দিন কাজের পাশাপাশি নিম্নবর্ণিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়ে থাকে। সভা সংশ্লিষ্ট: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক ও এনইসি সভা, এডিবি, আরএডিবি এবং পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের সচিব, সদস্য এবং অন্যান্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বিভাগ/কমিশনের সকল সভার আয়োজন। এসবি ও গ্যালারী পাস সংক্রান্ত: একনেক, এনইসি সভার এসবি পাস এবং জাতীয় সংসদ অধিবেশনের দর্শক গ্যালারী পাস সংগ্রহ ও জমা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ। পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন সংশ্লিষ্ট আপ্যায়ন আয়োজন : প্রশাসনিক সভাসহ আয়োজিত বিভিন্ন সভায় আপ্যায়ন সরবরাহ, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর দপ্তরে অনুষ্ঠিত সভা/সৌজন্য সাক্ষাৎ এবং দেশী-বিদেশী অতিথিদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা। মোটরযান সংক্রান্ত: পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তাগণকে প্রাপ্যতা অনুসারে ১২টি রুটে সাটল সার্ভিস প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তাদের অনুকূলে অফিসে যাতায়াত সেবা প্রদান। এছাড়া, কর্মকর্তাগণের যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত না-দাবী প্রদান। বিদেশ সফরে প্রটোকল সহায়তা প্রদান: পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের প্রাধিকারভুক্ত উর্ধ্বতন কর্মকর্তার নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী ভিসা, পাসপোর্ট, বিমানের টিকেট সংরক্ষণ ইত্যাদি প্রক্রিয়াকরণ এবং ভিআইপি প্রটোকল সেবা প্রদান। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর কর্তৃক আহূত সভা অনুষ্ঠানের নিমিত্ত সভাকক্ষ বরাদ্দ সংক্রান্ত: জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠান পরিচালনার লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার অনুকূলে এনইসি সম্মেলন কক্ষ/ কমিটি কক্ষ-১/এইসি অডিটরিয়াম বরাদ্দ প্রদানের পাশাপাশি সভা আয়োজনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান। বিভিন্ন দিবস উদযাপনঃ ১০ জানুয়ারি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস, ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, ১৭ মার্চ জাতীর পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম দিবস, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস, ১৫ আগষ্ট জাতীয় শোক দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবসসহ বিভিন্ন জাতীয় দিবস সমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের ব্যবস্থা। ডাক গ্রহণ ও বিতরণ: পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের জারিকৃত চিঠিপত্র, প্রকল্প সংক্রান্ত ডিপিপি, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির পুস্তক এবং একনেক/এনইসির সকল ডাক গ্রহণ ও বিভিন্ন অফিসে যথাসময়ে বিতরণ। উপরে উল্লিখিত কার্যক্রমের পাশাপাশি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা যথাযথভাবে পালন করা হয়ে থাকে।

আইন শাখা

২.৭ আইন শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের আইন শাখা কর্তৃক সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল, মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ ও আপিল বিভাগের মামলাসমূহ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত): ১. সরকারি সম্পত্তি/স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা নাই ২. মন্ত্রণালয়/বিভাগ-এর বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে চলমান মামলার সংখ্যার ০৬ (ছয়) ৩. উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা সংখ্যা নাই ৪. প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল ঢাকা এর মামলা সংখ্যা ০৩ (তিন) ৫. নিষ্পত্তিকতৃ মামলার সংখ্যা নাই-মোট ০৯টি মামলা।

আইসিটি সেল

২.৮ আইসিটি সেল কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন-এর সকল কর্মকর্তাকে ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের জন্য ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের সকল প্রকল্পের কর্মকর্তাদের ই-ফাইলিং কার্যক্রম চালুর বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের সকল দরপত্র কার্যক্রম ই-জিপি'র মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। পরিকল্পনা বিভাগের ৩য় শ্রেণির নিয়োগ এর আবেদন প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পন্ন করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগের তথ্য বাতায়ন নিয়মিত হালনাগাদ করা হচ্ছে। পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, বাৎসরিক বাজেট, সকল ফোকাল পয়েন্ট/প্রতিনিধি কর্মকর্তাদের তালিকা, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এডিপি/আরএডিপি প্রভৃতিসহ অন্যান্য প্রকাশনাসমূহ ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগ এর Implementation of Digital ECNEC (IDE) প্রকল্পের মাধ্যমে পাইলটিং হিসেবে স্থানীয় সরকার বিভাগের অধিনস্ত দপ্তর/সংস্থা যেমন- এলজিইডি, ওয়াসা, ডিপিএইচই, সিটি কর্পোরেশন হতে Project Planning System (PPS) সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে অনলাইনে প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ ও অনুমোদন কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। পাইলটিং কার্যক্রম সফলভাবে শেষ করার পর এটি সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় রোল আউট করার জন্য Strengthening Digital Processing of Projects (SDPP) নামে একটি নতুন প্রকল্প চলমান রয়েছে। পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে পরিকল্পনা বিভাগ এবং পরিকল্পনা কমিশনের সকল ভবনে LAN, Wi-Fi এবং এনইসি সম্মেলন কক্ষ এবং এনইসি কমিটি কক্ষ-১ এ অত্যাধুনিক ডিজিটাল ডিসপ্লে সিস্টেম এর ব্যবস্থা করা হয়েছে। বর্তমানে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে একনেক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়া পরিকল্পনা বিভাগে একটি ডাটা সেন্টার রয়েছে যা আইসিটি সেলের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। ৩০-৩১ জানুয়ারি, ২০১৮ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের করবী হলে ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ ২০২১ এর ২ দিন ব্যপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের "ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ ২০২১" এর একটি খসড়া তালিকা প্রণয়ন করা হয়। উক্ত তালিকায় পরিকল্পনা বিভাগের ০৩ (তিন)টি ই-সার্ভিস এবং পরিকল্পনা কমিশনের ০৫ (পাঁচ)টি ই-সার্ভিস সহ মোট ০৮ (আট)টি ই-সার্ভিস "ই-সার্ভিস বাস্তবায়ন রোডম্যাপ ২০২১" এর জন্য প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা বিভাগে আলোচনাক্রমে এবং সিনিয়র সচিব মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে উক্ত তালিকা প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা বরাবর প্রেরণ করা হয়। ১৫-২০ এপ্রিল, ২০১৯ খ্রিঃ তারিখে বাংলাদেশ পরমানু শক্তি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাভারে "ডিজিটাল সার্ভিস ডিজাইন ও পরিকল্পনা ল্যাব" শীর্ষক প্রশিক্ষণ/কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় এটুআই এর সহযোগীতায় পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ৫টি ডিজিটাল সার্ভিসের বিস্তারিত ডিজাইন ও TOR চূড়ান্তভাবে প্রস্তুত করা হয় যা নিম্নরূপ :

1.	Project Processing, Appraisal & Management System
2.	National Plan Management System
3.	GIS Based Resource Management System
4.	Research Management System
5.	ADP/RADP Management System

০৫টি ডিজিটাল সার্ভিস এর মধ্যে ADP/RADP Management System সার্ভিসটি "কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে এবং Project Processing, Appraisal & Management System সার্ভিসটি পরিকল্পনা বিভাগের "উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজিটাল প্রক্রিয়াকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (SDPP)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া National Plan Management System, GIS Based Resource Management System এবং Research Management System সার্ভিসসমূহ "উন্নয়ন প্রকল্পের ডিজিটাল প্রক্রিয়াকরণে সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (SDPP)" শীর্ষক প্রকল্পের অধীন একক সাইন অন সুবিধাসহ ২০২১ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে।

এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ

২.৯ উন্নয়ন প্রকল্প ছক ও উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন পদ্ধতি সম্পর্কিত কার্যাবলি

সরকারি খাতে উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, প্রকল্প প্রণয়ন, প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন ও সংশোধন পদ্ধতি বিষয়ে পরিপত্র জারি ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ছক প্রণয়ন এবং হালনাগাদকরণ। বিদ্যমান পরিপত্রটি হালনাগাদ/সংশোধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ থেকে মতামত সংগ্রহ করে তা পর্যালোচনা নিমিত্ত একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

২.৯.১ এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদ (এনইসি) সভা সংক্রান্ত তথ্যাবলী

১ম এনইসি সভার তারিখ: ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ (১২ ফাল্গুন ১৪২৬)

রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ন: বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-২০৪১ এর চূড়ান্ত খসড়া অনুমোদন।

২য় এনইসি সভার তারিখ: ১৯ মার্চ ২০২০ (০৫ চৈত্র ১৪২৬)

- ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন;
- বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি) কর্তৃক প্রণীত ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন; এবং
- ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির জুলাই ২০১৯ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা প্রতিবেদন উপস্থাপন।

৩য় এনইসি সভার তারিখ: ১৯ মে ২০২০ (০৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭)

২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) চূড়ান্তকরণ ও অনুমোদন।

২.৯.২ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে মোট ২৪টি একনেক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সকল সভায় মোট ২১১টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে এবং মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত ৩৭টি প্রকল্প সদয় অবগতির জন্য একনেক সভায় উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সকল সভার জন্য প্রকল্পের তালিকা চূড়ান্তকরণ, নোটিশ জারি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের জন্য সারসংক্ষেপ ও ব্রীফ তৈরি এবং একনেক সভার কার্যবিবরণী প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও সভা আয়োজনের জন্য সকল প্রকার সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এ অর্থ বছরে একনেক কর্তৃক ২১০টি অনুমোদিত প্রকল্পের অনুমোদন সংক্রান্ত পত্র জারি করা হয়েছে।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় শেরে বাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটি (একনেক) এর সভায় সভাপতিত্ব করেন

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে শেরে বাংলা নগর প্রান্তে এনইসি ভবনে একনেক সভায় সভাপতিত্ব করেন

২.৯.৩ বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশনের বর্ধিত সভা

মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় ও পরিকল্পনা কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান এর সভাপতিত্বে এনইসি সভার পূর্বে এনইসি সভার আলোচ্যসূচি নির্ধারণের জন্য ১০/০৩/২০২০ ও ১২/০৫/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ২টি বর্ধিত সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২.৯.৪ জেলা প্রশাসক সম্মেলন সংক্রান্ত

জেলা প্রশাসক সম্মেলনের জন্য পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সকল বিভাগ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন প্রস্তুত করে মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৯.৫ সংসদীয় প্রতিনিধি দলের বিদেশ সফর সংক্রান্ত ব্রীফ/টকিং পয়েন্টস প্রেরণ সংক্রান্ত

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এনইসি একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ হতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর ০৮টি ব্রীফ প্রস্তুত করে প্রেরণ করা হয়েছে :

- ১-২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ মালদ্বীপের মালেতে অনুষ্ঠিত South Asian Speakers Summit on the Achieving Sustainable Development Goals (SDGs)-এ বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধি দলের যোগদান করেছে;
- ৯-১০ সেপ্টেম্বর ২০১৯ প্যারাগুয়ের Asuncion এ অনুষ্ঠিত Sixth IPU Global Conference of Young Parliamentarians-এ বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধি দলের যোগদান করেছে;
- ৪-৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯ ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত The 3rd world Parliamentary Forum on Sustainable Development (WPFSD)-এ বাংলাদেশ সংসদীয় প্রতিনিধি দলের যোগদান করেছে;
- ১৩-১৭ অক্টোবর ২০১৯ সার্বিয়ার বেলগ্রেডে অনুষ্ঠিত আইপিউ-এর ১৪১তম এসেম্বলিতে সংসদীয় প্রতিনিধি দলের যোগদান করেছে;
- ২৮-৩০ অক্টোবর ২০১৯ মঙ্গোলিয়ার রাজধানী উলানবাটনে অনুষ্ঠিত 19th Asia Pacific Parliamentarians Conference on Environment and Development (APPCED) সংসদীয় প্রতিনিধি দলের যোগদান করেছে;
- ২৯-৩০ জানুয়ারি ২০২০ Ouagadougou, Burkina Faso- 5th Session of the Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) Conference সংসদীয় প্রতিনিধি দলের যোগদান করেছে;
- ১৭-১৮ফেব্রুয়ারি ২০২০ নিউইয়র্কে “2020 Parliamentary Hearing at the United Nations” সংসদীয় প্রতিনিধি দলের যোগদান করেছে;
- ১৬-২০ এপ্রিল ২০২০ সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনুষ্ঠিত আইপিইউ ১৪২তম এসেম্বলিতে সংসদীয় প্রতিনিধি দলের যোগদান করেছে।

২.৯.৬ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভা

- ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সর্বমোট ৪টি সভা যথাক্রমে ১৮/০৯/২০১৯, ২২/১২/২০১৯, ২৮/০১/২০২০ ও ১১/০৩/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভাসমূহ অনুষ্ঠানে সমন্বয়সহ সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

২.৯.৭ প্রতিবেদন প্রেরণ সংক্রান্ত তথ্য

- জাতীয় ৪র্থ শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন পরিকল্পনা বিভাগের সমন্বয় শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।
- একনেক সভায় গৃহিত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদনের তথ্য পরিকল্পনা কমিশনের সকল সেক্টর হতে সংগ্রহ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।
- পরিকল্পনা বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০ এর আওতায় সকল ত্রৈমাসিক ও বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পরিকল্পনা বিভাগের সমন্বয় শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৯.৮ জাতীয় সংসদ অধিবেশনে প্রেরিত তথ্য

- ২০২০ সালের জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনে মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রদত্ত ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য তথ্য প্রেরণ করা হয়েছে।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় সংসদের অধিবেশনে উত্তরদানের জন্য পরিকল্পনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর তৈরি করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নসমূহের বিপরীতে জাতীয় সংসদ অধিবেশনে (১ জুলাই ২০১৯ হতে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত) মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় কর্তৃক মৌখিক উত্তরদানের জন্য তারকাচিহ্নিত এবং তারকাচিহ্নবিহীন মোট ১৪৬টি প্রশ্নের জবাব প্রস্তুতপূর্বক জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

২.৯.৯ কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

- পরিকল্পনা বিভাগের এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন "ডিজিটাল ডাটাবেজ সিস্টেম ও আর্কাইভ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ"-শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় "উন্নয়ন প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ" কর্মসূচির ৭টি ব্যাচে মোট ১৪০ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সাধারণ ও সমন্বয় অনুবিভাগ

সাধারণ শাখা-১

২.১০ সাধারণ শাখা-১ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর, পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাগণের দপ্তরে আসবাবপত্র/মালামাল সরবরাহ বাবদ ৭,১৬,৫২৩/- (সাত লক্ষ ষোল হাজার পাঁচশত তেইশ) টাকা, পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের ১৬-২০ গ্রেডের (৪র্থ শ্রেণি) কমর্চারীদের পোশাক ও আনুষাঙ্গিক দ্রব্যাদি সরবরাহ বাবদ ১৩,৪৮,৮১০/- (তের লক্ষ আটচল্লিশ হাজার আটশত দশ) টাকা, পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাগণের দপ্তরে আসবাবপত্র মেরামত বাবদ ১,২৬,৫৫০/- (এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ) টাকা, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বাবদ ৫৫,৭৯০/- (পঞ্চান্ন হাজার সাতশত নব্বই) টাকা, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ক্রয় ও মেরামত বাবদ ৫,৪১,২৪০/-(পাঁচ লক্ষ একচল্লিশ হাজার দুইশত চল্লিশ) টাকা, শ্রমিক (অনিয়মিত) মজুরী বাবদ ১,৭৪,১৫০/-(এক লক্ষ চুয়াত্তর হাজার একশত পঞ্চাশ) টাকা পরিশোধ করা হয়েছে।

এছাড়া ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সাধারণ শাখা-১ কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য কার্যাদিঃ

১. পরিকল্পনা কমিশন চত্বরস্থ কর্মকর্তা/কর্মচারী ও অন্যান্য সংস্থার অফিস কক্ষ/কার্যালয় বরাদ্দকরণ;
২. পরিকল্পনা কমিশন চত্বরস্থ অফিস কক্ষের সাধারণ (ভৌত) ও বৈদ্যুতিক মেরামতের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং গণপূর্ত বিভাগের (সিভিল/ই/এম) সাথে উক্ত কাজের সমন্বয়সাধন;
৩. পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তাগণের দপ্তরে ব্যবহৃত অকজো/অব্যবহৃত আসবাবপত্রের নিলাম এবং হিসাব সংরক্ষণ;
৪. পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কল্যাণমূলক বিষয়াদি সম্পাদন;
৫. পরিকল্পনা বিভাগের কোটায় ন্যস্তকৃত সরকারি এ,বি,সি শ্রেণির বাসা বরাদ্দ এবং বাসা বরাদ্দ নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়ন;
৬. পরিকল্পনা বিভাগের কর্মকর্তাদের আবাসিক বিষয়ে আবেদনপত্র অগ্রায়ন;
৭. মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর প্রিভিলেজ ফান্ড হতে মঞ্জুরী প্রদানের সকল কাজ (মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশানুসারে);
৮. পরিকল্পনা বিভাগের কোটাভূক্ত এ,বি,সি শ্রেণির সরকারি বাসা সংক্রান্ত না-দাবীপত্র প্রদান;
৯. পরিকল্পনা বিভাগের সাধারণ শাখা-১ হতে কোভিট-১৯ করোনা ভাইরাস রোধকল্পে পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন ব্লকের সামনে ব্লিচিং পাউডার মিশ্রিত পানি, এস এস স্টিলের ট্রে, পাপোষ সরবরাহ;
১০. কর্তৃপক্ষ-কর্তৃক সময়ে সময়ে অর্পিত অন্যান্য দায়িত্ব।

সাধারণ শাখা-২

২.১১ সাধারণ শাখা-২ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সাধারণ শাখা-২ এর কার্যাবলি উপস্থাপন করা হলো: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তর, পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন বিল বাবদ ২৯,২৮,৩৮০/- টাকা, ইন্টারনেট বিল বাবদ মোট ১০,২১,০৪০/-টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। তাছাড়া, পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাগণের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন প্রকারের সিল, অটোসিল ও নামফলক সরবরাহ বাবদ মোট ৩,৫৯,৩৫১/-টাকা, মনিহারি মালামাল সরবরাহ বাবদ মোট ২০,৫০,৫৬৯/- টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

এ অর্থ বছরে পত্রিকা, ম্যাগাজিন সরবরাহ বাবদ ৮,৬৩,৭৫১/- টাকা, প্রিন্টার টোনার, ফটোকপিয়ার টোনার, ফ্যাক্স টোনার, এন্টি ভাইরাস, মাল্টি প্লাগ ইত্যাদি সরবরাহ বাবদ ২৪,৮৮,৬০৮/-টাকা এবং টেলিফোন, ইন্টারকম টেলিফোন এক্সচেঞ্জ রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ মোট ৫,০৪,৭৭৯/৫০ টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে। মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরসহ পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বিভিন্ন দপ্তরে কর্মকর্তাগণের ব্যবহারের জন্য ক্রোকারিজ সরবরাহ বাবদ সর্বমোট ৯,৪৮,৬৭১/-টাকা এবং কম্পিউটার, প্রিন্টার, ফটোকপিয়ার মেশিন ইত্যাদি মেরামত বাবদ মোট ৪,৭১,৯১২/- টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

এছাড়া ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সাধারণ অধিশাখা-২ এর সম্পাদিত অন্যান্য কাজসমূহের মধ্যে রয়েছে:

১. পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে এ বিভাগ হতে প্রবেশপত্র (স্থায়ী/অস্থায়ী) প্রদান;

২. পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের বাংলাদেশ সচিবালয় হতে প্রবেশপত্র (স্থায়ী/অস্থায়ী) প্রদানের জন্য আদেশ জারি;

৩. পরিকল্পনা কমিশন চত্বরের নিরাপত্তার জন্য ১নং গেইট ও ২নং গেইটে পুলিশ ও আনসার সদস্য মোতায়েন এবং তাদেরকে নিরাপত্তা বিষয়ক দিক নির্দেশনা প্রদান;

৪. পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে সিসি টিভি ক্যামেরা স্থাপন, নিরাপত্তার জন্য কমিটি গঠন, সভা আহ্বান এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন;

৫. পরিকল্পনা কমিশন চত্বরে অবস্থিত ক্যান্টিন পরিচালনা, কমিটি গঠন, তদারকি এবং এ বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান;

৬. ডিজিটাল হাজিরা মেশিন স্থাপন ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন;

৭. দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং দেশী-বিদেশী বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হতে আগত শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থীদের ব্রিফিং সেশন এর জন্য ফোল্ডার, কলম, নামাংকিত মগ ও ব্যাগ সরবরাহ;

৮. কোভিড-১৯ মোকাবেলায় বিভিন্ন সামগ্রী ক্রয় ও বিতরণ করা;

৯. GRP সিস্টেমের আওতায় স্টেশনারী, মনিহারী, কম্পিউটার সামগ্রী ও ক্রোকারিজ সামগ্রী বিতরণ;

১১. স্টেশনারী, ক্রোকারিজ সামগ্রী ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবান ও এ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন; এবং

১০. এছাড়াও উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী দৈনন্দিন অন্যান্য যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন।

সমন্বয় শাখা

২.১২ সমন্বয় শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের সমন্বয় শাখা হতে সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়ে থাকে। ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের কার্যক্রম সমন্বয় শাখা থেকে সম্পন্ন করা হয়। সরকারি সংস্থা সমূহের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানা সম্বলিত পুস্তিকা হালনাগাদকরণ প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের মাসিক প্রতিবেদন যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জাপান সফরের জন্য Brief প্রস্তুত করে যথাসময় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা হতে অবসরোত্তর ছুটি/স্বেচ্ছায় অবসর (Post Retirement Leave) গমন করেছেন/করবেন তাদের নামের তালিকা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক কার্যাবলি সম্পর্কিত প্রতিবেদন যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। জেলা প্রশাসক সম্মেলন ২০১৯ এ গৃহিত পরিকল্পনা বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন অগ্রগতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। সামরিক শাসন আমলের অধ্যাদেশসমূহকে আইনে পরিণত করা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাসময়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। প্রস্তাবিত সামাজিক নিরাপত্তা আইন, ২০১৯ (খসড়া) এর উপর মতামত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। আইসিটি সেলের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তাগণের আইসিটি ক্যাডার ভুক্তির জন্য তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগে তথ্যাদি প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগ এবং এর আওতাধীন সংস্থার জনবল সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক তথ্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে যথাসময়ে প্রেরণ করা হয়।

- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে "মধ্যম আয়ের পথে বাংলাদেশ" নামক পুস্তিকা প্রকাশ ও "বঙ্গবন্ধু ও পরিকল্পনা কমিশন" নামক ডকুমেন্টেশন তৈরী এবং আলোকচিত্র প্রদর্শনী বোর্ড তৈরি কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের পরিকল্পনা বিভাগের মাসিক সমন্বয় সভা ও ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভার আয়োজন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা হয়। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত গেজেট, প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্র পৃষ্ঠাংকনপূর্বক সংশ্লিষ্ঠ দপ্তর/সংস্থার নিকট প্রেরণ করা হয়।
- ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১ম শ্রেণির কর্মকতাগণের মধ্যে এসিআর ফরম বিতরণ করা হয় এবং কর্মকর্তাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য তালিকা প্রস্তুত করে জাতীয় হৃদরোগ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের যাবতীয় কার্যক্রম সমন্বয় শাখা হতে গ্রহণ করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে পরিকল্পনা বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশনের সকল শ্রেণির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে নির্ধারিত লোগো সম্বলিত গেঞ্জি, ক্যাপ, ব্যাজ ও টি-শার্ট বিতরণ করা হয়।
- সকল প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তাদের মধ্যে মগ, কলম ও কোটপিন বিতরণ করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র‍্যালি আয়োজন করা হয়।

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর নেতৃত্বে র‍্যালি

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থাসমূহের উদ্দ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

চিত্র: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা

চিত্র: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম. এ. মান্নান এমপি-এর
সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা

পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন ও এর আওতাধীন সংস্থা জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র: পরিকল্পনা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মো: আসাদুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভা

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন এবং এর আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দ্বিতীয় ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

চিত্র: পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা

পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ
পরিকল্পনা শাখা

২.১৩ পরিকল্পনা শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

পরিকল্পনা শাখা ২০১৩ সালে কার্যক্রম শুরু করে। এ শাখায় পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ এবং বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রম ও প্রয়োজনে সংশোধনসহ প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনার যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদিত হয়ে থাকে। এছাড়াও জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) এর প্রকল্পসমূহের প্রশাসনিক কার্যক্রমও এ শাখায় করা হয়ে থাকে। পরিকল্পনা শাখার উল্লেখযোগ্য লক্ষ্য হলো:

- যথাযথ ও উপযুক্ত প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সরকারের স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সেক্টর/বিভাগ/দপ্তরকে লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করা;
- প্রকল্প প্রণয়ন ও সংশোধনে সহায়তা করা;
- প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সহায়তা করা।

২.১৩.১ উদ্দেশ্য

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত প্রকল্পের অনুমোদন, প্রক্রিয়াকরণ, অর্থ বরাদ্দ ও অবমুক্তি এবং প্রয়োজনবোধে অনুমোদিত প্রকল্প সংশোধনে সহায়তা করা।

২.১৩.২ কার্যক্রম

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের আওতায় বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি (প্রকল্প দলিল) অনুযায়ী জনবল সংরক্ষণ, বাজেট প্রক্রিয়াকরণ, সংশোধিত বাজেট প্রক্রিয়াকরণ, প্রকল্পের আর্থিক বিষয়াদি প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, প্রশাসনিক কার্যাদি, প্রকল্পের জনবল নিয়োগ ইত্যাদি। চলতি ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় এডিপির বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্য নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

(অঙ্গসমূহ কোটি টাকা)

ক্র: নং	অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	এডিপি বরাদ্দ	আরএডিপি বরাদ্দ	অগ্রগতি (%)
১.	২০১৯-২০২০	১৮ টি	২০৭.০৯৫০	১০২.৫৫০০	(৬১.২৬%)

প্রশিক্ষণ অধিশাখা

২.১৪ প্রশিক্ষণ অধিশাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

পিটি শাখা বা প্ল্যানিং এন্ড ট্রেনিং পরিকল্পনা বিভাগের অধীন একটি শাখা, এ শাখার মাধ্যমে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য দেশের অভ্যন্তরে বা বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে। নিচের বিভিন্ন সারণির মাধ্যমে এ শাখার ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যাবলি উপস্থাপন করা হলো:

২.১৪.১ মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর কর্তৃক প্রতিবেদনাধীন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রশিক্ষণের বিবরণ

বিষয়	প্রশিক্ষণ (ইন-হাউজ)	সংখ্যা
ই-ফাইলিং	আগস্ট-২০১৯ (২টি ব্যাচে ৬দিন)	৬৮
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও অন্যান্য	সেপ্টেম্বর-২০১৯ (৮টি ব্যাচে ১২দিন)	২০৮
ই-ফাইলিং, বিভিন্ন রেজিস্টার ব্যবহার, ব্যবস্থাপনা ও নথি বিনষ্টকরণ, সরকারি কর্মচারী আইন ২০১৮, নিয়োগ ও পদোন্নিত বিধিমালা এবং স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট ও মটিভেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	অক্টোবর-২০১৯ (৮টি ব্যাচে ১৬দিন)	১৮৪
	নভেম্বর-২০১৯ (৫টি ব্যাচে ১০দিন)	২০২
	ডিসেম্বর-২০১৯ (৪টি ব্যাচে ৯দিন)	১১৩
নথি খোলা, সুচিকরণ, চলাচল ও শ্রেণিকরণ; বিভিন্ন রেজিস্টার ব্যবস্থাপনা, ডাক ব্যবস্থাপনা, ডাক উপস্থাপন, পেন্ডিং লিস্ট প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনা; পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন ২০০৬ ও বিধিমালা ২০০৮; আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি ও দাপ্তরিক ক্রয়; নোট, সার-সংক্ষেপ ও আধা-সরকারি পত্র লিখন; শুদ্ধ বানান	জানুয়ারি-২০২০ (৭টি ব্যাচে ১৪দিন)	১৫৭
	ফেব্রুয়ারি-২০২০ (১১টি ব্যাচে ১৬দিন)	২৭৮
মার্চ-২০২০ হতে জুন-২০২০ পর্যন্ত করোনা ভাইরাসের কারণে কোন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়নি।	**মোট:**	**১২১০ জন**

চিত্রঃ পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মচারীবৃন্দের "Strengthening the Capacity of Officers and Staffs of Planning Division/Commission" ট্রেনিং শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে সিনিয়র সচিব জনাব মো: নূরুল আমিন

২.১৪.২ সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত)

করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবের কারণে মার্চ ২০২০ তারিখ হতে জুন ২০২০ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত কোন কর্মকর্তাকে বৈদেশিক প্রশিক্ষণে মনোনয়ন প্রদান করা হয়নি এবং ইন-হাউস সংক্রান্ত প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়নি।

চিত্রঃ National Defense College, New Delhi, India কর্তৃক আয়োজিত Strategic Neighbourhood Study Tour- 2019 এর Briefing Session এ মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ

চিত্রঃ National Defense College, New Delhi, India এর কর্মকর্তাগণের সাথে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী এবং পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ

চিত্রঃ "Strengthening the Capacity of Officers and Staffs of Planning Division/Commission" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ ও সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ

লাইব্রেরী শাখা

২.১৫ লাইব্রেরী শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মুজিব নগর সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কোষ গঠন করে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে পরিকল্পিত দ্রুত উন্নতি অর্জনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রখ্যাত পরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ে দেশের সকল অঞ্চলের সকল নাগরিকের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের অগ্রাধিকার দিয়ে ৩১ জানুয়ারি, ১৯৭২ সনে "বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন" প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "পরিকল্পনা বিভাগ" প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগ সৃষ্টির শুরুতেই সাংগঠনিক কাঠামোতে পরিকল্পনা বিভাগ লাইব্রেরী শাখা অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

২.১৫.১ সংরক্ষিত বই ও পত্র-পত্রিকার হিসাব

বর্তমানে পরিকল্পনা বিভাগ লাইব্রেরীটি এনইসি ভবনের ২য় তলায় অবস্থিত। লাইব্রেরী একটি ক্রমবর্ধনশীল প্রতিষ্ঠান। এতে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন সংগ্রহ করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগ লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পরিকল্পনা বিভাগ/কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে তাদের প্রশাসনিক ও পেশাদারী কাজ দ্রুত ও দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য সব ধরনের তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করে আসছে। তাছাড়া ইআরডি, আইএমইডি এর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণসহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং গবেষকগণও এই লাইব্রেরী ব্যবহার করে থাকেন। বর্তমানে লাইব্রেরীর সংগ্রহ সংখ্যা নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	পত্রিকা/বই	পত্রিকা/বই এর নাম
১.	দৈনিক পত্রিকা	০৫ টি (ইত্তেফাক, যুগান্তর, জনকণ্ঠ, প্রথম আলো, Daily Star
২.	সাপ্তাহিক (দেশী)	০৩ টি (রবিবার, সাপ্তাহিক, Dhaka Courier
৩.	সাপ্তাহিক (বিদেশী)	০২ টি (The Economist, Time)
৪.	মাসিক	Reader Digest
৫.	বই	মোট ২২,১৭২টি (রেজিষ্টার তালিকাভূক্ত)

বাজেট অনুবিভাগ
কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা

২.১৬ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের বাজেট অনুবিভাগের আওতাধীন কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা শাখার ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/ উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি সম্পাদন করা হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০ গত ২৩/০৬/২০১৯ তারিখ স্বাক্ষরিত হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০ এর ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন গত ১৫/১০/২০১৯ তারিখ, ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি ও অর্ধবার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন যথাক্রমে গত ১৫/০১/২০২০ ও ২৮/০১/২০২০ তারিখ, ৩য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন গত ০১/০৭/২০২০ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০ এর ৪র্থ ত্রৈমাসিক এবং বার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন ১০/০৮/২০২০ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন ও পর্যালোচনার নিরীখে এপিএ টিমের ১০টি মাসিক সভা আহবান করা হয়। শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ গত ৩০/০৬/২০১৯ তারিখ প্রণয়ন করা হয়। শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন গত ১৫/১০/২০১৯ তারিখ, ২য় ত্রৈমাসিক অগ্রগতি গত ১৫/০১/২০২০ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা ২০১৯-২০২০ এর ৩য় ত্রৈমাসিক এবং ৪র্থ ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন ১৬/০৮/২০২০ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশন ও পরিকল্পনা বিভাগের অধীন দপ্তর/সংস্থার মধ্য হতে মনোনীত মোট ১৫ জনকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২৮/০৭/২০২০ তারিখে প্রদান করা হয়। অভিযোগ গ্রহণ ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। করোনা পরিস্থিতির দরুন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে অভিযোগ সংক্রান্ত ১০টি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়।

সিটিজেন চার্টার প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের সিটিজেন চার্টারটি গত ০৪/০৬/২০২০ তারিখে হালনাগাদ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সিটিজেন চার্টার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটি কর্তৃক পরিবীক্ষণকৃত ৪টি অগ্রগতি প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া সময় সময় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের চাহিদার প্রেক্ষিতে যাবতীয় কার্যাদি সম্পন্ন করা হয়।

চিত্র: 20th Asian Bioethics Conference

চিত্র: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০২০-২০২১

চিত্র: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০ স্বাক্ষর ও শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান এর প্রধান অতিথি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি

চিত্র: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০ স্বাক্ষর ও শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি

চিত্র: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০ স্বাক্ষর ও শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি

চিত্র: শুদ্ধাচার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি

চিত্র: বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি ২০১৯-২০২০ এর শুভ উদ্বোধন করেন সিনিয়র সচিব জনাব মো: নূরুল আমিন

বাজেট শাখা

২.১৭ বাজেট শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় বাজেট শাখা একটি অন্যতম কার্যসম্পাদনকারী শাখা। এ শাখার মাধ্যমে পরিকল্পনা বিভাগ/পরিকল্পনা কমিশন এবং এর আওতাধীন সংস্থা জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর পরিচালন ব্যয় খাতের প্রস্তাবিত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও প্রক্রিয়াকরণসহ পরিকল্পনা বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখায় চাহিদা মোতাবেক অভ্যন্তরীণ বাজেট বিভাজন ও পুনঃউপযোজন করা হয়। সুষ্ঠু বাজেট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বাজেট বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠান এবং বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের অনুকূলে গৃহনির্মাণ/গৃহমেরামত, কম্পিউটার ও মোটর সাইকেল ঋণ প্রক্রিয়াকরণ ও মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। এছাড়া, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের অনুকূলে অফিস সময়ের পর অতিরিক্ত সময় কাজের জন্য টিফিন বিল এবং অফিসের কাজে বাহিরে যাতায়াতের জন্য যাতায়াত বিল প্রক্রিয়াকরণ ও মঞ্জুরি প্রদান করা হয়।

২.১৭.১ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে পরিকল্পনা বিভাগের পরিচালন বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য নিম্নের সারণিতে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি: ১ পরিচালন ব্যয়: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাজেট বাস্তবায়ন সম্পর্কিত তথ্যাদি

(অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্র.নং	অর্থবছর	সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ (পরিচালন)	প্রকৃত ব্যয়	বাজেট বাস্তবায়নের হার
১.	২০১৯-২০২০	৮৪,৯০,৯৪	৭৩,৫০,৭৬	৮৭.০০%

২.১৭.২ ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বাজেট শাখার আওতায় সম্পাদিত অন্যান্য কার্যক্রম এ অংশে উপস্থাপন করা হলো:

১. মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামোর আওতায় অর্থ বিভাগের বাজেট পরিপত্র অনুযায়ী পরিকল্পনা বিভাগের সংশোধিত বাজেট ও প্রস্তাবিত বাজেট (পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়) প্রাক্কলন প্রণয়ন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক চূড়ান্তকরণের পর অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

২. বাজেট সংক্রান্ত প্রকাশনাসমূহের মধ্যে "মঞ্জুরি ও বরাদ্দের দাবীসমূহ (পরিচালন ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়)" শীর্ষক বাজেট পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্তকরণের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মৌলিক ও সাম্প্রতিক কার্যাবলি সম্পর্কিত বর্ণনামূলক চিত্র অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

৩. পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুকূলে বিভিন্ন ধরণের অগ্রিম ঋণ প্রক্রিয়াকরণপূর্বক যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরি আদেশ জারি;

৪. সুষ্ঠু বাজেট বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কোয়ার্টারভিত্তিক বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ ও আইবাস++এ এন্ট্রিকরণ;

৫. পরিকল্পনা বিভাগের আওতায় জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি' এবং 'বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর বাজেট প্রক্রিয়াকরণ এবং বাজেট বাস্তবায়ন কার্যাবলি সম্পাদন;

৬. পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনে কর্মরত তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের যাতায়াত বিল ও টিফিন বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পরিশোধের জন্য প্রক্রিয়াকরণ ও যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরি আদেশ জারি;

৭. পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শ্রমসাধ্য কাজের জন্য সম্মানী ভাতার প্রস্তাব যাচাই -বাছাইপূর্বক প্রক্রিয়াকরণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে মঞ্জুরি আদেশ জারি;

৮. বাজেট বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে বিগত ১০ (দশ) বছরের বাজেটে ঘোষিত গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম/ কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

৯. পরিকল্পনা বিভাগের সচিবালয় এবং এর আওতাধীন সংস্থা জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি এবং বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান এর পরিচালন বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় ও উদ্বৃত্ত সমর্পনের হিসাব প্রণয়ন করে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অর্থ বিভাগে ও প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ;

১০. সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট এবং পরবর্তী অর্থ বছরের মঞ্জুরি দাবী জাতীয় সংসদে ভোট গ্রহণকালে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক প্রস্তাব আকারে দাবী পেশ করে ভোট গ্রহণের অনুরোধ জানানোর জন্য পরিকল্পনা বিভাগের কাউন্সিল অফিসার বরাবর বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য প্রেরণ।

হিসাব শাখা

২.১৮ হিসাব শাখা কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে হিসাব শাখা কর্তৃক পরিকল্পনা বিভাগের ৩৭০ জন কর্মকর্তা ও ২৪৮ জন কর্মচারীর মাসিক বেতন বিল অনলাইনে সিএও অফিসে প্রেরণ, বেতন নির্ধারণ, বেতন বিবরণী তৈরি, সম্মানী ভাতা, টিএ/ডিএ গৃহনির্মাণ, মটর কার, মটর সাইকেল, কম্পিউটার, সাধারণ ভবিষ্য তহবিল অগ্রিম, থোক অর্থ বিল, শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা বিল, আয়কর প্রত্যয়ন পত্র এবং আনুষাঙ্গিক খরচের বিলসহ মোট ৫১৫০ টি বিল তৈরি করে সিএও অফিসে প্রেরণ এবং সিএও অফিস হতে চেক সংগ্রহপুর্বক সংশ্লিষ্টদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা বিভাগ ও বিভিন্ন অফিস হতে প্রাপ্ত ১৫৫০টি চিঠিপত্রের উপর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। অত্র বিভাগ/ কমিশনের বাজেট প্রণয়নের সুবিধার্থে প্রতি মাসের খরচের হিসাব বিবরণী তৈরি করে বাজেট শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ক্যাশ বই ও যাবতীয় রেজিষ্টারগুলি হালনাগাদ সুষ্ঠুভাবে লেখা হয়েছে। আনুমানিক ৪০টি গৃহনির্মাণ, মেরামত, মটর কার, মটর সাইকেল ও কম্পিউটার অগ্রিমের কর্তন বিবরণী সত্যায়িত করা হয়েছে। অত্র বিভাগ/কমিশনের আনুমানিক ১৬৫টি ছুটির প্রতিবেদন তৈরী করে প্রশাসন শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। বিভিন্ন শাখা হতে প্রাপ্ত আনুমানিক ৪০টি নথির উপর মতামত প্রদান করা হয়েছে। নন-ট্যাক্স রেভিনিউ এর মাসিক হিসাব প্রস্তুত করে প্রতি মাসেই বাজেট শাখায় প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতি মাসে অত্র বিভাগের প্রধান হিসাব রক্ষণ অফিসারের কার্যালয়ের মাসিক খরচের হিসাব বিবরণীর সাথে মাসিক হিসাব বিবরণী সমন্বয় করা হয়েছে। হিসাব শাখার ই-নথি ফাইল এর কার্যক্রম অব্যাহত আছে। বৈদিশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তরে পত্র নম্বর-ফাপাড/সমন্বয়/ সার্কুলার/২০১৩-২০১৪/২৬৩/২১১৩/(৩৫) তারিখ-১৭/০৬/২০২০ এর মাধ্যমে ১৯৭১-১৯৭২ অর্থবছর থেকে ২০০৯-২০১০ অর্থবছর পর্যন্ত সকল সাধারন আপত্তি নিস্পত্তি হিসেবে গণ্য করার জন্য সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে পরিকল্পনা বিভাগের ১৯৭১-১৯৭২ হতে ২০০৯-২০১০ অথর্বছর পর্যন্ত ৬ টি সাধারন আপত্তি চুড়ান্ত নিস্পত্তি হিসেবে গণ্য হয়েছে। যাহার জড়িত টাকার পরিমাণ ১৭.২০ লক্ষ।

২.১৮.১ অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/ সংস্থার নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশীটের জবারের সংখ্যা	নিস্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিস্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
	পরিকল্পনা বিভাগ	০৯	০.১৭২০	-	৬	০.১৭২০	০৩	জড়িত টাকার পরিমাণ উল্লেখ নেই
	মোট	**০৯**	**.১৭২০**	**-**	**৬**	**০.১৭২০**	**০৩**	**-**

পরিকল্পনা বিভাগের অধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ
সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ
Social Science Research Council (SSRC)

২.১৯ সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে প্রণীত প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৭৩-৭৮) সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিলের রূপরেখা প্রণীত হয়। এ রূপরেখায় এসএসআরসি এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম, পরিচালনা কাঠামো প্রভৃতির নির্দেশনা সুস্পষ্ট করা হয়। পরবর্তী সময়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনা বিভাগের অধীন সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ কাউন্সিল (এসএসআরসি) প্রতিষ্ঠা লাভ করে। শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানটি আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান করে আসছে। এতে একদিকে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন অংশের উপর গভীর অনুসন্ধান পরিচালিত হচ্ছে অন্যদিকে গবেষণার জন্য দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি হচ্ছে।

লক্ষ্য (Vision) : সামাজিকবিজ্ঞানে গবেষণা উন্নয়ন ও সমন্বয়সাধন, বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য গবেষণালব্ধ ফলাফল সরবরাহ এবং দক্ষ গবেষক তৈরিতে সহায়তা করাই এই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য।

২.১৯.১ কর্মপরিধি (Areas of Work)

- তরুণ গবেষক তৈরিতে প্রমোশনাল ক্যাটাগরিতে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান।
- সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এমফিল ও পিএইচডি ক্যাটাগরিতে গবেষণা মঞ্জুরি।
- ফেলোশিপ ক্যাটাগরিতে গবেষণা মঞ্জুরি প্রদান।
- এসএসআরসি এর মঞ্জুরি দ্বারা প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- বঙ্গবন্ধু ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কার্যক্রমের উপর গবেষণা মঞ্জুরি।
- এসএসআরসি এর অধীনে সমাপ্তকৃত গবেষণাগুলো এসএসআরসি এর ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রে সংরক্ষণ।
- তরুণ গবেষক তৈরি করতে প্রশিক্ষণ মঞ্জুরী প্রদান।

২.১৯.২ টার্গেট গ্রুপ (Target Groups)

- তরুণ গবেষক, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বের হওয়া নতুন গ্র্যাজুয়েট।
- এমফিল এবং পিএইচডি গবেষক, নিজ নিজ কোর্সে বিশ্ববিদ্যালয় তালিকাভূক্ত।
- গবেষণা বৃদ্ধিতে গবেষকদের নিয়ে কাজ করে যেসব প্রতিষ্ঠান।
- যেসব প্রতিষ্ঠান গবেষণা প্রণালী বিজ্ঞান প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে।
- বিশেষজ্ঞ গবেষক

২.১৯.৩ মূল কাজ (Key Function)

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি মন্ত্রণালয়/ বিভাগ ও অন্যান্য সরকারি সংস্থার সাথে আলোচনা সাপেক্ষে সামাজিক গবেষণার চাহিদা যাচাই।

- স্টেকহোল্ডারদের সাথে গবেষণার তথ্য বিস্তরণ।
- গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা।
- এসএসআরসি এর জার্নালে গবেষণা ফলাফল প্রকাশ করা।
- প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত গবেষণা, বই এবং জার্নালগুলো সংরক্ষণ করা ।

চিত্র: এশিয়ান বায়োইথিক্স সোসাইটি গত ২২-২৫ নভেম্বর, ২০১৯ খ্রি: তারিখে ২০তম এশিয়ান বায়োইথিক্স সম্মেলন আয়োজন করে এনইসি অডিটরিয়ামে। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব এম এ মান্নান এমপি, মাননীয় মন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

চিত্র: গবেষণা প্রস্তাবনা মূল্যায়ন কর্মশালা-২০২০ উদ্বোধন করেন জনাব মো: নূরুল আমিন, সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।
কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বেগম ফৌজিয়া জাফরীন, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।

২.১৯.৪ গবেষণা ফলাফল বিস্তরণ বিষয়ক কর্মশালা (Dissemination Workshop)

চিত্রঃ গবেষণা ফলাফল বিস্তরণ বিষয়ক কর্মশালা-২০১৯-এ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি। পরিকল্পনা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ নূরুল আমিন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ গবেষণা ফলাফল বিস্তরণ অনুষ্ঠান আয়োজন করে। বিস্তরণের উদ্দেশ্যে দুটি গবেষণা ফলাফল অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করা হয়েছিল। এর মধ্যে একটির উপস্থাপক ছিলেন ড. আতিকুস সামাদ, মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, খুলনা। গবেষণার শিরোনাম ছিলো- Civil Justice System in Bangladesh: Status, Impediments and Accelerating Strategies.

পরিবেশ ও জলবায়ু নিয়ে অন্যটি উপস্থাপন করেন জনাব ড. মোঃ বিলাল হোসেন, অতিরিক্ত সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়। গবেষণার শিরোনাম ছিলো- Environmental and Social Consequences of Industrialization in Gazipur District : A Case Study of Sreepur Upazila.

মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বেগম শামীমা নার্গিস, সদস্য ও সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা কমিশন এবং জনাব আবুল কালাম আজাদ, সদস্য পরিকল্পনা কমিশন। পরিকল্পনা বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মোঃ নূরুল আমিন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। প্রধান অতিথি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে নাগরিক বিচার ব্যবস্থা ও শিল্পায়নের কারণে জলবায়ুর প্রভাব নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সুস্থভাবে বেঁচে থাকার জন্য একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ সময়ের দাবী। জনাব মোঃ নূরুল আমিন, সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ তার বক্তব্যে বলেন শিল্পবিপ্লব, মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ড সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বিশ্বব্যাপি ব্যাপক ভাবে জলবায়ু পরিবর্তন ঘটাচ্ছে। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে বৈশ্বিক তাপমাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে । আদালতের বিচারের দীর্ঘসূত্রতার বিষয়ে গবেষক ড. আতিকুস সামাদ গবেষণা সুপারিশে বলেনঃ আদালতে মামলাগুলোর স্থানীয় ভাবে মিমাংসা হলে মামলা কমতে পারে।

২.১৯.৫ প্রস্তাবনা উপস্থাপন কর্মশালা (Proposal Presentation Workshop)

চিত্র: গবেষণা প্রস্তাবনা উপস্থাপন কর্মশালা-২০২০ উদ্বোধন করেন
জনাব মো: নূরুল আমিন, সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।
কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বেগম ফৌজিয়া জাফরীন, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।

চিত্র: নির্বাচিত গবেষণা প্রস্তাবনা উপস্থাপন কর্মশালা-২০১৯ উদ্বোধন করেন জনাব মো: নূরুল আমিন, সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ। কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন বেগম ফৌজিয়া জাফরীন, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ।

সামাজিকবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত গবেষণা প্রস্তাবনা উপস্থাপন কর্মশালায় গবেষকগণ দশটি গবেষণা উপস্থাপন করেন। প্রধান অতিথি অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন গবেষণা একটি চলমান প্রক্রিয়। এসএসআরসি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কাজের উপর গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কর্মজীবন, দেশের জন্য তাঁর ত্যাগ ও অঙ্গীকার সম্পর্কে সকলের জানা দরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সবসময় চাহিদা ভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে কথা বলেন।

জনাব মো: নূরুল আমিন, সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ বলেন, সম্মোহনী ও তেজস্বী বক্তা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ ও পূর্ব পাকিস্তান রাজনীতির মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙ্গালীরা ৬ দফা আন্দোলন ও ৭০ এর নির্বাচনে জয়লাভ করে।

বাংলাদেশ ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণা এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয় লাভ করে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর, আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ মুক্তি দিতে বাধ্য হন। বৃটেন ও ভারত হয়ে ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা অবতরণ করেন। নতুন দেশে শেখ মুজিবুর রহমান গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্য তিনি কঠোর পরিশ্রম করেছিলেন।

প্রধান অতিথি আরো বলেন, বর্তমান সরকার গবেষণাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। তিনি আরো বলেন, উন্নত দেশগুলোতে আমরা গবেষণার কাজে একাডেমি, সরকার এবং বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সমন্বিত প্রচেষ্টা লক্ষ্য করি।

২.১৯.৬ এসএসআরসির অন্যান্য অনুষ্ঠান (Others Program of SSRC)

চিত্র: জনাব মো: নূরুল আমিন, সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ“বঙ্গবন্ধু গবেষণা ও ডকুমেন্টেশন সেন্টার” উদ্বোধন করেন

২.১৯.৭ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম (Training Program)

চিত্র: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত “Advanced Training on Research Methodology” কোর্স এ জনাব মো: নূরুল আমিন, সিনিয়র সচিব এবং বেগম ফৌজিয়া জাফরীন, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব পরিকল্পনা বিভাগ সনদ প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

চিত্র: এসএসআরসি এর আর্থিক সহায়তায় শাবিপ্রবি গবেষণা কেন্দ্র শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত “Research techniques in Social Sciences” কোর্স। জনাব মো: নূরুল আমিন, সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন

২.১৯.৮ Completed Research Program 2019-2020

প্রমোশনাল গবেষণা

ক্রঃ নং	গবেষকের নাম, পদবী, ঠিকানা মোবাইল, ই-মেইল নম্বর	গবেষণার শিরোনাম	সমাপ্তকৃত বছর
১.	বেগম ফৌজিয়া নাসরিন সুলতানা উপ-পরিচালক বার্ড, কুমিল্লা	"Women Development in Bangladesh: An Historical and Practical Analysis for future Direction" শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা	২০১৯-২০২০
২.	বেগম রাদিয়া তামিম Research Consultant, Magnum Management Consulting	"Climate Change and Vulnerabilities of Women: Voices of The Victims in Dhaka City" শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা	২০১৯-২০২০
৩.	সাহাব এনাম খান, অধ্যাপক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সাভার, ঢাকা	"Stringthening the Information Commission, Bangladesh: A Strategy to Generate Demand and Supply for Information" শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা	২০১৯-২০২০
৪.	জোবাইদা নাসরীন, সহযোগী অধ্যাপক নৃ-বিজ্ঞান বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়	"পার্বত্য চট্টগ্রামের কুটির শিল্প পণ্য উৎপাদনকারী নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা যাচাই এবং ভবিষ্যৎ চাহিদা নিরুপণ" শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা।	২০১৯-২০২০
৫.	মোঃ রুহুল আমীন সহকারী অধ্যাপক লোকপ্রশাসন বিভাগ, কুমিলা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা	"Solid Waste Management and Its Impact on Environment: Challenges and Prospect" শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা	২০১৯-২০২০
৬.	Most. Zannat Zakia MS Student, Department of Horticulture, Shere-e-Bangla Agricultural University E-mail: zinnatzakia1@gmail.com	"Effect of Stem Pruning System and Electrical Conductivity on Hydroponic Capsicum under Changing Climate in Bangladesh" শীর্ষক প্রমোশনাল গবেষণা	২০১৯-২০২০

ফেলোশিপ গবেষণা

ক্র.নং	গবেষকের নাম, পদবী, ঠিকানা মোবাইল, ই-মেইল নম্বর	গবেষণার শিরোনাম	সমাপ্তকৃত বছর
১.	ডা. লুৎফুন নাহার, ফ্ল্যাট-৫বি, বাড়ী নং-১১, রোড নং-১১/১, ব্লক-বি, মিরপুর-১০, ঢাকা-১২১৬	"The Hidden Epidemic of Occupational Hearing loss in Bangladesh and its Impact on Social Life"	২০১৯-২০২০
২.	ড. এস এম মোর্শেদ, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট বাড়ী নং ৩৯০, রোড নং-০৬, বায়তুল আমান হাউ-জিং সোসাইটি, আদাবর, ঢাকা।	"Social Protection for Waste pickers: Policy Intervention and Way Forward"	২০১৯-২০২০
৩.	প্রফেসর ড: মো: সাইফুল ইসলাম ৫/১০ পল্লবী, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬	"Role Islamic Microfinance in Rural Development and Women Empowerment in Bangladesh"	২০১৯-২০২০
৪.	তারেক এম তওফীকুর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী	"The Socio-Economic and Political Background of Martyrs and Tortured Women in favor of Liberation War and Opposing Killed Persons during the Liberation War of Bangladesh: A Survey Based Comprehensive Study of Rajshahi Division"	২০১৯-২০২০
৫.	ড. দিলরুবা চৌধুরী, সিনিয়র লেকচারার ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগ উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা	"Sustainable Development Goals: Women Empowerment through Nursing and Midwifery in Bangladesh"	২০১৯-২০২০
৬.	এস এম মতিউর রহমান, সহযোগী অধ্যাপক ডিপার্টমেন্ট অফ ফিল্ম এ্যান্ড মিডিয়া স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ	"বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে লোকজ উপাদান: প্রয়োগ কৌশল ও নন্দন-ভাবনা"	২০১৯-২০২০
৭.	ড. মোঃ লুৎফুল এলাহী, অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ, জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাভার, ঢাকা।	"রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা ও বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব"	২০১৯-২০২০
৮.	Rehana Akhter Deputy Director(IPA-1) Bangladesh Parliament Secretariat Dhaka-1207	"Parliamentary Oversight: A Study of the Parliamentary Standing Committee on the Ministry of Women and Children Affairs"	২০১৯-২০২০
৯.	Dr. Salma Begum, Professor Department of Sociology University of Dhaka	Assessment of the Role of Women Entrepreneurship in Agriculture and Sustainable Development in Bangladesh	২০১৯-২০২০
১০.	Dr. Khaled Hussain, Joint Secretary Bangladesh Food Safety Authority (BFSA), Ministry of Food	The Impact of Food Habit in Food Safety Management in Bangladesh	২০১৯-২০২০

প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা

ক্র.নং	গবেষকের নাম, পদবী, ঠিকানা, মোবাইল, ই-মেইল নম্বর	গবেষণার শিরোনাম	সমাপ্তকৃত বছর
১.	মো: আবু সাঈদ, নির্বাহী পরিচালক CREASED ৬/১, প্রিন্সিপাল আবুল কাশেম রোড দক্ষিণ বিশাইল, মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬	Ensurement of Food Supply and Security Incessantly for Low and Middle-Income Bangladeshi Communities through Permanent Market Mechanism: A Study on Selected Local Markets	২০১৯-২০২০
২.	মো: তোফাজ্জল হোসেন মঞ্জু, সহ-সভাপতি ও সদস্য নির্বাহী কমিটি, রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) বাড়ি নং: ১০, সড়ক: ১১ (পুরাতন-৩২) ধানমন্ডি, ঢাকা।	বাংলাদেশের প্রবীণদের মন:সামাজিক অবস্থা: একটি মন:সামাজিক সমস্যা	২০১৯-২০২০

পিএইচডি গবেষণা

ক্র.নং	গবেষকের নাম, পদবী, ঠিকানা, মোবাইল, ই-মেইল নম্বর	গবেষণার শিরোনাম	সমাপ্তকৃত বছর
১.	ফারহানা শরীফ, সহকারী অধ্যাপক গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, ঢাকা	সরকারি গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজের ঐতিহাসিক বিকাশক্রম: ১৯৬১-২০১১	২০১৯-২০২০
২.	প্রফেসর শামীমা পারভীন লস্কর প্রফেসর ও বিভাগীয় প্রধান শাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, ঢাকা	Social Benefits for Preventing Heart Failure in Diabetes	২০১৯-২০২০
৩.	সামসাদ খোরশেদ, সহকারী অধ্যাপক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি কলেজ, আজিমপুর	‘ঢাকা জেলার তাঁত শিল্প ও তন্তুবায় সম্প্রদায়ঃ ইতিহাস ও আর্থসামাজিক সমীক্ষা	২০১৯-২০২০
৪.	বেগম জেসমীন সুলতানা, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (সহকারী অধ্যাপক, গার্হস্থ্য অর্থনীতি), মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।	“Effects of Mustard oil on Cardiovascular Risk Factors Among Dyslipidemic Type-2 Diabetic Patients”	২০১৯-২০২০
৫.	জনাব আশিক মাহমুদ, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপার, পুলিশ হেড কোয়ার্টার্স, ঢাকা।	“মনিপুরী বিশেষ সংস্কৃতির অধিকারী মানবগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের ধারাসমূহের ক্রমবিকাশঃ একটি মাঠ পর্যায়ের সমীক্ষা”	২০১৯-২০২০
৬.	মোসাম্মাৎ তাহমিনা বেগম, সহকারী পরিচালক, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), মিরপুর রোড, ঢাকা-১২০৫।	“বাংলাদেশের শিশু ও কিশোর অপরাধের ইতিহাসঃ ১৯৭২-২০০০”	২০১৯-২০২০
৭.	জনাব মোঃ ইউসুফ উদ্দিন, কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ, হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর।	Peoples‘ Participation in Flood Coping Mechanism in Sirajganj District	২০১৯-২০২০
৮.	জনাব মোঃ ফরহাদ আলী সহকারী অধ্যাপক (সমাজবিজ্ঞান বিভাগ) সরকারি আজিজুল হক কলেজ, বগুড়া।	‘‘Living Arrangement of the Rural Elderly of Bangladesh: State and Pattern”	২০১৯-২০২০

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি)

National Academy for Planning and Development (NAPD)

২.২০ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি (এনএপিডি) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এর পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন একটি জাতীয় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নভেম্বর ১৯৮০ সালে এই একাডেমি "Development of the Planning Machinery in Bangladesh (Creation of Institutional facilities for training in Planning and Development)" শিরোনামে প্রকল্প হিসেবে যাত্রা শুরু করে। ১৯৮৪ সালে একাডেমি ৩/এ, নীলক্ষেত, ঢাকায় অবস্থিত নিজস্ব ভবনে স্থানান্তরিত হয় ও সরকারের রাজস্ব খাতে স্থানান্তরিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গত ০৬ জানুয়ারি ১৯৮৫ তারিখের সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির বোর্ড অব গভর্নরসকে বডি কর্পোরেটে রূপান্তর করা হয়।

তখন থেকে একাডেমি বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তাদের একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম করতে ব্যাপক কার্যকরী প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। ০৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৫ তারিখে 'সরকারি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ ১৯৬১' এর আওতায় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমিকে একটি ইন্সটিটিউট হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং এটির ক্ষেত্রে উক্ত অধ্যাদেশ কার্যকরের আদেশ জারি করা হয়।

চিত্র: জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি

গত ১২ জুন ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অব গভর্নরস-এর এক সভায় একাডেমির নাম "পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি" এর পরিবর্তে "জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি" করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ৩০ আগস্ট ২০০৯ তারিখে একাডেমির নতুন নামকরণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়। গত ৩ মার্চ ২০১০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একাডেমির "রজত জয়ন্তী" পালিত হয়। গত ১ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে "জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি আইন, ২০১৮"গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

সময়ের প্রয়োজনে প্রতিনিয়ত মানোন্নয়ন ও আধুনিকায়ন করা একটি চলমান প্রক্রিয়া। সম্প্রতি বিশ্বে বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নের ফলে প্রভূত পরিবর্তন ঘটেছে। একাডেমি এই পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিস্থিতির চাহিদা মেটাতে এর প্রশিক্ষণ পাঠক্রম ও প্রক্রিয়ার পরিবর্তন সাধন করছে। সম্প্রতি এনএপিডি কর্মসম্পাদন বা নেতৃত্ব প্রদান, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা, সরকারি কর্মকান্ডে জড়িত ব্যক্তিবর্গের কর্মক্ষেত্রে উৎকর্ষতা আনয়ন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা, নেতৃত্ব ও প্রশাসন ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণের উপর গুরুত্বারোপ করছে। আশা করা হচ্ছে যে, এনএপিডি কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ সুবিধা ভবিষ্যতে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাহিদা ধরে রাখতে সক্ষম হবে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছর পর্যন্ত সর্বমোট ৪৩,১৭৮ (তেতাল্লিশ হাজার একশত আটাত্তর) জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে। এনএপিডি বিভিন্ন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নে দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে নিরলস কাজ করে চলেছে। ইতোমধ্যে একাডেমি সর্বোত্তম গুণসম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসাবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। যথোপযুক্ত কৌশল অবলম্বনের মাধ্যমে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে আসন্ন বন্ধুর পথ মোকাবিলা করার জন্য একাডেমি কঠোর পরিশ্রম করছে। আমাদের ভিশন, মিশন ও ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভোক্তা ও প্রতিষ্ঠানের সফলতার প্রয়োজনে আপনাদের স্বতস্ফূর্ত উপদেশ, অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা আন্তরিকভাবে ও সাদরে অভ্যর্থিত।

২.২০.১ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য

- রূপকল্প (Vision)ঃ ২০২৫ সালের মধ্যে পরিকল্পনা ও উন্নয়নের বিষয়ে দেশের অন্যতম প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ।
- অভিলক্ষ্য (Mission)ঃ প্রশিক্ষণ, গবেষণা ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে দক্ষ ও নৈতিকভাবে বলিয়ান জনবল সৃষ্টি।

২.২০.২ জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির (এনএপিডি) কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে একাডেমির সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ;
- প্রশিক্ষণের গুণগতমানে উন্নয়ন সাধন;
- জাতীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা পালন;
- দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন;
- প্রশাসনিক সংস্কার ও নৈতিকতার উন্নয়ন;
- তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন।

২.২০.৩ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম

- পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিষয়ে বিশেষায়িত কোর্স আয়োজন;
- বিসিএস ক্যাডার/নন-ক্যাডার কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি/বিভাগীয় প্রশিক্ষণ আয়োজন;
- অনুরোধের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের আয়োজন;
- উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বিষয়ে মূল্যায়ন ও গবেষণার আয়োজন;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;
- কর্মশালা, সেমিনার, প্রকাশনা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিকল্পনা, উন্নয়ন অর্থনীতি, প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে নিত্য নতুন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের চর্চা অব্যাহত রাখা।

২.২০.৪ প্রশিক্ষণ চিত্র

২০১৯ - ২০২০ অর্থ বছরের প্রশিক্ষণ অর্জনের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপঃ

ক্র. নং	প্রশিক্ষণ কোর্সের ধরণ	কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা
১.	নিয়মিত দিবা কোর্স	১৯	৪৪৭
২.	নিয়মিত সান্ধ্যকালীন কোর্স	১৩	৩১৬
৩.	অনুরোধ কোর্স	১৭	৭৯২
৪.	কর্মশালা	৫	১৫০
	সর্বমোট	৫৪	১৭০৫

২.২০.৫ আন্তর্জাতিক সম্মেলন

এনএপিডিতে বাস্তবায়নাধীন 'জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমির প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ (২য় সংশোধিত)' প্রকল্পের আওতায় গত ২৩ - ২৪ নভেম্বর ২০১৯ সময়ে '1st International Conference on Planning and Development' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলন এনএপিডিতে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে দেশ ও বিদেশের প্রবন্ধ উপস্থাপকগণ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব এম এ মান্নান এমপি। সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব জনাব মোঃ নজিবুর রহমান। সম্মেলনে উপস্থাপিত নিম্নবর্ণিত ১৩টি Article প্রকাশ করা হয়েছে।

1.	The Role of Human Capital and Innovation Capacity in the Development of Microenterprises in Bangladesh.
2.	The role of digital financial inclusion on promoting sustainable economic growth through banking stability: Evidence from Bangladesh.
3.	Climate Change Adaptation Failure: A Case in Coastal Bangladesh.
4.	PPP Governance in Bangladesh
5.	Innovation in Public Service: A way to Envisioning Change from Inside in Public Administration in Bangladesh.
6.	Innovation in Agriculture and Industrial sectors of Bangladesh through application of Biotechnology to achieve SDGs: Opportunities and Challenges.
7.	A Grand Challenge for Connecting the Disconnected: Reducing the Proportion of Youth Not in Employment, Education or Training.
8.	English Language Barriers and Employment Challenges in Bangladesh.
9.	Digitalization and Public Service Delivery – A Comparative Study Between Oldham Council in UK and Sylhet City Corporation (Sylhet CC) in Bangladesh.
10.	Citizen-friendly E-Service Delivery at Local Level: Union Parishad (UP) Perspective.
11.	Clearance of Water Sector Projects under Clearing House Role of WARPO.
12.	Multidimensional Poverty Management Approach in Project Management: A Case Study.
13.	TVET as an enabler for IR 4.0 in Bangladesh.

চিত্র: আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী ও সমাপনী অনুষ্ঠান

২.২০.৬ গবেষণা চিত্র

একাডেমিতে গবেষণা পরিচালনার জন্য পরিচালক (গবেষণা ও প্রকাশনা)-এর নেতৃত্বে পৃথক অনুবিভাগ রয়েছে। গবেষণা অনুবিভাগ কর্তৃক গবেষণার পাশাপাশি প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে বাহিরের গবেষণা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ উন্নয়ন, জাতীয় ও সমসাময়িক ইস্যু নিয়ে গবেষণা করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গবেষণাপত্র নির্বাচন এবং মূল্যায়নের কাজ করে। এছাড়াও গবেষণা অনুবিভাগ একাডেমির প্রশিক্ষণ কোর্সের মূল্যায়নের কাজও করে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে গবেষণা অনুবিভাগের মাধ্যমে ০৬টি গবেষণা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।

Sl. No.	Name of the Study	Name of the Researchers
1.	Demand and Supply Gap in Human Resources in Selected Industries in Dhaka City	1. Dr. M. Khurshid Alam Team Leader-cum-Gender Expert & Chairman Bangladesh Institute of Social Research (BISR) Trust 2. Dr. Muslima Zahan Entrepreneurship Expert
2.	Time and Cost Overrun of selected Development Project: Its reasons and remedies	1. Md. Hasan Tarik Research Director & Director (Research & Publication), NAPD 2. Dr. Mohammad Thoufiqul Islam Researcher& Professor, University of Dhaka
3.	Causes and remedies of Water Logging of Dhaka city	1. Engr. Md. Mahbub Hassan Team Leader & Retired Chief Engineer of RAJUK 2. Babul Chandra Roy Researcher & Former Secretary, SPARSO, M/O Defense

Sl. No.	Name of the Study	Name of the Researchers
4.	Causes and remedies of Dengue Fever of Dhaka City	1. Dr. Rukhsana Shaheen, PhD Team Leader & Program Manager, Planning & Research Unit Directorate General of Health Services 2. Babul Chandra Roy Researcher & Former Secretary, SPARSO, M/O Defense
5.	Women Entrepreneurship in rural area of Bangladesh: A case study of Rupganj Upazila	1. Dr. M. Khurshid Alam Team Leader-cum-Gender Expert & Chairman Bangladesh Institute of Social Research (BISR) Trust 2. Dr. Muslima Zahan Entrepreneurship Expert
6.	Factors affecting enrollment of the students in Dhaka University – an exploratory study	1. Md. Hasan Tarik Research Director & Director (Research & Publication), NAPD 2. Dr. Mohammad Thoufiqul Islam Researcher & Professor, University of Dhaka

২.২০.৭ প্রকাশনা

গবেষণা শাখা প্রতি বছর মানসম্মত গবেষণা করার পাশাপাশি একাডেমির নিয়মিত প্রকাশনাসমূহ যেমন: বার্ষিক জার্নাল, বার্ষিক প্রতিবেদন, এনএপিডি বার্তা ইত্যাদি প্রকাশ করে থাকে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে এনএপিডি'র গবেষণা শাখা হতে ৩টি উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা প্রকাশিত হয়েছে।

ক্র. নং	বিষয়	বিবরণ	সর্বশেষ সংখ্যা
১.	ডেভেলপমেন্ট রিভিউ	একাডেমির বার্ষিক জার্নাল। ১৯৮৭ সালে এর ১ম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিলো। International Standard Serial Number (ISSN) ১৬০৭-৮৩৭৩. গড়ে প্রতি সংখ্যায় ৬-৮টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।	ভলিউম ২৯, ২০২০
২.	বার্ষিক প্রতিবেদন	একাডেমির এক বছরের সার্বিক কার্যক্রমের প্রতিফলন বার্ষিক প্রতিবেদনে উঠে আসে। প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন চিত্র; বাজেট বাস্তবায়ন; কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি; প্রকল্প বাস্তবায়ন; গবেষণা ও পরামর্শ ইত্যাদি বিষয় বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভূক্ত থাকে।	২০১৮-২০১৯
৩.	এনএপিডি বার্তা	একাডেমির ষান্মাসিক বুকলেট। প্রতি ছয় মাসের কার্যক্রম নিয়ে নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এর মাধ্যমে অংশীজনদের (Stakeholder) একাডেমির কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং ই-মেইলের মাধ্যমে সাবেক প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়।	১০ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা এবং ১১তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা

বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান

২.২১ বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলি

উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনার জন্য গবেষণার বিকল্প নেই। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান ১৯৫৭ সালে PIDE নামে যাত্রা শুরু করে। ১৯৭১ সালের জানুয়ারি মাসে প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশে স্থানান্তরিত হয়। স্বাধীনতার পর এর নতুন নামকরণ করা হয় Bangladesh Institute of Development Economics (BIDE)। পরবর্তী সময়ে সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনায় সহায়তার জন্য ১৯৭৪ সালে এক সংসদীয় চার্টার বলে প্রতিষ্ঠানটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতিলাভ করে এবং এর নামকরণ করা হয় বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আরো দুটি জাতীয় পর্যায়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠান (দ্যা পপুলেশন স্টাডি সেন্টার এবং দ্যা ন্যাশনাল ফাউন্ডেশন ফর রিসার্চ অন হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট)- কে পর্যায়ক্রমে ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সালে বিআইডিএস এর সাথে অঙ্গীভূত করা হয়।

ষাটের দশকে এ প্রতিষ্ঠানের গবেষকদের প্রধান দৃষ্টি নিবন্ধ ছিলো পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের মধ্যে বিদ্যমান ব্যাপক অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং তার কারণ উদ্‌ঘাটন ও বিশ্লেষণ করা। বস্তুত তখন এ প্রতিষ্ঠান দু-অর্থনীতির তত্ত্বের ভ্যানগার্ড হিসেবে আবির্ভূত হয় যার সাথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদও যুক্ত হন, বিশেষ করে অধ্যাপক রেহমান সোবহান-এর নাম প্রনিধানযোগ্য। এ দু-অর্থনীতির তত্ত্ব প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে সামনে নিয়ে আসে এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে অবদান রাখে। দেশ স্বাধীনের পর বিআইডিএস-এর গবেষণার মূল ফোকাস হয়ে দাঁড়ায় কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন। কারণ বাংলাদেশ উত্তরাধিকার সূত্রে যে অর্থনীতি পেয়েছিল তার চরিত্র ছিল কৃষিভিত্তিক। সত্তরের দশকে কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন বিষয়ে সম্পাদিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গবেষণা হলো কৃষিতে টেনিউরাল সম্পর্ক ও কৃষি উৎপাদনশীলতার উপর তার প্রভাব, কৃষি উদ্বৃত্ত ব্যবহার ও কৃষিতে সম্পদ বা পুঁজি সৃজন, প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ও কৃষি উৎপাদনশীলতায় তার প্রভাব, কৃষি ক্ষেত্রে মূল্য ও ভর্তুকি সংক্রান্ত সমস্যাদি বিশ্লেষণ এবং পল্লী অবকাঠামো, বিশেষ করে কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির অধীনে সৃষ্ট স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব মূল্যায়ন। এসব গবেষণার কয়েকটি এখনও স্ট্যান্ডার্ড রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

উন্নয়ন, বিকাশমান উন্নয়ন প্যারাডাইম, পরিবর্তনশীল অর্থনীতি ও সামাজিক বাস্তবতা ইত্যাদি বিবেচনায় নিয়ে বিআইডিএস ব্যাষ্টিক অর্থনীতি, কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন, দারিদ্র্য ও বৈষম্য, বাণিজ্য, খাদ্য নিরাপত্তা, ক্ষুদ্রঋণ, শিল্প এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ, শ্রম বাজার, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, গ্রামীণ অকৃষি কার্যক্রম, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, শক্তি, জেন্ডার ও ক্ষমতায়ন, অভিবাসন, নগরায়ন, বাংলাদেশের ও অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের উন্নয়ন সমস্যা ইত্যাদি নানা দিকের উপর গবেষণা করে থাকে। তবে বর্তমানে বিআইডিএস-এর গবেষণা কর্মসূচিতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয়সমূহ হচ্ছে ব্যাষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনা, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, অবকাঠামো (শক্তি ও জ্বালানী) ও বিশ্বায়নের প্রভাব।

বিআইডিএস পরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়া বিশেষ করে বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থাকা ছাড়াও দেশের অন্য সব পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে বিআইডিএস ব্যাকগ্রাউন্ড পেপার তৈরি করেছে পরবর্তীতে যেগুলো পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণ কৌশলপত্র (পিআরএসপি) প্রণয়নেও বিআইডিএস কর্তৃক প্রস্তুতকৃত থিমেটিক গ্রুপ প্রতিবেদন কাজে লাগানো হয়েছে। বিআইডিএস উন্নয়ন গবেষণার একটি উৎকৃষ্ট কেন্দ্র হিসেবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সুনাম অর্জন করেছে।

২.২১.১ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের গবেষণা, উন্নয়ন নীতি ও কৌশল

২.২১.২ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. জাতীয় উন্নয়ন, সামাজিক কল্যাণ ও সমস্যাদি সম্পর্কিত গবেষণা পরিচালনা করা;
২. গবেষণালব্ধ ফলাফল নিয়ে সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা।

২.২১.৩ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন
৪. উদ্ভাবন ও অভিযোগ প্রতিকারের মাধ্যমে সেবার মানোন্নয়ন

২.২১.৪ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম

ক. উন্নয়ন অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ক জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ এবং এর অগ্রগতি সাধনের জন্য অনুশীলন, গবেষণা ও এতদসংক্রান্ত জ্ঞান বিস্তারের প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা হিসেবে কার্যনির্বাহ করা;
খ. পরিকল্পনা ও নীতি প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে তথ্য সংগ্রহ, অনুসন্ধান পরিচালনা এবং গবেষণা সমীক্ষা পরিচালনা করা;
গ. অর্থনীতি, জনসংখ্যাতত্ত্ব ও অন্যান্য সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ে জাতীয় উন্নয়ন ও সামাজিক কল্যাণ সম্পর্কিত জরিপ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, প্রদর্শনী পরিচালনা, বক্তৃতা, সেমিনার ও আলোচনা সভার আয়োজন করা;
ঘ. সমীক্ষা সংক্রান্ত পুস্তক, সাময়িকী, প্রতিবেদন এবং গবেষণা ও কার্যপত্র প্রকাশ করা;
ঙ. পরস্পর সহযোগিতামূলক গবেষণা, সেমিনার আয়োজন ও সফর বা অন্য কোনো কার্যক্রমের মাধ্যমে বা কার্যক্রমের জন্য বিদেশী পণ্ডিত, গবেষকগণকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে আনয়ন বা প্রেরণ করা বা তাদের গবেষণা কর্মের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা ও বজায় রাখা।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের কার্যক্রমসমূহের বর্ণনা

২.২১.৫ গবেষণা সমীক্ষা পরিচালনা

বিআইডিএস বাংলাদেশের উন্নয়ন সমস্যাসহ সকল অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ও সামাজিক বিষয়াদি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা করে এবং এ সংক্রান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করে থাকে যা দেশের অর্থনীতির গতি, প্রবৃদ্ধি ও চলমান অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র প্রকাশ করে থাকে। এ সকল সমীক্ষা প্রতিবেদন সরকারকে বহুমুখী অর্থনৈতিক বিষয়ে নীতি নির্ধারণ বিষয়ক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিআইডিএস নিজস্ব ও পৃষ্ঠপোষকদের অর্থায়নে মোট ১৮টি সমীক্ষা সমাপ্ত করেছে। এছাড়া কোভিড-১৯ এবং বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতসহ আরো বেশ কিছু বিষয়ে ১৫টি সমীক্ষা চলমান রয়েছে।

সরকারের মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্যসমূহ (প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ, মাঝারি আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ, স্বল্পোন্নত দেশের পরিচিতি থেকে সফল উত্তরণ, চরম দারিদ্র্য নিরসন) বিবেচনায় নিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশগত বিষয়সমূহ বিবেচনায় নিয়ে টেকসই উন্নয়নকে সমন্বিত করে 'অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের উপর জোর দেয়ার লক্ষ্যে বিআইডিএস তিন বছর মেয়াদি "বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিশেষ গবেষণা কার্যক্রম"-শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ২২টি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিআইডিএস উক্ত ২২টি গবেষণা কার্যক্রমের মধ্যে ৮টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন করেছে এবং এ প্রকল্পের আরো ৫টি গবেষণা সমীক্ষা চলমান রয়েছে।

২.২১.৬ সেমিনার/ওয়ার্কশপ/কনফারেন্স আয়োজন

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিআইডিএস মোট ১৯টি Seminar/Workshop/Conference আয়োজন করে। এসব Seminar/Workshop/Conference-এ দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক, গবেষক, সুশীল সমাজের সদস্য এবং সাংবাদিকদের উপস্থিতিতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এ বছর BIDS Critical Conversations ২০২০ গত ২৪ জুন ২০২০ তারিখে ওয়েবিনারে অনুষ্ঠিত হয়।

"In the Shadow of COVID-Coping, Adjustments, Responses"- শীর্ষক এ ওয়েবিনারে বিআইডিএস-এর গবেষকগণ বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর প্রভাব বিশেষত বেকারত্ব; এসএমই/এমএসএমই সেক্টরের বর্তমান অবস্থা এবং দারিদ্র্যের উপর এর প্রভাব-এ তিনটি ক্ষেত্রে মূল দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। কোভিড-১৯ এর প্রতিক্রিয়া ও সামাজিক আচরণের ক্ষেত্রে সাধারণ মূল্যায়ন, কোভিড সম্পর্কিত জ্ঞানের অবস্থা এবং আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট ও জনসাধারণের জীবনমানের উপর এর লক্ষণসমূহের প্রভাব সম্পর্কিত গবেষণা ও এ থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের উপর প্রবন্ধসমূহ উপস্থাপন করা হয়। সকল ক্ষেত্রেই এই বৈশ্বিক করোনা দুর্যোগের বিরুদ্ধে লড়াইকে এগিয়ে নিতে ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য নীতি ও পরামর্শ প্রদান করা হয়েছিল।

উক্ত ওয়েবিনারে Addressing MSME Distress in the Current Crisis: Stimulus Packages and Policy Responses; COVID 19 and SMEs: Understanding Immediate Impacts and Coping Strategies; Poverty in the Time of Corona: Short-term Effects and Policy Responses; Coping with COVID and Individual Responses: Findings From a Large Online Survey-শীর্ষক ৪টি গবেষণা পত্র উপস্থাপন করা হয়।

উক্ত ওয়েবিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী উপস্থিত ছিলেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র সচিব, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়। এছাড়া Panelists হিসেবে প্রফেসর এস আর ওসমানী, প্রফেসর অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনোমিক্স, আলসটার বিজনেস স্কুল, যুক্তরাজ্য এবং ড. মোহাম্মদ মুশতাক হোসাইন, এডভাইজার, আইইডিসিআর উপস্থিত ছিলেন যারা উক্ত গবেষণাপত্রগুলোর উপর মূল্যবান মন্তব্য প্রকাশ করেন।

চিত্রঃ BIDS Critical Conversations ২০২০- এ আলোচনায় ওয়েবিনারে অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

বিআইডিএস ২০১৯-২০ অর্থবছরে “BIDS Research Almanac-2019” এর আয়োজন করে যেখানে পাঁচটি সেশনে বিআইডিএস কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারের জন্য বিশেষ গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় ৯ টি সমীক্ষা সহ মোট ১৫ টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। এতে কৃষি ও গ্রামীণ অকৃষি খাত, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব, ম্যাক্রো মডেল, শিল্প ও অংশীদারি ব্যবসায়ের কর্মদক্ষতা, নগরায়ণ ও সামাজিক পরিবর্তন এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ও জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন সম্পর্কিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। উক্ত কনফারেন্সে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, সাবেক অর্থমন্ত্রী জনাব আবুল মাল আব্দুল মুহিত, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সিনিয়র সচিব এবং পরিকল্পনা বিভাগের সচিবসহ দেশের গণ্যমান্য অর্থনীতিবিদ, গবেষক, শিক্ষার্থী, গণমাধ্যম কর্মী ও বিভিন্ন পেশাজীবী ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রঃ BIDS Research Almanac-2019 এর আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

এছাড়া ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিআইডিএস “Economics of Honesty”-শীর্ষক একটি বিশেষ Workshop-এর আয়োজন করে। যেখানে তিনটি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করা হয়। “Honest Agents in a Corrupt Equilibrium” শিরোনামে ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. ফাহাদ খলিল ও “Honesty, Ability, Norm, and Socioeconomic Status: Experimental Evidence from Bangladesh” শিরোনামে বিআইডিএস এর সিনিয়র রিসার্চ ফেলো ড. মিনহাজ উদ্দীন মাহমুদ এবং “Who wants to be a Politician?” শিরোনামে মোনাশ বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. পুষ্কর মৈত্র গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। সেমিনারে শিক্ষাবিদ, নীতিনির্ধারক, উন্নয়ন অনুশীলনকারীবৃন্দ এবং বিআইডিএস গবেষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

চিত্রঃ Economics of Honesty-শীর্ষক Workshop এ আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

২.২১.৭ প্রকাশনা

গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের গবেষণা প্রকাশনা (যেমন: জার্নাল, রিসার্চ রিপোর্ট, বই ইত্যাদি প্রকাশ) অত্র প্রতিষ্ঠানের অন্যতম কাজ।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রকাশিত জার্নাল ও রিপোর্ট

Sl. No.	Journals/Reports	Volume/Author (s)
1.	The Bangladesh Development Studies- BDS	Vol. 41, No. 3
2.	The Bangladesh Unnayan Shamikhya (BUS)	খন্ড খ
3.	BIDS Newsletter	Vol. 7 Issue 2; December 2019
4.	An Inclusive Approach for Caring for the Elderly in Bangladesh	Anwara Begum Rizwana Islam
5.	Estimating Potential Output Growth for Bangladesh(Part-1)	Biru Paksha Paul Rizwana Islam
6.	New Avenues for Export Diversification: A Product Level Analysis of Some Selected Exporting Industries	Tahreen Tahrima Chowdhury Rizwana Islam
7.	Crop Diversification for Dietary Diversity and Nutrition: Evidence from Bangladeshi Farm Households	Mohammad Riaz Uddin
8.	An Analysis of the Link between Education and First Demographic Dividend of Bangladesh	Shahidul Islam
9	BIDS Newsletter	Vol. 8 Issue 1; June 2020

Forthcoming Journal/Report (Under REF Study Series)

Sl. No.	Title	Volume/Author (s)
1.	The Bangladesh Development Studies- BDS	Vol. 41, No. 4
2.	Total Factor Productivity in Bangladesh: An Analysis using Data from 1981 to 2014	Tahreen Tahrima Chowdhury Maruf Ahmed

এছাড়া বিআইডিএস গবেষকগণ কর্তৃক বিভিন্ন দেশীয় ও আন্তর্জাতিক জার্নালে আরো ২৮টি Article প্রকাশ করা হয়েছে।

২.২১.৮ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

বিআইডিএস 'উন্নয়ন অর্থনীতি' বিষয়ে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট একাডেমিক প্রোগ্রামের মাধ্যমে মানব সম্পদ উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে 'বিআইডিএস-এর মাস্টার্স কার্যক্রম'-শীর্ষক প্রকল্প হাতে নিয়েছে। সম্প্রতি উক্ত প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ অনুমোদিত হয়েছে। করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু করা হবে।

২.২১.৯ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুনাম অর্জন

ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভেনিয়ার লডার ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত The 2020 Global Go To Think Tank Index (GGTTI) এর সেরা আন্তর্জাতিক উন্নয়ন নীতি বিষয়ক থিংক ট্যাংক (Think Tank) সমূহের মধ্যে বিআইডিএস এর অবস্থান ২৬তম। এছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সেরা থিঙ্ক ট্যাংকসমূহের মধ্যে বিআইডিএস এর অবস্থান ১৭ তম। বিআইডিএস-ই বাংলাদেশের একমাত্র উন্নয়ন গবেষণা সংক্রান্ত Think Tank যেটি নিয়ে আমরা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে গর্ব করতে পারি। এটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও সুপরিচিত একটি প্রতিষ্ঠান। বিআইডিএস কর্তৃক প্রকাশিত জার্নালটিও (The Bangladesh Development Studies) বাংলাদেশের একমাত্র উন্নয়ন জার্নাল যা আন্তর্জাতিকভাবে বিশ্বের বিভিন্ন প্রথিতযশা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেফারেন্স জার্নাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বিআইডিএস জার্নাল ছাড়াও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিভিন্ন উন্নয়ন জার্নালে আমাদের গবেষকবৃন্দের বিভিন্ন গবেষণা প্রবন্ধ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিকভাবে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদদের অনেকেই ইতোপূর্বে এবং বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমের সাথে যুক্ত। আজকের বাংলাদেশের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদদের সিংহভাগ এই প্রতিষ্ঠানেরই সৃষ্টি।

২.২১.১০ Completed Research Studies: ২০১৯-২০২০

Sl.No.	Name of the Study Title
1.	WHY DO BANGLADESH CATTLE YIELD HIGH POSITIVE RETURNS?
2.	Assess the Monitoring, Evaluation Procedure of BCCT and the Impact Assessment of CCTF Projects
3.	Review of Rice Market of Bangladesh: Role of Different Actors and Competitiveness
4.	Monthly Gas Usage by both Metered & Non-metered Single and Double Burner Domestic Gas Consumers under Different Gas Distribution Companies in Bangladesh
5.	An Evaluation of SME Foundation's Activities Towards Development of SMEs
6.	Baseline Survey for College Education Development Project (BS-CEDP)
7.	Conducting End-Line Survey of SWAPNO 2nd Cycle
8.	Research on the Welfare of Forcibly Displaced Mayanmar Nationals (FDMN) and the Potential Impacts of this Population index on the local economy at Cox's Bazar Bangladesh.
9.	bKash Experience in Bangladesh
10.	Impact Assessment of Solar Irrigation Solar Mini-Grid and ICS Projects of IDCOL

২.২১.১১ Completed Special Research Programme: 2019-2020

Sl.No.	Name of the Study Title
1.	Pharmaceutical Industry of Bangladesh : Prospects and Challenges
2.	The Urban Informal Sector :Trends , Directions ,Determinants and Potentials (UIS)
3.	Structural Changes of Rural Nonfarm Sector in Bangladesh: 2000-2016 (SRP)
4.	Impact of Compliance Standards on Firm Productivity in the RMG Industry
5.	Macroeconomic Modeling
6.	Adapting to Climate Change : Migration , Vulnerability and Livelihoods in the Bengal Delta- The Search for Effective Policy Options
7.	The People of Dhaka City : Demographic Dynamics and Socio-Economic Consequences
8.	Employment And Unemployment Amongst Educated Youth in Bangladesh- An Exploratory Analysis (A Study Based on an Online Survey)

২.২১.১২ Ongoing Studies

Sl.No.	Name of the Study Title
1.	Covid Impact and Results From A Large Online Survey
2.	Impact of COVID-19 on SMEs and Their Workers: Understanding the Dynamics of Impact and Coping Strategies
3.	Poverty in the Time of Corona: Trends, Drivers, Vulnerability and Policy Responses in Bangladesh
4.	Impact Analysis on Development Programme for Improving the Living Standard of Bede Community
5.	Impact Analysis on Development Programme for Improving the Living Standard of Hijra Community (IADPILSHC)
6.	Agricultural Transformation, Food Security and the Second Green Revolution: Strategic Directions
7.	Decent Wage Bangladesh (Phase 1)
8.	Tracer Study on Graduates of Tertiary-Level Colleges
9.	Evaluation of National Service Programme (2nd, 3rd & 4th phase) of Department of Youth Development
10.	Assessment of the Social Action Projects of "Platforms for Dialogue (P4D)" Programme of the British Council in Bangladesh
11.	Health status and healthcare seeking behaviour assessment among elderly citizen in Bangladesh
12.	The determinants of household disaster preparedness behaviour in Bangladesh
13.	New Policy Responses to Extreme Poverty in Bangladesh: What difference does it make?
14.	Labour market study for skills for employment investment project (SEIP)
15.	National Information Platform on Nutrition: (a)"Nutritional Well-being: An Exercise in Understanding the Policy Milieu in Bangladesh"; (b) Evidence-based nutrition research – A meta-analysis.

২.২১.১৩ List of Seminars

Sl. No.	Title of the Seminar	Date
1.	Multidimensional Food Poverty Index: Recent Evidence from Bangladesh by Dr. Mousumi Das (Xavier School of Economics), India	July 9, 2019
2.	REF proposal presentation seminar Title: "Generating evidence on investment decisions for improving the health status of elderly population in Bangladesh." Presenter: Dr. Abdur Razzaque, Research Fellow Chair: Dr. K.A.S. Murshid	July 31, 2019
3.	"Faster than you think: Renewable Energy and Developing Countries" by Dr. Channing Arndt, Director of the environment and production technology division at IFPRI	August 22, 2019
4.	"Poverty Dynamics and Banking: A Microeconometric Analysis" by Dr. Arya Pillai, University College Dublin	August 27, 2019
5.	Consultation meeting with Channel i	August 28, 2019
6.	REF project ending seminar on "Why do Bangladeshi Cattle Yield High Positive Returns?" Presenter: Dr. Kazi Ali Toufique Chair: Dr. K.A.S. Murshid	September 3, 2019
7.	BIDS Seminar on "Estimating Trade Potentials" Presenter: Dr. Robert C. M. Beyer, World Bank Chair: Dr. K.A.S. Murshid, DG, BIDS	September 4, 2019
8.	Internal Seminar on "Assessment of SME Foundation's Activities towards SME Development" Presenter: Dr. Monzur Hossain Chair: Dr. K.A.S. Murshid	September 5, 2019
9.	Internal Seminar on "Labor Market for Skill for Employment Investment Project (SEIP)" Chair: Dr. K.A.S. Murshid	October 9, 2019
10.	SEIP Project Inception Workshop Part II by Professor Selim Raihan, (University of Dhaka), Professor Bazlul Haque Khandker (University of Dhaka), Dr. Raisul Awal Mahmood (Independent University) Bangladesh) Dr Abdul Hye Mondal (Former Senior Research Fellow, BIDS)	November 12, 2019
11.	BIDS Annual Research Conference: BIDS ALMANAC 2019	December 2-3, 2019

Sl. No.	Title of the Seminar	Date
12.	BIDS Internal Seminar on “Baseline Satisfaction Survey of College Education Development Project” Researchers: Minhaj Mahmud, Golam Nabi Mozumder, Siban Shahana and Shahidul Islam	December 18, 2019
13.	BIDS Workshop on “Economics of Honesty” Paper Presentations by Dr Fahad Khalil (University of Washington), Dr Minhaj Mahmud (BIDS) & Dr Pushkar Maitra (Monash University)	December 22, 2019
14.	Launch Event of the book: “Dhaka’s Changing Landscape: Prospects for Economic Development, Social Change and Shared Prosperity” “by Rita Afsar PhD	December 29, 2019.
15.	A workshop on the Component 1 (macro model) and Component 2 (identification of potential sectors) of SEIP study	February 19, 2020
16.	BIDS Internal Seminar on “Monthly Gas Usage by Metered & Non-metered Single and Double Burner Domestic Gas Consumers”. Presenter: Dr. Nazneen Ahmed, Senior Research Fellow, BIDS Chair: Dr. KAS Murshid, DG, BIDS	February 19, 2020
17.	REF study completion seminar on “Social Conditions of the Innovative Use of Smartphone” Presenter: Dr. Golam Nabi Mozumder; Chair: Dr. KAS Murshid	February 25, 2020
18.	Launch Event of the UPL published book titled “Seeing the End of Poverty: Bhaimara Revisited” by Dr. Eirik Jansen	March 1, 2020.
19.	BIDS Webinar on “শাইখ সিরাজ প্রণীত ‘কৃষি বাজেট’ শীর্ষক সুপারিশমালা” with Mr. Shykh Seraj	May 21, 2020

২.২১.১৪ List of Publications by BIDS Researchers

Books

Bangladesh's Macroeconomic Policy: Trends, Determinants and Impact, Palgrave Macmillan, February, 2020 by Dr. Monzur Hossain, Senior Research Fellow, BIDS

International Journal Articles by BIDS Researchers:

1.	K.A.S. Murshid (2019) Adolescent Exposure to and Attitudes Towards Violence Empirical Evidence from Bangladesh, first-author, Children and Youth Services Review, Elsevier, volume 98 (C), pp 85-95, 2019
2.	Does Democratic Local Governance Facilitate Local Economic Development? Evidence from Bangladesh (Monzur Hossain and Paritosh K. Roy), Local Government Studies, Vol. 4S, Issue 6, 2019, December, Taylor & Francis
3.	Sarker AR, Sultana M, Akram R Ali N, Morton A (2019). Socio-economic inequality of childhood undernutrition in Bangladesh: A decomposition approach. International Journal of Health Planning and Management. November 08
4.	Sultana M, Sarker AR, Ali N, Akram R and Gold L (2019) Economic evaluation of community acquired pneumonia management strategies: A systematic review of literature. PloS One. 14(10)
5.	Ali N, Akram R, Sheikh N, Sarker AR, Sultana M (2019). Sex-specific prevalence, inequality, and associated predictors of hypertension, diabetes, and comorbidity among Bangladeshi adults: Results from a nationwide cross-sectional demographic and health survey. BMJ Open
6.	Alam K, Mahumud RA, Alam F, Keramat A, Sarker AR (2019). Determinants of access to eHealth services in regional Australia. International Journal of Medical Informadcs; 131(103960)
7.	Mahumud RA, J. Gow, K. Alam, Sarker AR (2019). Cost-effectiveness of the introduction of two-dose bi-valent (Cervarix) and quadrivalent (Gardasil) HPV vaccination for adolescent girls in Bangladesh, Vaccine
8.	Khanam M, Shimul SN, Sarker AR (2019). Individual, Household and Community Level Determinants of Childhood Under-nutrition in Bangladesh. Health Services Research & Managerial Epidemiology;
9.	Khan JAM, Ahmed S, Sultana M, Sarker AR, Nissen L (2019). Impact of Community-Based Health Insurance for Informal Workers on OOP Payments for Healthcare from Medically Trained Providers - Evidence from Bangladesh for the Journey towards Universal Health Coverage. International Health;
10.	Ahmed, B. N., & Waibel, H. (2019). The role of homestead fish ponds for household nutrition security in Bangladesh. Food Security, 1p1(4)
11.	Chowdhury Z I (2020), The Determinants of Health Status: Evidence from Asian Developing Countries, Biomedical Journal of Scientific & Technical Research (BJSTR), 24(2)-2020
12.	Bhuyan, M. H. R & Islam, M. S. (17 March, 2020). The Effectiveness of the Government Rural Social Services Microcredit Programme in Bangladesh. The International Journal of Community and Social Development published by SAGE. https://doi.org/10.1177%2F2516602620912057
13.	"Shahitya o Arthoniti: Banglar Koyekti Durbhikkho" (Reflections of Bengal Famines in Literature and Economics), Bangladesh Unnayan Shomikhya, Vol. 37 (Annual Number), BIDS, 1426 Bangla Year/ 2020 CE, pp. 1-36. (in Bengali) by Binayak Sen

14.	“Pray-Sorbotro Gonotontro Pichu Hotche Keno: Samprotiker Torko o Bangladesh” (Why Democracy is Backsliding in Most Parts of the World: A Review of Contemporary Debates and Implications for Bangladesh), Samaj, Arthoniti o Rashtra, Vol. 12 (Annual Number), 2020, 52p. (in Bengali) by Binayak Sen
15.	Ahmed S, Sarker AR, Sultana M, Roth F, Mahumud RA, Hasan Z, et al. Do employer- sponsored health insurance schemes affect the utilisation of medically trained providers and out- of- pocket payments among ready- made garment workers? A case–control study in Bangladesh. BMJ Open. 2020; 10. doi:10.1136/bmjopen-2019-030298
16.	Franklin RC, Peden AE, Hamilton EB, Bisignano C, Sarker AR, Castle CD, Dingels Z V, et al (2020). The burden of unintentional drowning: global, regional and national estimates of mortality from the Global Burden of Disease 2017 Study. Injury Prevention. injuryprev-2019-043484. Doi: 10.1136/injuryprev-2019-043484
17.	Sarker AR, Nausad Ali, Raisul Akram, Sultana M (2020). বাংলাদেশে ডায়রিয়া রোগের চিকিৎসা সেবা ও পরিবারের অর্থনৈতিক ব্যয়। খন্ড ৩৭, বার্ষিক সংখ্যা।
18.	Karim, Azreen and Noy, Ilan (2020). The Determinants of Subnational Public Spending Allocation for Disaster Risk Reduction in Bangladesh. CESifo Working Paper no.8066, CESifo, Munich.
19.	Karim, Azreen and Noy, Ilan (2020). Risk, Poverty or Politics? The Determinants of Subnational Public Spending Allocation for Adaptive Disaster Risk Reduction in Bangladesh. World Development, 129(5), DOI: https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.104901
20.	New Avenues for Export Diversification: A Product Level Analysis of Some Selected Exporting Industries, BIDS-REF Study Series No. 19-05 Tahreen Tahrima Chowdhury and Rizwana Islam
21.	An Inclusive Approach to Care of the Elderly in Bangladesh, BIDS-REF Study Series No. 19-04 by Anwara Begum and Rizwana Islam
22.	Estimating Potential Growth for Bangladesh: The Performance Gap and Policy Implications, BIDS-REF Study Series No. 19-02 by Biru Paksha Paul and Rizwana Islam
23.	Sarker AR and Sultana M (2020). Cost-effective analysis of childhood malaria vaccination in endemic hotspots of Bangladesh. PLoS ONE 15(5): e0233902
24.	Akram R, Sarker AR, Ali N, Mozumder MGM, Sultana M (2020). Factors associated with unmet fertility desire and perceptions of ideal family size among women in Bangladesh: Insights from a nationwide Demographic and Health Survey. PLoS ONE 15(5): e0233634
25.	Ahmed, B. (2020). Is there a difference between the poor and non-poor? A disaggregated demand analysis for fish in Bangladesh. Retrieved 3 June 2020, from https://www.tandfonline.com/eprint/CMVHPDJFBMTVCQPGGWXH/full?target=10.1080/13657305.2020.1765220
26.	বাংলাদেশে তামাক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ: একটি পর্যালোচনা Author: মারুফ আহমেদ, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, খন্ড ৩৭, ১৪২৬
27.	শিশুশ্রম নিরসনে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভূমিকা: বাংলাদেশ প্রেক্ষিত Author: ড. নাজনীন আহমেদ, কাশফি রায়ান ও ড. জাবিদ ইকবাল, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, খন্ড ৩৭, ১৪২৬
28.	সাহিত্য ও অর্থনীতি: বাংলার কয়েকটি দুর্ভিক্ষ Author: ড. বিনায়ক সেন, বাংলাদেশ উন্নয়ন সমীক্ষা, খন্ড ৩৭, ১৪২৬

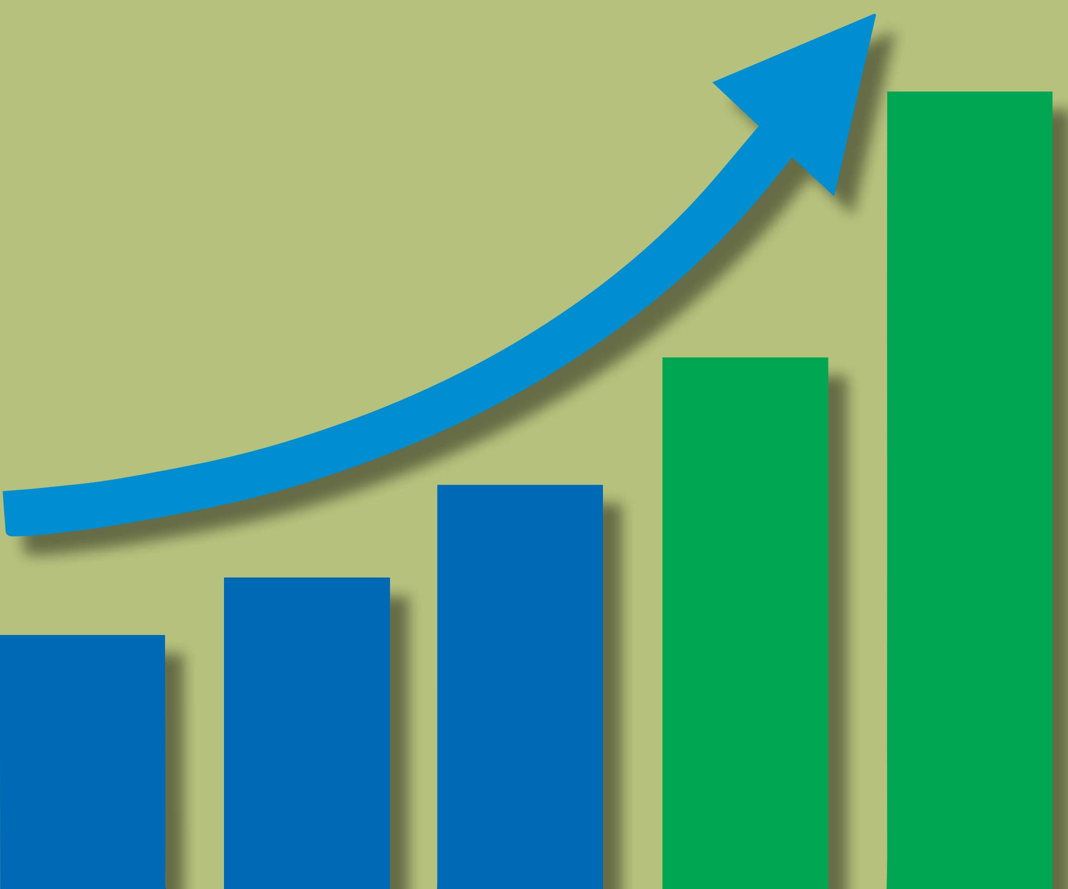

বার্ষিক প্রতিবেদন

২০১৯-২০২০

অধ্যায়-৩

পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগ সমূহের কার্যাবলি

পরিকল্পনা কমিশনের বিভাগ সমূহের কার্যাবলি
সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
General Economics Division (GED)

৩.০ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের দায়িত্ব ও কার্যাবলি

৩.১ রূপকল্প

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি) পরিকল্পনা কমিশনের ৬টি বিভাগের মধ্যে অন্যতম একটি সামষ্টিক বিভাগ। এ বিভাগ দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনা ও কৌশলপত্র প্রণয়ন ও তার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন এবং দারিদ্র্য পরিস্থিতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নসহ সরকারকে বিভিন্ন নীতি নির্ধারণে সহায়তা প্রদান করে থাকে। এ বিভাগের রূপকল্প নিম্নরূপঃ

"পরিকল্পিত ও সুষম উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে জাতীয়, মধ্যমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন"

৩.১.২ লক্ষ্য

টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক দীর্ঘমেয়াদি ও মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত সুষম উন্নয়ন অর্জন।

৩.১.৩ উদ্দেশ্য

- কার্যকর, টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণ;
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন;
- জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক বিষয়াদি যেমন-সামষ্টিক পরিস্থিতি, দারিদ্র পরিস্থিতি প্রভৃতি বিশ্লেষণ করা।

৩.১.৪ দায়িত্বাবলি

- সরকারের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা যেমনঃ বাংলাদেশ ডেল্টা প্লান- ২১০০, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং পরিকল্পনা সমূহের বাস্তবায়ন মধ্যবর্তী পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;
- সরকারের মধ্যমেয়াদি (পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) পরিকল্পনা প্রণয়ন, মধ্যবর্তী পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ও প্রেক্ষিত পরিকল্পনার আলোকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন পর্যালোচনা ও এ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন হালনাগাদকরণ এবং প্রতিবেদন প্রকাশ;
- সার্ক সদস্য হিসাবে বাংলাদেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও প্রতিবেদন;
- দারিদ্র্য এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ;
- মধ্যমেয়াদী বাজেট কাঠামো (এমটিবিএফ) প্রণয়নে অংশগ্রহণ;
- জাতীয় দারিদ্র্য ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতির বিশ্লেষণ;
- জাতীয় সংসদের অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত এ বিভাগের সাথে সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুতকরণ;
- Foreign Direct Investment (FDI)-এর উপর অবস্থান পত্র (পজিশন পেপার) প্রণয়ন;

- জাতীয় সংসদের মাননীয় স্পিকার, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত সংদীয় স্থায়ী কমিটি'র মাননীয় সভাপতি এবং মাননীয় সংসদ সদস্যবৃন্দের দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সভা, সেমিনার, কনফারেন্সে আলোচনার সুবিধার জন্য অনুরোধক্রমে ব্রিফ/টকিং পয়েন্টস প্রস্তুতকরণ;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়সহ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অনুরোধক্রমে বিভিন্ন বিষয়ে মতামত প্রদান ব্রিফ/ টকিং পয়েন্টস প্রস্তুতকরণ;

৩.১.৫ ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত প্রধান কার্যক্রমসমূহ নিম্নরূপ

৩.১.৫.১ প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০১০-২০২১ এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন সম্পাদন

বাংলাদেশে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার প্রচলন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। আওয়ামী লীগের ২০০৯ সালের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিনবদলের সনদ 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবে রূপায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে জিইডি প্রথমবারের মতো 'বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০১০-২০২১' প্রণয়ন করে। বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনার সফল বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার পথ নকশা প্রণয়নে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্দেশনায় বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১ এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন কার্যক্রম ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এর পরিপ্রক্ষিতে "Implementation Review of the Perspective Plan (2010-2021)" শীর্ষক প্রতিবেদন আকারে সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। এ প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনার প্রধান প্রধান বিষয়বস্তু, যেমন: সামষ্টিক অর্থনীতি, গভর্ন্যান্স, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, শিল্প ও বাণিজ্য, ডিজিটাল বাংলাদেশ, অবকাঠামো ও নগরায়ণ, মানব উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন প্রভৃতির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়েছে।

৩.১.৫.২ রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবে রূপায়ন: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১ প্রণয়ন

রূপকল্প-২০২১ এর সফল বাস্তবায়নে অনুপ্রাণিত হয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শান্তিপূর্ণ, সুখী, সমৃদ্ধ ও উন্নত বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় প্রত্যয়ে 'রূপকল্প-২০৪১' ঘোষণা করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতি নির্দেশনা ও নেতৃত্বে 'রূপকল্প-২০৪১' বাস্তবে রুপায়ণের লক্ষ্যে জিইডি দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১ প্রণয়ন করেছে। এ পরিকল্পনা ৪টি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত: সুশাসন, গণতন্ত্র, বিকেন্দ্রীকরণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন। এর দু'টি প্রধান অভীষ্ট হচ্ছে: ১. ২০৪১ এর মধ্যে বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল বিশ্বের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি উন্নত দেশ, যেখানে বর্তমান মূল্যে মাথাপিছু আয় হবে ১২,৫০০ ডলারেরও অধিক; এবং ২. সোনার বাংলায় দারিদ্র্য হবে সুদূর অতীতের কোন বিষয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদক্ষ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও বলিষ্ঠ রাজনৈতিক নেতৃত্বে দারিদ্র্য নির্মূল করার পাশাপাশি একটি দ্রুত অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই এই রূপান্তর সাধন করা সম্ভব। গত ২৫.০২.২০২০ তারিখে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় এ পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হয়েছে। দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে আশা করা যাচ্ছে ২০৩১ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্য দূর করে উচ্চ মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জন সম্ভব হবে। ইতোমধ্যে এ পরিকল্পনা দলিল বাংলা ও ইংরেজিতে সংস্করণে মুদ্রণ করা হয়েছে।

চিত্র: বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) এর অনুমোদন সংক্রান্ত, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত এনইসি সভা

৩.১.৫.৩ অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫)'র খসড়া প্রণয়ন

২০২১-২০২৫ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত সরকারের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন দলিল ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের ভিত্তি হিসেবে টেকনিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক প্রণয়ন এবং ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি সম্পাদনপূর্বক ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়াও ইতোমধ্যে প্রণীত হয়েছে।

৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দুটি মূল বিষয়ের ভিত্তিতে (ত্বরান্বিত সমৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি) প্রণয়ন করা হচ্ছে। এগুলো হলো (ত্বরান্বিত সমৃদ্ধি এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি) এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ফলে ২০২৪ সালের মধ্যে দেশকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উত্তরণ এবং এজেন্ডা ২০৩০: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে সহায়ক হবে। রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ৪টি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারাবাহিকতার প্রথম পরিকল্পনা হবে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। এ পরিকল্পনার খসড়ায় ৭ম পরিকল্পনার অধীনে অগ্রগতির ঘাটতি ও সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরা হয়েছে, যা রূপকল্প-২০৪১ এর পথ অনুসরণ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটি ডেল্টা প্ল্যান (বিডিপি ২১০০) এর অধীনে পানি, জমি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের টেকসই ব্যবহারের জন্য কৌশল এবং নীতি অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণ নিশ্চিত করার কৌশল গ্রহণ করছে। ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ২০৩০ সাল নাগাদ এসডিজি অর্জনে সহায়তা করছে।

৩.১.৫.৪ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল

বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং অসমতা দূরীকরণে বদ্ধপরিকর। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে সরকার দারিদ্র্য দূরীকরণের অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে মনে করে। দারিদ্র্য নিরসনে সরকারের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও এখনো জনসংখ্যার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর মাধ্যমে সরকার এই জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য থেকে উত্তরণের চেষ্টা করছে। 'খানা আয় ও ব্যয় জরিপ-২০১৫-১৬' থেকে দেখা যায়, ২৮ শতাংশ দরিদ্র জনগোষ্ঠী সামাজিক নিরাপত্তা

বেষ্টনীর আওতাভুক্ত। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীকে আরো যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সরকার জুন ২০১৫ তে 'জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল' প্রণয়ন করেছে যার উপর ভিত্তি করে বিবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে গঠিত 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি' জাতীয় নিরাপত্তা কৌশলপত্র বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং মন্ত্রণালয়গুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে, পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ সমন্বিতভাবে সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্রের সার্বিক বাস্তবায়ন মূল্যায়ন করে।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক 'জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল'-এর আওতায় প্রধানতঃ নিম্নবর্ণিত গবেষণা কার্যক্রমসমূহ সম্পাদিত হয়েছেঃ

- Barriers of accsseing the social protection programmes for the poor and marginaliged.
- Cost-benefit ratio analysis on effects of social protection cash transfer.
- Implication of changing demographics and effects on social protection in Bangaldesh.
- Long-term effect of Livelihood Promotion Types of Social Security Programmes.
- Workforce Programme and skill development in Bangladesh : Evidence and policy implications.
- Harmonization of samll security programmes : Issues and policy options and skill development and its link.
- Diagnostic for urban poverty and the social security needs of the urban poor.
- Situation analysis of the people living with disability in Bangladesh.
- Scope of Gender-responsive Adaptive Social Protection in Bangladesh.
- Midterm Implication of the National Social Security Strategy.

৩.১.৫.৫ বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচকের প্রাক্কলন

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ এর প্রথম এজেন্ডাতে বহুমাত্রিক দারিদ্র্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তদুপরি, এসডিজি লক্ষ্য ১.২ এবং সূচক ১.২.২ এ বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সম্পর্কে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এসডিজির সফল বাস্তবায়নের জন্য জিইডি, ইউনিসেফ এবং অক্সফোর্ড পোভার্টি এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট ইনিসিয়েটিভ (ওপিএইচআই)-এর প্রযুক্তিগত সহায়তায় জাতীয় বহুমাত্রিক দারিদ্র্য সূচক ২০১৯ প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ প্রতিবেদনটি অংশীজনদের পরামর্শ নিয়ে অচিরেই প্রকাশ করা হবে।

৩.১.৫.৬ টেকসই উন্নয়ন অভিষ্টসমূহ (এসডিজিস)

এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকার দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এর পরিপ্রেক্ষিতে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি)-এর অনর্জিত লক্ষ্যসমূহ চিহ্নিত করাসহ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং তা অর্জনের প্রচেষ্টাকে অব্যাহত রাখার প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। ইতোমধ্যে এসডিজির সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জিইডি হতে নিম্নলিখিত কর্মকান্ড সম্পাদন করা হয়েছে।

৩.১.৫.৬.১ "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ" প্রণয়ন ও প্রকাশ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে যোগদানকারী বাংলাদেশ প্রতিনিধিগণের জন্য "টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ" একটি পুস্তিকা প্রণীত হয়েছে (সেপ্টেম্বর ২০১৯)। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের পথে বাংলাদেশের গৃহীত ফলাফলভিত্তিক কার্যক্রম এবং এ সংশ্লিষ্ট সর্বশেষ অর্জনসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে এ পুস্তিকায় তুলে ধরা হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে, কিছু সূচকের অগ্রগতি ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সঠিক পথে রয়েছে। প্রতিদিন ১.৯০ ডলারের নীচে বা জাতীয় দারিদ্র্য রেখার ভিত্তিতে পরিমাপকৃত চরম দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশের অগ্রগতি কাঙ্খিত পর্যায়ে রয়েছে। ২০১৯ সালে খর্বকায় মানুষের অনুপাত দাড়িয়েছে ২৮.০ শতাংশে। যে হারে খর্বকায় শিশুর অনুপাত হ্রাস পাচ্ছে তা প্রত্যাশিত পর্যায়ে আছে বলে ধরে নেয়া যায়। একই ভাবে কৃশতা হ্রাসের অগ্রগতির হার ৮.৪ শতাংশও যথাযথ আছে।

গত এক দশকের বেশি সময় ধরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে জেন্ডার সমতা সূচকের (জিপিআই) মান রয়েছে ১-এর বেশি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অর্থাৎ টারশিয়ারি শিক্ষায় জিপিআই ২০১৬ সালে ছিল ০.৭১। ২০১৩ থেকে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে প্রতি বছর মোট অন্তর্ভূক্তি অনুপাত ১.৪৫ শতাংশ হারে বেড়েছে। বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে (অর্থবছর ২০১৫-২০১৮) গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশেরও বেশি অর্জন করেছে (অর্থ বছর ২০১৫-২০১৮) এবং গতবছরে ৮ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। প্রবৃদ্ধি প্রসারণ এবং দারিদ্র্য হ্রাসে সরকারি নীতিসমূহ অনেকখানি কার্যকর হলেও ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে তা খুব একটা সফল হতে পারেনি। সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে (এইচআইইএস ২০১৬ বিবিএস), আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। এ যাবৎ প্রাপ্ত উপাত্ত অনুযায়ী, এসডিজির অভিষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সঠিক পথে রয়েছে।

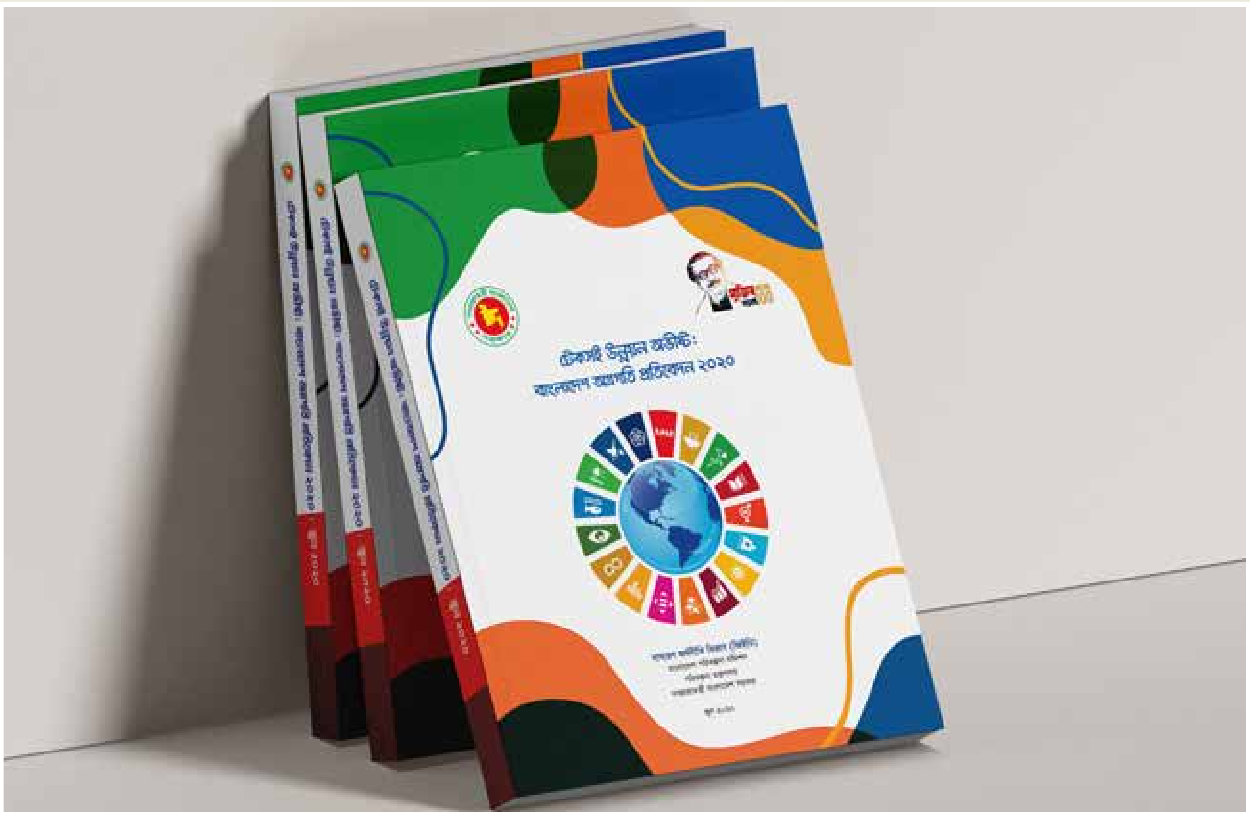

চিত্র: টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন, জুন ২০২০

৩.১.৫.৬.২ Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2020 প্রণয়ন ও প্রকাশ

এসডিজি বাস্তবায়নের অগ্রগতির উপর ২য় আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2020 প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়। এসডিজি সম্পর্কিত বিভিন্ন কর্মসূচি/ প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থা থেকে পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে এই প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে। এ অগ্রগতি প্রতিবেদনে একদিকে যেমন এসডিজি বাস্তবায়নে অভীষ্টভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরা হয়েছে, অন্যদিকে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সমস্যা চিহ্নিত করে পরবর্তী করণীয় বিষয়েও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৩.১.৫.৬.৩ Bangladesh Voluntary National Reviews 2020 প্রকাশনা

গত ১৩ জুলাই ২০২০ তারিখে জাতিসংঘের উচ্চ পর্যায়ে রাজনৈতিক ফোরামে মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী ৪৮টি দেশের সাথে জিইডি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশের এসডিজি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত দ্বিতীয় National Voluntary Reviews (VNR) প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন। ২০১৭ সালে বাংলাদেশ প্রথম VNR এ অংশগ্রহণ করে, কিন্তু তখন মাত্র এসডিজি এর ৭টি অভীষ্ট পর্যালোচনা করা হয়। দ্বিতীয় প্রতিবেদনে এসডিজি এর ১৭টি অভীষ্ট পর্যালোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, চূড়ান্ত প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে

গত ১২ জুন ২০২০ তারিখে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের মাধ্যমে জাতিসংঘে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে অভীষ্ট-ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি এবং চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে সেগুলো উত্তরণের উপায়, উত্তম চর্চা এবং উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করার সুপারিশ করা হয়েছে।

চিত্রঃ Bangladesh Voluntary National Reviews (VNR) প্রতিবেদন, জুন ২০২০

৩.১.৫.৬.৪ Revised Monitoring and Evaluation Framework of the Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective শীর্ষক পুস্তক প্রণয়ন

বাংলাদেশের এসডিজি অর্জনের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের জন্য জিইডি ২০১৮ সালে পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামো (Monitoring and Evaluation Framework of SDGs) প্রণয়ন করে। উক্ত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোর ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/অধিদপ্তর/ সংস্থা/বিবিএস থেকে সূচকের হালনাগাদ তথ্যাদি সংগ্রহপূর্বক ২০১৮ ও ২০২০ সালে এসডিজি: বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে বেশ কিছু সূচকের হালনাগাদ তথ্যাদি সহজলভ্য হওয়ায় এসডিজি এর পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোটি সংশোধন করা হয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত ২৩১টি সূচকের বিপরীতে সংশোধিত পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন কাঠামোটিতে ১৪২টি সূচক অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেখানে ১৬১টি সূচকের ভিত্তি বছর নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। পূর্বের কাঠামোতে ১২৭টি সূচকের ভিত্তি বছর নির্ণয় করা হয়েছিল।

৩.১.৫.৭ বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০

"বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০" বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জিইডি কর্তৃক গৃহীত Support to the Implementation of the Bangladesh Delta Plan 2100 (SIBDP-2100) প্রকল্পের সহায়তায় "বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০" এর এ্যাপ্রোচ কৌশল ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/ বিভাগ/ সংস্থার ২৫ জন ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, অধিদপ্তর এবং উন্নয়ন সহযোগীদেরকে 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বিনিয়োগ

পরিকল্পনা' বাস্তবায়ন সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। এছাড়া 'বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০' যথাযথ ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ ও নেদারল্যান্ডস সরকারের মধ্যে মতবিনিময় ও অভিমত শেয়ারের জন্য Inter-Governmental Committee (IGC) এর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

৩.১.৫.৮ স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটাগরী হতে উত্তরণের ফলে সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপণ এবং কর্মকৌশল নির্ধারণে সমীক্ষা সম্পাদন

বাংলাদেশ ২০১৮ সালে প্রথমবারের মত স্বল্পোন্নত দেশের কাতার হতে বেরিয়ে আসার জাতিসংঘ নির্ধারিত সকল শর্তাবলী পুরণ করেছে। জাতিসংঘের চূড়ান্ত পর্যালোচনায় স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে উত্তীর্ণ হলে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কতিপয় সহায়তা হারাবে এবং নানাবিধ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। কাজেই স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটাগরী হতে উত্তরণের ফলে বাংলাদেশের ওপর যে প্রভাব পড়বে তা নিরূপণ ও মোকাবেলার কর্মকৌশল নির্ধারণসহ সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য জিইডি Impact Assessment and Coping up Strategies of the Graduation from LDC Status for Bangladesh শীর্ষক একটি সমীক্ষা সম্পাদন করেছে। উক্ত সমীক্ষায় স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটাগরী হতে উত্তরণের ফলে সম্ভাব্য প্রভাব ও চ্যালেঞ্জ নিরূপণপূর্বক তা মোকাবেলায় জাতীয় এবং খাতভিত্তিক কর্মকৌশল ও নীতি সংস্কারের সুপারিশ করা হয়েছে। এ সকল সুপারিশ বাস্তবায়িত হলে স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটাগরী হতে উত্তরণ সহজ হবে এবং পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করাও সম্ভব হবে।

৩.১.৫.৯ জনসংখ্যা ব্যবস্থাপনা বিষয়ে "Monograph-4" এবং "Monograph-5" প্রকাশনা

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন UNFPA-এর সাহায্যপুষ্ট "Strengthening Capacity of the General Economics Division (GED) to Integrate Population and Development Issues into Plans and Policies" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় "Monograph-4: Population Management Issues" এবং "Monograph-5: Population Management Issues" প্রকাশ করা হয়েছে । উপরোক্ত প্রকল্পের আওতায় প্রণীত ২টি Policy Brief 'Child marriage: a challenge for development - its socio economic impact" ও "Analyzing the trend of dependent population and its socio-economic welfare implications in Bangladesh in the 21st Century" এবং এর উপর ভিত্তি করে Policy Dialogue এর Rapporteurs এর প্রতিবেদন সমন্বিত করে "Monograph-4: Population Management Issues" প্রকাশ করা হয়েছে। একই ভাবে উক্ত প্রকল্পের আওতায় Knowledge Sharing Workshop এবং Population Expert Group/Meeting এ উপস্থাপিত Technical Paper এবং Record of Notes/ Minutes সমন্বিত করে "Monograph-5: Population Management Issues" প্রকাশ করা হয়েছে।

৩.১.৫.১০ উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের সামগ্রিক উদ্দেশ্য হল ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ, পর্যালোচনা, অনুমোদন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, মূল্যায়নে যুগোপযোগী তথ্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার এবং আধুনিকতম কার্যকর কৌশল ও প্রযুক্তির সন্নিবেশের মাধ্যমে ও উন্নত দেশসমূহের অভিজ্ঞতার আলোকে সরকারি খাতের বিনিয়োগকে অধিকতর ফলপ্রসু করে জনগণের জীবনমান উন্নয়নে উন্নততর পরিকল্পনা পরিকাঠামো বিনির্মাণে পরিকল্পনা কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধি। প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক মাস্টার্স ডিগ্রী কোর্সে ০১জন, পিএইচডি কোর্সে ০১জন এবং স্থানীয় পিএইচডি কোর্সে ০১জন কর্মকর্তাকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রকল্পের আওতায় "Bangladesh e-GP System" বিষয়ের উপর ২০ জন প্রকল্প পরিচালক/ উপ-প্রকল্প পরিচালক/সহকারী প্রকল্প পরিচালকদের দিনব্যাপি স্থানীয় প্রশিক্ষন প্রদান করা হয়েছে।

৩.১.৫.১১ জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা প্রকল্প

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ বিষয়ে উন্নয়ন প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে অব্যাহতভাবে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় একাডেমির জন্য ২টি বেইজমেন্টসহ ১৩তলা বিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত নান্দনিক একাডেমি ভবন নির্মাণ করা

হবে। ভূমি উন্নয়নপূর্বক মূল ভবনের বেজমেন্ট-২ এ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বেজমেন্ট-১ এর কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের আওতায় গত ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে প্রকল্প ব্যবস্থাপনা বিষয়ে ১২টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৩.১.৬ ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে জিইডি কর্তৃক সম্পাদিত অন্যান্য কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি

১. একাদশ জাতীয় সংসদের ৫ম অধিবেশনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক উত্তরদানের জন্য নির্ধারিত সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ সংশ্লিষ্ট প্রশ্নের উত্তর প্রস্তুতকরণ;

২. অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও পরামর্শ প্রদানের জন্যে গঠিত উচ্চপর্যায়ের ‘জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটি’ এর ১ম সভা আয়োজন ;

৩. অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগে আগামী পাঁচ অর্থবছরে অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা, কৌশল, নীতি এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ সনাক্তকরণ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহের লক্ষ্যে একটি কাঠামো প্রণয়নপূর্বক সংশ্লিষ্ট সেক্টর-বিভাগে প্রেরণ;

৪. Development Results Framework (DRF) of 8th Five year Plan এর খসড়া প্রণয়ন;

৫. “Coping With COVID-19 : The case of Bangladesh” শীর্ষক সমীক্ষার খসড়া প্রণয়ন ও চূড়ান্তকরণ;

৬. ‘Support to Implementation of Bangladesh Delta Plan (SIBDP-2100)’ প্রকল্পের আওতায় ডেল্টা উইং ও ডেল্টা ফান্ড গঠন সংক্রান্ত কার্যক্রমের প্রাথমিক খসড়া প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৭. বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে “ডেল্টা গভর্ন্যান্স কাউন্সিল”গঠন;

৮. ‘বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০’ এর এ্যাপ্রোচ ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়ে ব-দ্বীপ পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;

৯. ‘উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বৈদেশিক মাস্টার্স, পিএইচডি ও স্থানীয় পিএইচডি ডিগ্রি কোর্সে মনোনয়নের খসড়া নীতিমালা ও মানদণ্ড চূড়ান্তকরণ;

১০. “Strengthening Capacity of the General Economics Division (GED) to Integrate Population and Development Issues into Plans and Policies” শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০২টি Knowledge Sharing Workshop, ০২টি Population Expert Committee এর সভা এবং ০১টি পলিসি ব্রীফ ও ০১টি পলিসি ডায়ালগ আয়োজন;

১১. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশত বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে পুস্তিকা প্রকাশনার নিমিত্ত সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের বিগত ১০ বছরের উন্নয়ন ও অগ্রগতি বিষয়ে তথ্যাদি পরিকল্পনা বিভাগে প্রেরণ;

১২. একাদশ জাতীয় সংসদের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ৬ষ্ঠ বৈঠকে সাংসারিক কর্মকান্ডে নারীদের কার্যক্রম জিডিপিতে অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে জিইডির মতামত প্রস্তুতপূর্বক প্রেরণ;

১৩. অর্থ বিভাগ কর্তৃক “Bangladesh Marches On” বিষয়ক প্রকাশনার জন্য ২০০৯-২০১০ হতে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর পর্যন্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগ সমূহের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন প্রেরণ;

১৪. ইউএনডিপি’র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন “Engaging with Institutions (EI)” শীর্ষক IP প্রকল্পের আওতায় এসডিজি বাস্তবায়ন সমন্বয়ের জন্য গঠিত “Core SDGs Team (CST)” এর সভা আয়োজন;

১৫. “Governance of Social Services for Women and Children in Urban Areas” বিষয়ক সমীক্ষার বিষয়ে সভার আয়োজন;

১৬. Methodology and Key Findings of Garment Worker Diaries (GWD) Project’ বিষয়ক একটি ইনসেপশন সভা আয়োজন;

১৭. Private Sector Engagement in attaining Sustainable Development Goals (SDGs) in Bangladesh: Bonding & Beyond’ শীর্ষক কর্মশালার আয়োজন;

১৮. এসডিজি স্থানীয়করণ বিষয়ে 'SDGs Localization: NGOs Experience in Bangladesh' শীর্ষক একটি অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা আয়োজন এবং মাঠ পরিদর্শনে মেহেরপুর গমন;

১৯. "Strengthening Social Policies for Children in a Middle Income Economy: Emerging Chellenges, Opportunities & Way Forward for SDGs in Bangladesh" শীর্ষক সভার আয়োজন;

২০. Global Commission on Adaptation (GCA) কর্তৃক ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সেমিনারসহ বিভিন্ন ফোরামে বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান -২১০০- এর সারসংক্ষেপ উপস্থাপন।

৩.১.৭ জিইডি'র কর্তৃক গত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য প্রতিবেদন/পুস্তিকা/দলিল এর তালিকা

১. Empowering People: Ensuring Inclusiveness and Equality for Bangladesh Delegation to HIGH-LEVEL POLITICAL FORUM 2019 (জুলাই ২০১৯)

২. Implementation Review of the Perspective Plan 2010-2021 (সেপ্টেম্বর ২০১৯)

৩. Bangladesh Moving Ahead with SDGs (Prepared for Bangladesh Delegation to 74th UNGA session 2019) (সেপ্টেম্বর ২০১৯)

৪. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ (জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিগণের জন্য প্রণীত) (সেপ্টেম্বর ২০১৯)

৫. Prospects and Opportunities of International Cooperation in Attaining SDG Targets in Bangladesh (Global Partnership in Attainment of the SDGs) (সেপ্টেম্বর ২০১৯)

৬. Background Studies for the Second Perspective Plan of Bangladesh (2021-2041) Volume-3 (অক্টোবর ২০১৯)

৭. Background Studies for the Second Perspective Plan of Bangladesh (2021-2041) Volume-4 (অক্টোবর ২০১৯)

৮. Background Studies for the Second Perspective Plan of Bangladesh (2021-2041) Volume-5 (অক্টোবর ২০১৯)

৯. Background Studies for the Second Perspective Plan of Bangladesh (2021-2041) Volume-6 (অক্টোবর ২০১৯)

১০. Monograph 4: Population Management Issues (ডিসেম্বর ২০১৯)

১১. Monograph 5: Population Management Issues (ডিসেম্বর ২০১৯)

১২. Consultation on Private Sector Engagement (PSE) in attaining Sustainable Development Goals (SDGs) in Bangladesh: Bonding & Beyond শীর্ষক কর্মশালার Proceedings (জানুয়ারি ২০২০)

১৩. Impact Assessment and Coping up Strategies of Graduation from LDC Status for Bangladesh (মার্চ ২০২০) শীর্ষক সমীক্ষার প্রতিবেদন

১৪. Making Vision 2041 a Reality: Perspective Plan of Bangladesh 2021-2041(gvP© 2020) (ইংরেজি ও বাংলায়)

১৫. Revised Monitoring and Evaluation Framework of the Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective (এপ্রিল ২০২০)

১৬. Sustainable Development Goals: Bangladesh Progress Report 2020 (জুন ২০২০)

১৭. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট: বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২০ (মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় ভাষান্তরিত) (জুন ২০২০)

১৮. Bangladesh Voluntary National Reviews 2020 (জুন ২০২০)

৩.১.৮ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের আওতায় গত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ

লক্ষ টাকায়

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	সামগ্রিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি/মন্তব্য
১.	জাতীয় উন্নয়ন প্রশাসন একাডেমি প্রতিষ্ঠা (২য় সংশোধিত) (অক্টোবর ২০০৯ - জুন ২০২১)	২৫৭৯৮.৪৪	৫০২২.৯৯ (-)	• প্রকল্প এলাকায় ভবনের বেজমেন্ট-২ এর ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে বেজমেন্ট-১ এর কাজ চলমান আছে।
২.	টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে মধ্যমেয়াদি উন্নয়ন পরিকল্পনা (অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা) প্রণয়ন ও পরিবীক্ষণ (জুলাই ২০১৯-জুন ২০২৪)	২৭১০.০০	২৮৬.৭০ (-)	• ১৪টি ব্যাক গ্রাউন্ড স্টাডি'র খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। খসড়া এর উপর জিইডি'র কর্মকর্তাগণ প্রদত্ত মতামত প্রতিফলনপূর্বক স্টাডিসমূহ চূড়ান্ত করা হয়েছে। • অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিলের খসড়া প্রণয়ন ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। • অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় স্টিয়ারিং কমিটির ১ম সভা মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে। • অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা দলিল প্রণয়নের লক্ষ্যে গঠিত "অর্থনীতিবিদ প্যানেল" সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৩.	সাপোর্ট টু দি ইমপ্লিমেন্টেশন অব দি বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ (অক্টোবর ২০১৮- সেপ্টেম্বর ২০২২)	৬৩৬৮.৮৬ (৪৬০৪.০০)	১২৫৭.৭২ (১২৫৭.৭২)	• গত ২৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে ডেভেলপমেন্ট পার্টনারদের 'বাংলাদেশ ডেল্টা প্ল্যান ২১০০' এর সম্পর্কে অবহিতকরণের নিমিত্ত একটি পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। • গত ২১ জানুয়ারী ২০২০ তারিখে ৪র্থ IGC সভা ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। • "ডেল্টা উইং" এবং "ডেল্টা ফান্ড" এর খসড়া গঠন/কাঠামো প্রস্তাব পর্যালোচনা সংক্রান্ত সভা গত ২৪ ফেব্রুয়ারী ২০২০ তারিখ অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই মোতাবেক প্রস্তাব সংশোধন করা হয়েছে। • মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে Delta Governance Council গঠন করা হয়েছে। • ৩০/০৬/২০২০ তারিখে ডেল্টা প্ল্যান সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্টদের নিয়ে একটি ভার্চুয়াল প্রশিক্ষণ কাম-কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত মোট ব্যয় (প্রকল্প সাহায্য)	সামগ্রিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি/মন্তব্য
৪.	প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এর মধ্যবর্তী মূল্যায়ন এবং বাংলাদেশ রূপকল্প ২০৪১ প্রণয়ন (মার্চ ২০১৭- জুন ২০২১)	৬৫০.০০	৪৫৮.৭৬	• "রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবে রূপায়ন: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১" শীর্ষক পরিকল্পনা দলিল গত ২৫/০২/২০২০ তারিখে এনইসি সভায় অনুমোদিত হয়েছে এবং পরিকল্পনা দলিল মুদ্রিত হয়েছে। • "রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবে রূপায়ন: বাংলাদেশের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা, ২০২১-২০৪১" বাংলা অনুবাদ সম্পন্ন হয়েছে। • প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এর মধ্যমেয়াদি বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন: প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) এর মধ্যমেয়াদি বাস্তবায়ন অগ্রগতি মূল্যায়ন সম্পন্ন করা হয়েছে।
৫.	Impact Assessment and Coping up Strategies of Graduation from LDC Status for Bangladesh (মে ২০১৮- জুন ২০২০)	২৬৬.৩৫	১৯৬.১৭	• প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত Impact Assessment and Coping up Strategies of Graduation from LDC Status for Bangladesh শীর্ষক সমীক্ষা প্রতিবেদনটির মুদ্রিত কপি বিতরণ করা হয়েছে।
৬.	জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়সমূহকে পরিকল্পনা ও নীতিমালায় সমন্বিতকরণের লক্ষ্যে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগকে শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০২০)	২২৯.৩৪ (১৮৫.০৯)	১৩৭.৬৩ (১১৭.৯৫)	• Population Expert Group / Committee এর ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। • ১ টি Knowledge Sharing Workshop অনুষ্ঠিত হয়েছে। • ১টি পলিসি ব্রীফ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর উপর ১টি পলিসি ডায়ালগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
৭.	উন্নত দেশের মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে পরিকল্পনা পরিকাঠামোর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প (জুলাই ২০১৭ - ডিসেম্বর ২০২১)	৩৬৩৫.০৬	১১৮.৬২ (-)	• ২৮/১১/১৯ তারিখে "Bangladesh e-GP System" শিরোনামে প্রশিক্ষন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। • গত ০২/০২/২০২০ তারিখে প্রকল্পের আওতায় পরামর্শক নিয়োগ সম্পন্ন হয়েছে। • বৈদেশিক মাস্টার্স ডিগ্রি কোর্সে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের জন্য ১ জনকে এবং স্থানীয় পিএইচডি কোর্সে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানের জন্য ১ জনকে মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে। • পরামর্শক কর্তৃক পরিকল্পনা কমিশনের Capacity Gap Analysis এর জন্য খসড়া Survey Questionnaire প্রণয়ন করা হয়েছে।

কার্যক্রম বিভাগ

Programming Division

৩.২ কার্যক্রম বিভাগের কার্যাবলি

৩.২.১ কার্যক্রম

বাংলাদেশের সংবিধান (অনুচ্ছেদ-১৫) অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলের সকল নাগরিকের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত কার্যকরভাবে এ দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে তথা ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে "বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন" প্রতিষ্ঠা করেন।

১৯৫৬ সালে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে (বর্তমান বাংলাদেশ) "পরিকল্পনা বোর্ড" গঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সূচনা হয়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে মুজিবনগর সরকার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা কোষ গঠন করে। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে পরিকল্পিত দ্রুত উন্নতি অর্জনের বিষয়টি ত্বরান্বিত করার জন্য আন্তর্জাতিকভাবে প্রখ্যাত পরিকল্পনাবিদদের সমন্বয়ে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই একে দেয়া হয় উচ্চ পর্যায়ের পেশাদারী সংগঠনের মর্যাদা। একজন চেয়ারম্যান, একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং তিন জন সদস্য সমন্বয়ে কমিশন গঠিত হয়। পরিকল্পনা মন্ত্রী পদাধিকার বলে কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। দৈনন্দিন কার্যাবলী পরিচালনার জন্য এবং নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য মন্ত্রীর পদ মর্যাদা সম্পন্ন একজন ডেপুটি চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন (তাঁর কেবিনেটে মন্ত্রীর "র‌্যাংক" ছিল না)। কমিশনের অন্যান্য সদস্য গণ ছিলেন প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা সম্পন্ন। সচিব পদমর্যাদার "প্রধান" এর অধীনে মোট ১০টি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়; বিভাগসমূহ হচ্ছে-সাধারণ অর্থনীতি, কার্যক্রম ও মূল্যায়ন, কৃষি, শিল্প, পানি সম্পদ, পল্লী প্রতিষ্ঠান, ভৌত অবকাঠামো, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো, বহিঃসম্পদ এবং প্রশাসন। কমিশনকে সরাসরি সরকার প্রধানের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়।

পরিকল্পনা কমিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের কাজ সম্পন্ন করার জন্য পৃথকভাবে "প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো" প্রতিষ্ঠা করা হয় যা পরবর্তীতে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতায় "বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ" নামে আলাদা বিভাগে রুপান্তরিত হয়। এর অব্যবহিত পরে বহিঃসম্পদ সংগ্রহের দায়িত্ব পরিকল্পনা কমিশন থেকে পৃথককরে অন্য বিভাগের ওপর ন্যস্ত করা হয়। পরিকল্পনা কমিশনের সকল প্রশাসনিক ও নির্বাহী কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "পরিকল্পনা বিভাগ" প্রতিষ্ঠা করা হয়। একই সাথে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন এর মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়।

৩.২.২ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য

টেকসই, সময়াবদ্ধ ও কার্যকর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন পরিকল্পনা।

৩.২.৩ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য

অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা, নীতিমালা, কৌশল এবং কার্যকর ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন।

৩.২.৪ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের সীমিত সম্পদ ও মেধা কাজে লাগিয়ে পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ১৯৭২ সালে পরিকল্পনা কমিশন গঠন করেন। পরিকল্পনা কমিশন সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন, উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন ও বাস্তবায়ন পর্যালোচনার কাজ করে থাকে। পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারপার্সন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে পরিকল্পিত উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত মধ্যম আয়ের দেশে রুপান্তরের রুপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের প্রথম ধাপ হিসেবে ৬ষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সফল বাস্তাবয়নের ফলে বাংলাদেশ নিম্নমধ্যম আয়ের দেশের সারিতে উঠে এসেছে। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণ ও নাগরিকের ক্ষমতায়নের জন্য বাস্তবায়ন করছে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা।

পরিকল্পিত উন্নয়নে অর্জিত প্রবৃদ্ধির সুফল মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার প্রয়াসে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজের পরিধি তথা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)'র আকার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লেখ্য, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের প্রথম এডিপির আকার ছিল ৫০০ কোটি টাকা যা ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের দুই লক্ষ পাঁচ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। সরকারি বিনিয়োগের সাথে সাথে জিডিপি গড় প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি পেয়েছে।

৩.২.৫ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বরাদ্দ

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন রূপকল্প-২০২১ এর অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১), মধ্যমেয়াদী পরিকল্পনা হিসেবে ষষ্ঠ পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) এবং ৭ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২১) বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদী পরিকল্পনাসহ বিভিন্ন খাতের বিদ্যমান নীতিমালার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কৌশলের সাথে সঙ্গতি রেখে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া, ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্য আয়ের দেশে উত্তরণ এবং ২০৩০ সাল নাগাদ দারিদ্র্য নিরসনপূর্বক সকলের উন্নয়নের লক্ষ্যে এসডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অন্তর্ভুক্ত করে প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকারের সময়কালে বিগত অর্থ বছরসমূহের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি নিম্নরূপঃ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	প্রকল্প সংখ্যা	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ		
		মোট	টাকা	প্রকল্প সাহায্য
২০১০-২০১১	১১৮৫	৩৫১৩০	২৩২০০	১১৯৩০
২০১১-২০১২	১২৩১	৪১০০০	২৬০৮০	১৫০০০
২০১২-২০১৩	১২০৫	৫৭১২০	৩৮৬২০	১৮৫০০
২০১৩-২০১৪	১২৫৪	৬৩৭০৫	৪২৫০৫	২১২০০
২০১৪-২০১৫	১৩৫১	৭৭৮৪২	৫২৯৪২	২৪৯০০
২০১৫-২০১৬	১৪৫৮	৯৩৮৯৫	৬৪৭৩৫	২৯১৬০
২০১৬-২০১৭	১৫৮১	১১৯২৯৬	৮৩৪৯৯	৩৫৭৯৭
২০১৭-২০১৮	১৫১১	১৪৮৩৮১	৯৬৩৩১	৫২০৫০
২০১৮-২০১৯	১৯১৬	১৭৬৬২০	১২৪৯৬০	৫১৬৬০
২০১৯-২০২০	১৮৫১	২০১১৯৯	১৩৫৩৩৪	৬৫৮৬৫
২০২০-২০২১ (এডিপি বরাদ্দ)	১৬০৬	২১৪৬১১	১৪০২২১	৭৪৩৯০

উল্লেখিত ছক হতে দেখা যায়, বর্তমান সরকারের সময়কালে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ছিল ৩৫১৩০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ২০২০-২০২১ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার দাঁড়িয়েছে ২১৪৬১১ কোটি টাকা। যা ২০১০-২০১১ অর্থ বছরের আরএডিপির তুলনায় প্রায় ৫.১১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

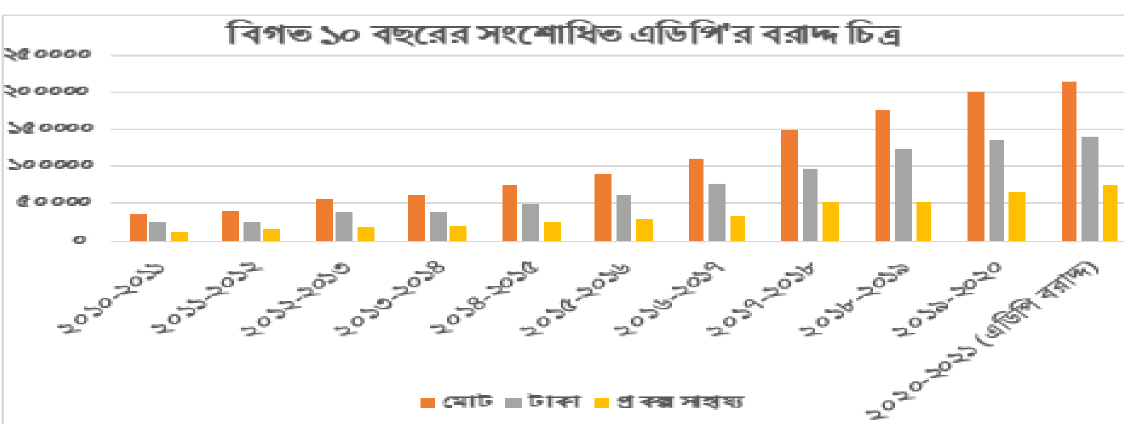

চিত্রঃ বিগত ১০ বছরের সংশোধিত এডিপি'র বরাদ্দ

৩.২.৬ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) সেক্টর অনুযায়ী বরদ্দ

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) প্রণয়নে দেশের সুষম উন্নয়ন, আয় বৃদ্ধি, দারিদ্র নিরসন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন, সামাজিক নিরাপত্তা, মানব সম্পদ উন্নয়ন, শিক্ষা স্বাস্থ্য ও পুষ্টিমান উন্নয়ন, কৃষি শিল্প ও সেবা খাতের উন্নয়ন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের উন্নয়ন, পরিবহণসহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন, তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তির সম্প্রসারণ ইত্যাদিকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। বিগত ১০ (দশ) বছরের উন্নয়নের মূল নিয়ামক সেক্টরসমূহের আরএডিপি বরাদ্দের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরুপ:

(কোটি টাকায়)

ক্রঃ নং	সেক্টর	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
১.	কৃষি	২৩১৭.৫৪	২৫৪১.৩৪	২৯০৫.৭৬	৩৫১১.৭৬	৪১৫৭.৭১	৪৪১০.০৫	৫৭৪১.৬০	৫২৮৩.৫২	৬৯১৮.২৪	৬৬২৩.৫৩
২.	পল্লীপ্রতিষ্ঠান	৪৫৫০.২৩	৫০৫৭.৬১	৬৭১২.৪৭	৬৯৭৭.১৫	৭৮৪০.০৯	৯০৪৬.১৩	১০৭৬১.৪৩	১৬৭২২.০০	১৫১৫৪.২৫	১৫৭৭৭.৯১
৩.	বিদ্যুৎ	৫০১৭.০৮	৭২০৮.১০	৮৫৬৯.০৪	৮০৬৬.১১	৮২২৩.৭১	১৫৪৭৮.২১	১৩৪৪৭.৫৭	২২৩৪০.৩২	২৫৮১৯.১৭	২৬০৩২.৭৭
৪.	পরিবহণ	৫২৪২.২৭	৬২৪৩.২৪	৮৩০৬.৩২	১০২৯৫.১৩	১৭৩৬১.৯০	১৯২১২.১৩	২৭৩৬০.২৩	৩৭৫১৩.২২	৩৯৫৩১.১৭	৪৮১৯৪.৯০
৫.	শিক্ষা	৫০৫৩.৮৪	৪৮২৯.০৬	৬৬১০.৭২	৭৯৯৪.৭৪	৯০২৬.৬৫	১০১০১.৭৪	১২৮৪৫.৯৭	১৪১৮৬.৫৬	১৫৫১০.৮৪	২০৪৪৩.৬৫
৬.	স্বাস্থ্য	৩১৬৪.৬৮	৩৩৮৫.১৫	৪০২৭.৩১	৪২১৯.৭৯	৫০৪১.৬১	৫৫৫৬.৪৭	৫৬৫৫.৩৩	৯৬০৭.৫১	১০৯০২.০৭	১০১০৮.৪৯

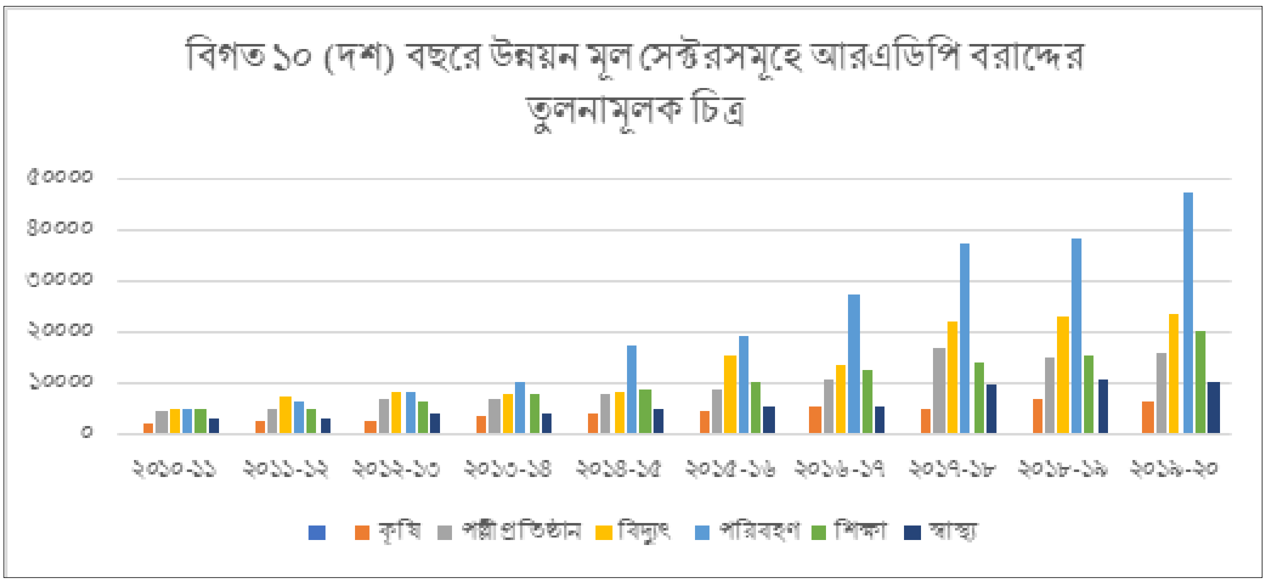

চিত্র: বিগত ১০ (দশ) বছরে উন্নয়ন মূল সেক্টরসমূহে আরএডিপি বরাদ্দের তুলনামূলক

সারণী হতে দেখা যায়, বিদ্যুৎ খাতে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দের পরিমাণ বরাদ্দ ছিল ৫০১৭.০৮ কোটি টাকা, যা ক্রমানুপাতিক হারে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে অনেকগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে উক্ত বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৬০৩২.৭৭ কোটি টাকা, যা প্রায় ৪.১৮ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে পরিবহণ খাতেও একইভাবে আরএডিপি বরাদ্দের পরিমাণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিবহণ খাতে ২০১০-২০১১ অর্থ বছরে আরএডিপি বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৫২৪২.২৭ কোটি টাকা, যা ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮১৯৪.৯০ কোটি টাকা, যার বৃদ্ধির পরিমাণ ৮.১৯গুণ।

৩.২.৭ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নতুন প্রকল্পের অগ্রাধিকার নির্ধারণ

দেশের আর্থ-সামাজিক ধারাবাহিক উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে নতুন উন্নয়ন প্রকল্প নির্বাচন করা হয়ে থাকে। সম্পদ বন্টনের অগ্রাধিকার, পরিকল্পিত পরিকল্পনা এবং সুষ্ঠু বাস্তবায়নের উপর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নির্ভরশীল। উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সম্পদের প্রাপ্যতার সাথে সংগতি স্থাপনের জন্য ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে নতুন প্রকল্পসমূহ অগ্রাধিকার করে একটি পুস্তিকা তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং এর অধিন দপ্তর সংস্থা অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করবে। ফলে সম্পদের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

৩.২.৮ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়নের জন্য ওয়েববেইজ ডাটাবেইজ স্থাপন

মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা, পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগ ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রস্তাবসমূহ কার্যক্রম বিভাগ প্রেরণ করে থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি তথ্যাদি কার্যক্রম বিভাগে ১৯৯৪ সালে Foxpro base স্থাপিত একটি সিস্টেম এবং তা পরবর্তীতে ২০০৪ সালে SQL Server এ আপডেট করা হয়। এ সিস্টেমে এডিপি এবং আরএডিপির ডাটা এন্ট্রি এবং প্রক্রিয়াকরণ করা হয়ে থাকে। বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি প্রক্রিয়াকে অটোমেশন করা জন্য ADP/RADP Management Szstem (AMS) নামে ওয়েববেইজ সিস্টেম প্রণয়ন করা হয়েছে। এ সিস্টেমের মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীন নতুন প্রস্তাব সংগ্রহ এবং নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি এ সিস্টেমের মাধ্যমে প্রস্তাব প্রেরণ এবং প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।

৩.২.৯ সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনা শক্তিশালী করার জন্য প্রকল্পসমূহ

সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার কাঠামোগত পরিবর্তন এবং শক্তিশালী করার জন্য ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের আওতায় নিম্নোক্ত ০৪ (চার) টি প্রকল্প চলমান রয়েছে:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম, বাস্তবায়নকাল
১.	স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (SPIMS) (জুলাই ২০১৪-জুন ২০২৩)
২.	কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (SDBM) (এপ্রিল ২০১৭-মার্চ ২০২২)
৩.	ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (প্রোগ্রামিং ডিভিশন) (জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০)
৪.	ইউআরপি: পিসিএসইউ প্রকল্প (জুলাই ২০১৫-এপ্রিল ২০২২)

৩.২.৯.১ স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (SPIMS) (জুলাই ২০১৪-জুন ২০২৩)

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে বরাদ্দকৃত অর্থের সময়মত যথার্থ ব্যবহারের উপর উন্নয়ন প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নির্ভরশীল। কার্যক্রম বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (SPIMS)" শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি বিনিয়োগ ব্যবস্থাপনার (PIM) কাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি সরকারি বিনিয়োগ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের মাধ্যমে অর্জিত

ফলাফল যেন জাতীয় উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় সে লক্ষ্যে কাজ করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় যথাযথভাবে যাচাই-বাছাইপূর্বক উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের সুবিধার্থে উক্ত প্রকল্পের আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জন্য Ministry Assessment Format (MAF) ও পরিকল্পনা কমিশনের সেক্টর বিভাগসমূহের জন্য Sector Appraisal Format (SAF) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া প্রকল্পের গুণগতমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে Sector Strategy Paper (SSP)এবং Multi-year Public Investment Program (MYPIP) ইত্যাদির উপর প্রয়োগ উপযোগী গাইড লাইন প্রণয়ন করে বিভিন্ন বিভাগ/মন্ত্রণালয়ে বিতরণ করা হয়েছে।

৩.২.৯.২ কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডিজিটাল ডাটাবেজ স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (SDBM) (এপ্রিল ২০১৭-মার্চ ২০২২)

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দিয়ে ডিজিটাল ভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়নে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সহায়তার লক্ষ্যে "কার্যক্রম বিভাগে একটি নতুন ডাটাবেজ সিস্টেম স্থাপনের মাধ্যমে উন্নয়ন বাজেট ব্যবস্থাপনা শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আধুনিক এমআইএস এর মাধ্যমে নতুন ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (ডিবিএমএস) স্থাপন এবং একটি নলেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ও ডিবিএমএস পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত ম্যানুয়াল ও নির্দেশিকা প্রণয়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এবং সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) প্রণয়ন সহজ হবে এবং সময়এবং শ্রম সাশ্রয় হবে। এ প্রকল্পের আওতায় ADP/RADP Management System (AMS) শিরোনামে একটি ডাটাবেইজ প্রনয়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এ ডাটাবেইজের মাধ্যমে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দবিহীন নতুন অননুমোদিত প্রকল্পের প্রস্তাব সংগ্রহ এবং নির্বাচন প্রক্রিয়াসম্পন্ন করা হয়েছে। তাছাড়া, পরীক্ষামূলকভাবে ১০টি মন্ত্রণালয়ের ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অনুমোদিত চলতি প্রকল্পের বরাদ্দ প্রস্তাব প্রক্রিয়া করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপি এ ডাটাবেইজের মাধ্যমে প্রণয়ন এবং প্রক্রিয়াকরণ করা হবে।

৩.২.৯.৩ ন্যাশনাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম (প্রোগ্রামিং ডিভিশন) (জানুয়ারি ২০১৮-ডিসেম্বর ২০২০)

দূর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রমে দূর্যোগ প্রস্তুতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে "ন্যাশন্যাল রেজিলিয়েন্স প্রোগ্রাম" শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের আওতায় প্রয়োজনীয় গাইড লাইন প্রণয়ন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাসহ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাস্তবায়িত প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ নিরূপণ, উন্নয়ন প্রকল্প প্রণয়নকালে দূর্যোগ ঝুঁকিকে বিবেচনার লক্ষ্যে পরিপত্র ও সংশ্লিষ্ট নীতিমালায় অন্তর্ভুক্তিকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ চলমান রয়েছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি হচ্ছে সরকারের বিনিয়োগের একমাত্র মাধ্যম এবং এর সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন অনেকাংশে নির্ভরশীল। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকার সরকারি বিনিয়োগ বহুগুনে বৃদ্ধি করেছে। সরকারের সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার বিভিন্ন যুগোপযোগী প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহ সম্মিলিতভাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করলে রূপকল্প-২০২১ এর কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

ভৌত অবকাঠামো বিভাগ

Physical Infrastructure Division

৩.৪ ভৌত অবকাঠামো বিভাগের কার্যাবলি

প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মানের দ্রুত উন্নয়নই হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের সংবিধান এর অনুচ্ছেদ-১৫ অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের সকল অঞ্চলের নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান দ্রুত ও সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত।

বিভাগের উদ্দেশ্য: ভৌতি অবকাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে অংশগ্রহণমূলক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও নীতিমালা, কর্মকৌশল নির্ধারণ এবং সম্পদের কার্যকর, সুষম ও সুষ্ঠু বন্টন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ।

৩.৪.১ ভৌত অবকাঠামো বিভাগের কার্যক্রম ও কার্যপরিধি

ক. ভৌত পরিকল্পনা গৃহায়ন ও পানি সরবরাহ সেক্টর, সড়ক পরিবহন সেক্টর, রেল পরিবহন, নৌ পরিবহন, যোগাযোগ সেক্টরের জন্য পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তার আলোকে এডিপিতে অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সুপারিশ/পরামর্শের আলোকে প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও অগ্রাধিকার নিরূপন;

খ. সড়ক, রেল, নৌ ও বিমান পরিবহন অবকাঠামো, ভৌত পরিকল্পনা, গৃহায়ন, পানি সরবরাহ, স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়নসহ আনুসাঙ্গিক ভৌত অবকাঠামো খাতের স্বল্প, মধ্যম, পঞ্চবার্ষিক ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা প্রণয়ন;

গ. পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন সেল স্থাপন এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;

ঘ. বর্তমানে ২৩টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন ৭৬টি সংস্থার উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন প্রক্রিয়াকরণ;

ঙ. সংশ্লিষ্ট সেক্টর/সাব সেক্টর (খাত/উপখাত) এর অগ্রাধিকার, লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও কর্মকৌশল প্রণয়ন;

চ. মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প প্রস্তাব বিশ্লেষণ করে প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ ও এর বিভিন্ন অংগের ব্যয়ের যৌক্তিকতা নিরূপন এবং প্রয়োজনে প্রকল্প পুনর্গঠনের জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগকে পরামর্শ প্রদান;

ছ. মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রেরিত প্রকল্প দলিল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণ/কার্যাবলী সম্পাদন;

জ. প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন এবং উন্নয়ন কাজের প্রকৃত চাহিদা নিরূপন;

ঝ. উন্নয়ন প্রকল্পের অর্থছাড়ের প্রস্তাব প্রক্রিয়াকরণ;

ঞ. উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থার অর্থায়ন প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রজেক্ট প্রোফাইল প্রণয়ন এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের মাধ্যমে প্রকল্প সাহায্য চূড়ান্তকরণ;

ট. ভৌত অবকাঠামো বিভাগের মাধ্যমে প্রক্রিয়াকৃত উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বিষয়ে জাতীয় সংসদের প্রশ্ন উত্তরের খসড়া প্রণয়ন, এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও বিভিন্ন বিষয়ের সমন্বয় সাধন;

ঠ. বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যাবলীর উপর আলোচনা ও সমাধানের পন্থা নির্ধারণ;

ড. বৈদেশিক ঋণ/অনুদান চুক্তি নেগোসিয়েশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিভাগের স্টিয়ারিং কমিটিতে প্রতিনিধিত্বকরণ;

ঢ. প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি, আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় প্রকল্প বিবেচনার জন্য কার্যপত্র প্রণয়ন; এবং

৩.৪.২ বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

এডিপি আরএডিপি বরাদ্দ ও প্রকল্প সংখ্যার তথ্যাদি

অর্থ বছর		২০১৯-২০২০
বরাদ্দ সংক্রান্ত		
এডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		৮০,৪১৪.৩১
আরএডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকায়)		৭৬,০১০.৮১
অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য		
বিনিয়োগ প্রকল্প	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত নতুন (সংশোধিত)	৮০ (২৪)
	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত নতুন (সংশোধিত)	৪১ (১৯)
কারিগরি প্রকল্প		
মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত নতুন (সংশোধিত)		--
নিজস্ব অর্থায়নে	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত নতুন (সংশোধিত)	--
	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত নতুন (সংশোধিত)	০২ (০)
অননুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা এডিপি (আরএডিপি)		--
বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প এডিপি (আরএডিপি)		৩৩৯ (২৩৪)
বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে প্রকল্প এডিপি (আরএডিপি)		১৩৮(১১০)
পিপিপি প্রকল্প এডিপি (আরএডিপি)		৮২ (২১)
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য		
পিইসি সভা		৪৫১
এসপিইসি সভা		০৮

৩.৪.৩ বিগত ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি

৩.৪.৩.১ প্রকল্পের নাম: ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-১)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সেতু বিভাগ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৫২,৫৬১.৪৩ কোটি টাকা (জিওবি অনুদান: ১৩,১১১.১১ কোটি + বৈদেশিক ঋণ: ৩৯,৪৫০.৩২ কোটি টাকা)

প্রকল্পের মেয়াদ: সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত।

৩.৪.৩.২ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলী

- বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর স্টেশন এবং নতুন বাজার থেকে পূর্বাচল ডিপো পর্যন্ত ৩১.২৪১ কি:মি: এমআরটি লাইন-১ নির্মাণ ও পরিচালন;
- ঢাকা নগরবাসীর জন্য আধুনিক ও নিরাপদ গণপরিবহণ ব্যবস্থা প্রবর্তন;
- ঢাকা শহরে যানজট হ্রাস করা;

৩.৪.৩.৩ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

•	মেট্রো রেইল নির্মাণ	:	৩১.২৪১ কি:মি: (পাতাল ১৯.৮৭২ কি:মি: ও এলিভেটেড ১১.৩৬৯ কি:মি:)
•	রোলিং স্টক এন্ড ইকুইপমেন্ট	:	২০০ টি (প্রতি সেটে গড়ে ৮টি) কোচ
•	ভূমি অধিগ্রহণ/প্রত্যাহার/পুনর্বাসন	:	৩৯.৩৩ হেক্টর
•	ডিপো নির্মাণের জন্য ভূমি উন্নয়ন	:	৯,৩৫,৪০০ ঘন মিটার
•	সিভিল এন্ড স্টেশন ওয়ার্কস ইন মেইন লাইন	:	১৯টি (পাতাল ১২টি ও এলিভেটেড ৭টি)
•	সুপারভিশন কনসালটেন্সী	:	২২৬৭১ জনমাস

চিত্র: বৃহত্তর ঢাকা অঞ্চলে ম্যাসর‍্যাপিড ট্রানজিট (এমআরটি) রুটের নকশা ও লাইনের রূপচিত্র

জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক : ৪৮৭.৮৪ কোটি টাকা (০.৯১%)
ভৌত : ০.৪%

৩.৪.৪ প্রকল্পের নামঃ ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): নর্দার্ন রুট

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়/সেতু বিভাগ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানী লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৪১,২৩৮.৫৪৭৭ কোটি টাকা (জিওবি: ১২,১২১.৪৯ কোটি + বৈদেশিক ঋণ: ২৯,১১৭.০৫ কোটি টাকা)

প্রকল্পের মেয়াদ: জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৮ পর্যন্ত।

৩.৪.৪.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলী

- হেমায়েতপুর-আমিনবাজার-গাবতলী-মিরপুর-১, মিরপুর-১০, কচুক্ষেত-বনানী-গুলশান ২, নতুনবাজার-ভাটারা পর্যন্ত ২০.০০ কি:মি: এমআরটি লাইন-৫ (নর্দার্ন রুট) নির্মাণ ও পরিচালনা;
- ঢাকা নগরবাসীর জন্য আধুনিক ও নিরাপদ গণপরিবহণ ব্যবস্থা প্রবর্তন;
- ঢাকা শহরে যানজট হ্রাস করা;
- ভ্রমণ সময় ও খরচ হ্রাস করা;

৩.৪.৪.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

•	মেট্রো রেইল নির্মাণ	:	২০ কি:মি: (পাতাল ১৩.৫০ কি:মি: ও এলিভেটেড ৬.৫০ কি:মি:)
•	রোলিং স্টক এন্ড ইকুইপমেন্ট	:	১৯৮ টি (প্রতি সেটে গড়ে ৬টি) কোচ
•	ভূমি অধিগ্রহণ/Requisition/পুনর্বাসন	:	৪২.৩১ হেক্টর
•	সিভিল এন্ড স্টেশন ওয়ার্কস ইন মেইন লাইন	:	১৪টি (পাতাল ৯টি ও এলিভেটেড ৫টি)
•	জেনারেল কনসালটেন্সী সার্ভিসেস (ডিজাইন, টেন্ডার এসিস্ট্যান্স, সুপারভিশন, টেকনিক্যাল)	:	৮৮৪৩ জনমাস
ইলেকট্রিক্যাল এণ্ড মেকানিক্যাল সিস্টেম, ইউটিলিটি স্থানান্তর, ইত্যাদি			

জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক : ১৪০.০০ কোটি টাকা (০.৩৩%)
ভৌত : ০.৫%

৩.৪.৫ প্রকল্পের নামঃ বাংলাদেশ রেলওয়ের আখাউড়া-সিলেট সেকশনের মিটারগেজ রেললাইনকে ডুয়েলগেজ রেললাইনে রূপান্তর

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বাংলাদেশ রেলওয়ে

প্রাক্কলিত ব্যয়: ১৬১০৪.৪৫ কোটি টাকা (জিওবি অনুদান: ৫৪৫০.০৮ কোটি + বৈদেশিক ঋণ: ১০৬৫৪.৩৭ কোটি টাকা)

প্রকল্পের মেয়াদ: এপ্রিল ২০১৯ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত।

৩.৪.৫.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

আখাউড়া-সিলেট মিটারগেজ লাইনকে ডুয়েলগেজ লাইনে রূপান্তরের মাধ্যমে রেল-এর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং যাত্রী সেবা বৃদ্ধি করা।

৩.৪.৫.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- ভূমি অধিগ্রহণ ২০০.৩০ একর;
- ২৩৯.১৪ কি:মি: লাইন নির্মাণ (১৭৬.২৪ কি:মি: মেইন লাইন এবং ৬২.৯০ কি:মি: লুপ লাইন);
- ৪৯টি মেজর ব্রীজ (মোট ৫৯৪৫ মিটার);
- ২৩৭ টি মাইনর ব্রীজ (২০ মিটার নিম্নে মোট ১৭২৫ মিটার) নির্মাণ;
- ১৭টি স্টেশন ভবন নির্মাণ (মোট ১৩২০০ ব:মি:);
- ০৫টি স্টেশন ভবন সংস্কার (মোট ২৫১০ ব:মি:);
- ২২ টি স্টেশনে সিগন্যালিং কাজ;
- ০৮টি আবাসিক ভবন, ০৫ টি ব্যারাক ও ২২টি ডরমিটরি নির্মাণ (মোট ১৬,৬৯০ ব:মি:);
- পরামর্শক সেবা ২৯৯৬ জনমাস।

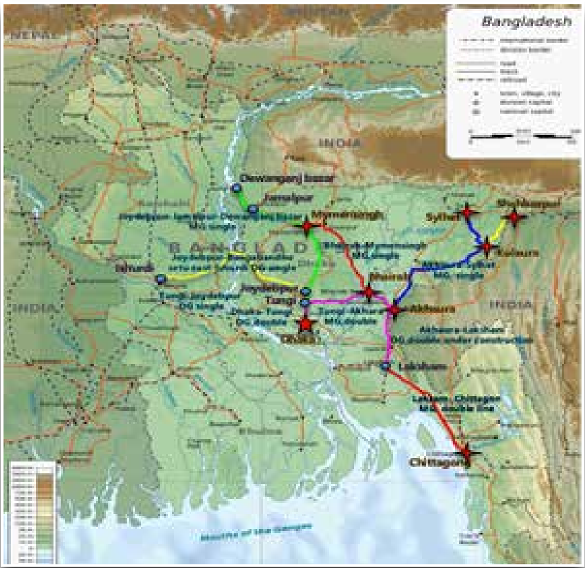

চিত্র: বাংলাদেশ রেলওয়ের আখাউড়া-সিলেট সেকশনের মিটারগেজ রেললাইনকে ডুয়েলগেজ রেললাইনে রূপান্তর

৩.৪.৬ প্রকল্পের নামঃ সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: স্থানীয় সরকার বিভাগ

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

প্রাক্কলিত ব্যয়: ৮৮৫০.৭৩৮৭ কোটি টাকা (জিওবি)

প্রকল্পের মেয়াদ: জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত।

৩.৪.৬.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবনমানের উন্নয়ন।

৩.৪.৬.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

• অগভীর নলকূপ-৯০৬৩৬টি;	• সোলার পিএসমূফ-৩২০টি;
• গভীর নলকূপ-১২৩৮৭৭টি;	• আর্সেনিক আয়রণ রিমোভাল প্ল্যান্ট (ভ্যাসেল টাইপ)-২৯৫৭০টি;
• সাবমার্সিবল পাম্প ও জলাধারসহ অগভীর নলকূপ-২০৬৬৬৪টি;	• কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট-৮৮৩৮টি;
• সাবমার্সিবল পম্প ও জলাধারসহ গভীর নলকূপ-১৭০২২২টি;	• উপজেলার অফিস ভবন নির্মাণ-১২টি;
• রিংওয়েল-৩৩৭৯টি;	• উন্নয়ন ও গবেষণামূলক কার্যক্রম;
• রেইন ওয়াটার হারভেষ্টিং ইউনিট-৩২১০টি;	• প্রশিক্ষণ ইত্যাদি।
• রুরাল পাইপড ওয়াটার সাপ্লান স্কিম-৪৯১টি;	

চিত্র: সমগ্র দেশে নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি: জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত: ০.০০ কোটি টাকা (০.০)

অগ্রগতি: ক্রমপুঞ্জিত ভৌত: ০.০%

৩.৪.৭ প্রকল্পের নামঃ ঢাকাস্থ মিরপুর পাইকপাড়ায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বহুতল আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণ

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়: গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা: গণপূর্ত অধিদপ্তর
প্রাক্কলিত ব্যয়: ১০৮৮.৪৫ কোটি টাকা (জিওবি)
প্রকল্পের মেয়াদ: অক্টোবর ২০১৯ হতে অক্টোবর ২০২২ পর্যন্ত।

৩.৪.৭.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলী

- সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা বৃদ্ধিকরণ;
- সরকারি অব্যবহৃত জমির সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে রাজস্ব আয় বৃদ্ধি;
- সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপযুক্ত স্বাস্থ্যকর আবাসন প্রদানের মাধ্যমে তাদের নিকট হতে প্রাপ্ত সেবার গুণগত মান ও পরিমাণ বৃদ্ধি।

৩.৪.৭.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

- ১৭টি ৮০০ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট বিশিষ্ট ১৩ তলা ভবন নির্মাণ (মোট ফ্ল্যাট সংখ্যা ৮৮৪টি);
- বেজমেন্টসহ ৮টি ১,০০০ বর্গফুট আয়তনের ফ্ল্যাট বিশিষ্ট ১৩ তলা ভবন নির্মাণ (মোট ফ্ল্যাট সংখ্যা ৩৮৪টি);
- দুটি ৪ তলা বিশিষ্ট সার্ভিস ভবন নির্মাণ (এসটিপি, সাব-স্টেশন, পিডব্লিউডি অফিস এবং স্টোরসহ);
- ১টি ৩ তলা বোট ক্লাব নির্মাণ- ৩,০০০ বর্গফুট ফ্লোর বিশিষ্ট;
- ১টি ৩ তলা প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ- ৩,০০০ বর্গফুট ফ্লোর বিশিষ্ট;
- ১টি ৬ তলা কমিউনিটি বক নির্মাণ- ৪,০০০ বর্গফুট ফ্লোর বিশিষ্ট;
- ১টি ৬ তলা মসজিদ নির্মাণ- ৫,০০০ বর্গফুট ফ্লোর বিশিষ্ট;
- ১টি ৩ তলা মন্দির নির্মাণ- ৩,০০০ বর্গফুট ফ্লোর বিশিষ্ট;
- ১টি ৪ তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ভবন নির্মাণ- ৬,০০০ বর্গফুট ফ্লোর বিশিষ্ট;
- গভীর নলকূপ স্থাপন- ৪টি;
- অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাসহ ভূ-গর্ভস্থ জলাধার নির্মাণ- ১,০০,০০০ গ্যালন;
- বিদ্যমান দু'টি জলাশয় উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণ (ফেন্সিংসহ)- ১৫,০০০ বর্গমিটার;
- অর্নামেন্টাল গেটসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ- ৪,০০০ মিটার;
- আরসিসি রাস্তা, ফুটপাথ, ওয়াকওয়ে, পার্কিং, পাম্প হাউজ, গার্ডরুম নির্মাণ;
- সাব-স্টেশন (কেভিএ ২৫০/৩০০) যন্ত্রপাতি ক্রয়- ২৫টি;
- আরবরিকালচার ও খেলার মাঠ উন্নয়ন;
- ১০০০ কেজি প্যাসেঞ্জার লিফট ক্রয়- ৫০টি;
- পরিদর্শনযান ক্রয় (২টি ডাবল কেবিন পিক-আপ, ১টি কার ও ৪টি মটরসাইকেল);
- সিসিটিভি, এসটিপি স্থাপন (৩টি), সোলার প্যানেল স্থাপন, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণসহ অন্যান্য আনুসাঙ্গিক কাজ।

জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক : ০.২৫ কোটি টাকা (০.০২%)
ভৌত : ১.০

আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ

Socio Infrastructure Division

৩.৫ আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের কার্যাবলি

অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেশের সামগ্রিক কর্মকান্ডকে মোট ১৭টি সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছে। ১৭টি সেক্টরের মধ্যে আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের অধীন ৮টি সেক্টর রয়েছে। এই ৮টি সেক্টর আওতায় ৫০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা অন্তর্ভূক্ত রয়েছে।

৩.৫.১ শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টর

একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী দারিদ্র মুক্ত বাংলাদেশ গড়ার আকাঙ্খা নিয়ে পরিকল্পনা কমিশনের বর্তমান চেয়ারম্যান এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, তাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে কাজ করে চলেছেন। তাঁর মেয়াদকালে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা/দপ্তরের আওতায় প্রণীত আইন ও বিধি এবং বিভিন্ন সেক্টরের গৃহীত নীতি ও কর্মকৌশলের কারণে দেশের কাঠামোগত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচনসহ জনমানুষের জীবনমান ও সামাজিক ক্ষেত্রে সঠিক উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে। এ সরকারের সময়কালে দারিদ্র্য নিরসন কৌশলপত্র (পিআরএসপি), ৬ষ্ঠ এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বাংলাদেশের উন্নয়ন রূপকল্প-২০২১, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১), জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ (এসডিজি), সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও বিদ্যমান বিভিন্ন নীতিমালার আলোকে প্রোগ্রাম অ্যাপরোচ ও অগ্রাধিকার খাতসমূহে পর্যাপ্ত সম্পদ বরাদ্দ প্রদানের মাধ্যমে উক্ত কৌশলসমূহের উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

মানসম্মত, আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা এবং ভৌত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বর্তমানে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উন্নয়নে কারিকুলামের আধুনিকায়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর বেতন কাঠামো, শহর ও গ্রামের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুণগত মানের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্য দূরীকরণ, মাদ্রাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান ও গণিতের অন্তর্ভূক্তি, গণিত ও ইংরেজি শিক্ষার মান উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণের কথা কৌশলপত্রে বলা হয়েছে। শিক্ষা ও ধর্ম সেক্টরের যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় তার সংক্ষিপ্ত তথ্য নিম্নে প্রদান করা হলো

৩.৫.১.১ প্রোগ্রাম অ্যাপরোচ (কর্মসূচি উদ্যোগ) গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন এবং সকল শিশুকে স্কুলমুখী করার লক্ষ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রোগ্রাম অ্যাপরোচ (কর্মসূচি উদ্যোগ) গ্রহণ করা হয়েছে। এ সকল কর্মসূচীর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ, শিক্ষক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে পূর্বের ধারাবাহিকতায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে “প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি-৪ (পিইডিপি-৪)” শীর্ষক সেক্টর কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে শিক্ষার এ স্তরে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে ৯৭% এর উপরে প্রাথমিক বিদ্যালয় গমনোপযোগী শিশুরা বিদ্যালয়ে গমন করছে। কর্মসূচিটি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলে একটি দক্ষ, সমন্বিত এবং সমতাভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হবে। যার ফলে অর্থনীতির উন্নয়নের সাথে সাথে মানব সম্পদ উন্নয়ন, এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য অর্জন করবে।

৩.৫.১.২ প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়ন

বাংলাদেশ সরকার ৫(পাঁচ) বছর বয়সী সকল শিশুকে প্রাক-প্রাথমিক এবং এর পরবর্তী ১ম-৫ম শ্রেণি পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন-১৯৯০ অনুযায়ী সকলের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষা নীতিমালা প্রস্তুত করেছে। উক্ত নীতিমালায় প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীন বিস্তৃতি, জাতীয়করণ, শিক্ষকদের মান বৃদ্ধি, নিয়োগ প্রক্রিয়ার আধুনিকীকরণ, মহিলা শিক্ষকদের সংখ্যা বৃদ্ধি, শিশু-বান্ধব শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিতকরণ, বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সামাজিক অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসূচির পাশাপাশি বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে ও হচ্ছে। ইতোপূর্বে সারাদেশের জরাজীর্ণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নকল্পে “চাহিদাভিত্তিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন প্রকল্প (১ম পর্যায়)” শীর্ষক দু’টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া ঝরে পড়া সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন, নিরক্ষরতা দূরীকরণে মৌলিক সাক্ষরতা প্রকল্প, দারিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং ও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্পসহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১৫০০টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনসহ সারদেশে আরও ১২টি পিটিআই স্থাপন করা হয়েছে।

৩.৫.১.৩ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার উন্নয়ন

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে 'আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমকি স্তরে শিক্ষার প্রচলন (২য় পর্যায়), নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প চলমান রয়েছে। শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন, সরকারি কলেজসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ, এনহেন্সিং দ্যা লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অব সিলেক্টেড মাদ্রাসা ইন বাংলাদেশ ইত্যাদি প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি-বেসরকারি কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা প্রদান, গবেষণা সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং উচ্চ শিক্ষায় অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীর শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে শক্তিশালীকরণের প্রতি সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে এক/একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে এবং নেত্রকোনা জেলায় শেখ হাসিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন ক্যাম্পাস নির্মাণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে-যা বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

প্রতিরক্ষা সেক্টরেও বিভিন্ন স্কুল-কলেজ ও ক্যাডেট কলেজ প্রতিষ্ঠা এবং পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া গুণগত প্রশিক্ষণ প্রদানে তিন বাহিনীর প্রশিক্ষণ একাডেমি কমপ্লেক্স স্থাপন করা হয়েছে। চট্টগ্রামস্থ ভাটিয়ারীতে বিএমএ বঙ্গবন্ধু কমপ্লেক্স এবং সাভারে মিলিটারি পুলিশ ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন ইত্যাদি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।

৩.৫.১.৪ কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষার উন্নয়ন

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশ সরকার TVET (Technical and Vocational Education and Training) খাতকে ফোকাস সেক্টর হিসাবে গণ্য করেছে। এ লক্ষ্যে সার্বিকভাবে শিক্ষা ক্ষেত্রে বিশেষ করে কারিগরি ও ভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করেছে। ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্ট- এর হার ২০% এ উন্নীত করার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প গৃহীত হয়েছে। সুনির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে নির্বাচিত ডিপ্লোমা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ পলিটেকনিক এবং এসএসসি ভোকেশনাল কার্যক্রমে যথাযথ সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কারিগরি দক্ষতা ও প্রশিক্ষণ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফরিদপুর, সিলেট, ময়মনসিংহ ও বরিশাল জেলায় ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। কারিগরি দক্ষতা ও প্রশিক্ষিত জনবল তৈরিতে দেশের সকল জেলায় পলিটেকনিক এবং টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপন এবং ৮টি বিভাগীয় শহরে ৮টি মহিলা স্কুল ও কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও বিদ্যমান ৬৪টি জেলার ৪২৯টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল ও কলেজ স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে।

৩.৫.১.৫ টেক্সটাইল সেক্টর ভিত্তিক শিক্ষার উন্নয়ন

টেক্সটাইল সেক্টরে উচ্চশিক্ষিত দক্ষ জন শক্তির চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। ৫(পাঁচ)টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট (টাঙ্গাইল, পাবনা, জোরারগঞ্জ-চট্টগ্রাম, বেগমগঞ্জ-নোয়াখালী ও বরিশাল)- কে টেক্সটাইল কলেজে রূপান্তর ছাড়াও ঝিনাইদহ, গোপালগঞ্জ , পীরগঞ্জ, মাদারীপুর, সিলেট এবং জামালপুরে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হচ্ছে। গৌরনদী, ভোলা , জামালপুর, নওগাঁ (মান্দা), লালমনিরহাট, ফরিদপুর, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এবং সিলেট-এ নতুন টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়কে শক্তিশালীকরণ ও উন্নয়নে "বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন (BUTEX)" প্রকল্প চলমান রয়েছে।

৩.৫.১.৬ শিক্ষার উন্নয়নে সর্বস্তরে ধর্মীয় শিক্ষার প্রসার

সারা দেশের ১৮১২টি মন্দির ও হিন্দু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সংস্কার/ মেরামতের লক্ষ্যে সম্প্রতি "সমগ্র দেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সংস্কার"-শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশের ধর্মীয় সম্প্রদায় গুলোর মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুরক্ষার জন্য জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও জনগণের মধ্যে সন্ত্রাসবাদ ও জঙ্গীবাদ বিরোধী সচেতনতা তৈরির উদ্দেশ্য নিয়ে "ধর্মীয় সম্প্রীতি ও সচেতনতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া সারা দেশের মসজিদ অবকাঠামো ব্যবহার করে মসজিদ নিকটবর্তী শিশুদের জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে প্রাক-প্রাথমিক ও কুরআন শিক্ষা প্রদান করা এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে প্রাক-প্রাথমিকে শিক্ষা সম্পাদনকারী শিক্ষার্থীর ভর্তির হার বৃদ্ধি, আলেম-উলামাদের বেকারত্ব ও দারিদ্র দূরীকরণ, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে "মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৭ম পর্যায়)" প্রকল্প সম্প্রতি অনুমোদিত হয়ে বাস্তবায়ন চলছে।

মাদ্রাসা শিক্ষার মান উন্নয়নে ৬৫৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন ও মাদ্রাসাসমূহে ভবন নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এর লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত নির্বাচিত ১৮০০টি মাদ্রাসায় অভ্যন্তরীণ বৈদ্যুতিকীকরণ, স্যানিটেশন ও পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণসহ নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণকল্পে "নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন"-শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। এছাড়া, সারাদেশের এমপিওভুক্ত মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক ও স্টাফদের বেতন আবেদন অনলাইনে প্রক্রিয়াকরণ ও বিতরণ সম্পন্ন করার নিমিত্তে "মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তরে এমইএমআইএস সাপোর্ট স্থাপন" শীর্ষক বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পগুলো বাস্তবায়িত হলে এখাতে দক্ষ ও শিক্ষিত জনবল তৈরি করা সম্ভব হবে।

এছাড়া, মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন ধর্মীয় নেতাদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সমগ্র বাংলাদেশে মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৫ম পর্যায়), মন্দির ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম (৫ম পর্যায়) ও "প্যাগোডা ভিত্তিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রকল্প (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প চলমান রয়েছে। তাছাড়া, দেশে সঠিক ইসলামিক জ্ঞান ও সংস্কৃতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে ইসলামী মূল্যবোধের পরিচর্যা ও প্রসারের উদ্দেশ্যে "প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ১টি করে ৫৬০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তাবায়নাধীন রয়েছে।

৩.৫.১.৭ উদ্যোগ সমূহের ফলাফল

বর্তমান সরকারের আমলে গৃহীত এ সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে শিক্ষার অভূতপূর্ব উন্নয়নের মাধ্যমে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাস তথা জনগণের জীবনমান উন্নয়ন ইত্যাদিসহ ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করা সম্ভব হবে বলে আশা করা যায়।

৩.৫.২ সেক্টরঃ সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন

সমাজকল্যাণ, মহিলা বিষয়ক ও যুব উন্নয়ন সেক্টর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন খাতের আওতাধীন একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। এ সেক্টরের আওতায় ৭ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা ও এসডিজি'র অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক উন্নয়ন এবং যুব উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ সেক্টরে উত্তরোত্তর বর্ধিত হারে বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন এ সরকারের একটি যুগান্তকারী কর্মসূচি। এর ফলে নারীর জীবনমান উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে এ সেক্টরের ৩৭টি প্রকল্পের বিপরীতে ৮৪৮.১৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়।

৩.৫.২.১ সাব-সেক্টরঃ সমাজ কল্যাণ

এ সাব-সেক্টরের আওতায় দুঃস্থ, সুবিধাবঞ্চিত, অবহেলিত, শারীরিক প্রতিবন্ধী ও এতিম জনগোষ্ঠীর কল্যাণে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হয়। সমাজের পিছিয়ে পড়া অনগ্রসর অংশ, বেকার, ভূমিহীন, অনাথ, দুঃস্থ, ভবঘুরে নিরাশ্রয়, বুদ্ধিমত্তা ও শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, দরিদ্র, অসহায়, ঝুঁকিপূর্ণ শিশু কল্যাণ ও উন্নয়নে বহুমাত্রিক ও নিবিড় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সাব-সেক্টরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সরকারী কার্যক্রমের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগে সেবাধর্মী প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক অনুদান প্রদান। এ সাব-সেক্টর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১১টি প্রকল্পের বিপরীতে ১৭৯.১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়।

৩.৫.২.২ সাব-সেক্টরঃ মহিলা বিষয়ক

এ সেক্টরের লক্ষ্য হলো- নারীর উন্নয়ন এবং শিশুর অধিকার নিশ্চিত করা ও তাদের বিকাশ সাধন। এর আওতায় মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সকল নারীর অংশগ্রহণ এবং নারীর ন্যায্য অধিকার ও সমতা নিশ্চিত করতঃ সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি শিশুরাই আগামীর কর্ণধার বিবেচনায় শিশুর অধিকার ও লিঙ্গ বৈষম্য দূর করার জন্য বেশ কয়েকটি কারিগরী সহায়তা প্রকল্প চলমান আছে। এখাতে বর্তমান সরকার বর্ধিত হারে বরাদ্দ দিয়ে আসছে। নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। 'শেখ হাসিনার বার্তা, নারী-পুরুষ সমতা' এ স্লোগান বাস্তবায়নে উন্নয়ন প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিতে মহিলা বিষয়ক সাব-সেক্টরের অধীনে ২০টি প্রকল্পের বিপরীতে ৪১৯.৩০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। বর্তমান সরকার জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে বদ্ধপরিকর। সরকার কর্তৃক গৃহীত নীতি-কৌশল ও উন্নয়ন কর্মসূচির ফলে নারীর ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম স্থান অধিকারী দেশ।

৩.৫.২.৩ সাব-সেক্টর: যুব উন্নয়ন

দেশের জনসংখ্যার প্রায় ৩৩% যুবক-যুব মহিলা। তাদেরকে উপযুক্ত পরিবেশ দিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং একাধিক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এ খাতের উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। প্রত্যন্ত গ্রামের যুবকদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য যুব উন্নয়ন সাব-সেক্টরে উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। শেখ হাসিনা যুব উন্নয়ন কেন্দ্রকে ইন্সটিইটউটে রূপান্তর করা হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থানসহ চাকুরির সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে যুবদেরকে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা হচ্ছে। এ খাতে উত্তরোত্তর বর্ধিত বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। এ সাব-সেক্টরে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিতে ৬টি প্রকল্পের বিপরীতে ২৫.৬৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৩.৫.৩ সেক্টর: গণসংযোগ

তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর বর্তমান সময়ে গণসংযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ সেক্টর। এ সেক্টরের আওতায় সরকারের সাথে জনগণের যোগাযোগ মাধ্যমকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিতে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। এ সেক্টরভূক্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাংলাদেশ টেলিভিশন, বাংলাদেশ বেতার, বিএফডিসি ও গণযোগাযোগ অধিদপ্তর এর উন্নয়নের জন্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বর্তমান সরকারের আমলে তথ্যের প্রবাহ অবাধ করা হয়েছে। এখাতে বর্ধিত হারে উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ দেয়া হচ্ছে। গণসংযোগ সেক্টরের আওতাধীন তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ১৩টি বিনিয়োগ প্রকল্পের অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের জন্য ২৫৪.৩৪ কোটি (জিওবি ২৩২.৩৪ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ২২.০০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৩.৫.৪ সেক্টর: ক্রীড়া ও সংস্কৃতি

ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সেক্টরের আওতায় দুটি সাব-সেক্টর রয়েছে:- ক. ক্রীড়া ও খ. সংস্কৃতি। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ সেক্টরের অনুমোদিত ৩০টি প্রকল্পের জন্য মোট ৪৫৭.৫২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৩.৫.৪.১ সাব-সেক্টর: ক্রীড়া

এ সাব-সেক্টরের আওতায় ক্রীড়া অবকাঠামো নির্মাণ এবং ক্রীড়ার ভৌত ও গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। খেলার মান উন্নয়ন, প্রতিভা বিকাশ ও ক্রীড়া শিক্ষার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। তৃণমূল পর্যায়ে যুব সমাজের নিকট ক্রীড়া সুবিধাদি পৌঁছানোর লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রতিটি উপজেলায় ১টি করে মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছেন। এ পযর্ন্ত ১২৫টি উপজেলায়, মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো ১৭৯টি উপজেলায় মিনি স্টেডিয়াম নির্মাণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। বর্তমান সরকার যুব সমাজকে সন্ত্রাসমুক্ত ও মাদকমুক্ত করতে ক্রীড়ার ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। সিলেট ও কক্সবাজারে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে এ সাব-সেক্টরে ১৪টি প্রকল্পের বিপরীতে ১৭৭.৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৩.৫.৪.২ সাব-সেক্টর: সংস্কৃতি

বাংলাদেশের সংস্কৃতির উন্নয়ন ও উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে এ উপ-খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি করা হচ্ছে। সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম এ সাব-সেক্টরের আওতাধীন। উল্লেখ্য, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বঙ্গবন্ধু সামরিক জাদুঘর নির্মাণের কাজটিও এই সেক্টরের আওতায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে এ সাব-সেক্টরে বেশ কিছু ভৌত সুবিধাদি সৃষ্টি করাসহ দেশের সামগ্রিক সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে আরো জোরদার করার লক্ষ্যে বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। দেশের প্রত্নতত্ত্ব ও সংস্কৃতি রক্ষার্থে বর্তমান সরকার এ খাতে বর্ধিত হারে বরাদ্দ প্রদান করে যাচ্ছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৬টি প্রকল্পের বিপরীতে ২৩০.১৯ কোটি টাকা প্রদান করা হয় এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বিনিয়োগ প্রকল্পের জন্য ৫০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়।

৩.৫.৫ সেক্টরঃ বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

২০২১ সালের মধ্যে দেশকে 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপে গড়ে তোলার জন্য বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টরের মূল লক্ষ্য হলো তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিসহ বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিষয়ক গবেষণা, উন্নয়ন প্রসার এবং এর ফলাফলের সফল প্রয়োগের মাধ্যমে এ খাতের উন্নয়ন সাধন করা। এ লক্ষ্যে বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেক্টরে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং হচ্ছে। দেশে

ইনফরমেশন টেকনোলজি (আইটি)/ইনফরমেশন টেকনোলজি এ্যানাবলড সার্ভিসেস (আইটিইএস)- এর প্রসারের জন্য গাজীপুরের কালিয়াকৈরে একটি হাইটেক পার্ক স্থাপন, যশোরে শেখ হাসিনা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন, সিলেটে সিলেট ইলেক্ট্রনিকস সিটি, রাজশাহীতে বঙ্গবন্ধু হাই-টেক পার্ক, ১২টি আইটি পার্ক, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার, বঙ্গবন্ধু হাই-টেক সিটি-২ এর সহায়ক অবকাঠামো নির্মাণের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এছাড়া, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১১টি) এবং ডিজিটাল উদ্যোক্তা এবং উদ্ভাবন ইকো-সিস্টেম উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, অধিদপ্তর, পরিদপ্তর, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের মধ্যে পারস্পরিক তথ্য আদান-প্রদানের জন্য ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত কানেকটিভিটি প্রদান, আইসিটি বিষয়ে ফ্রি-ল্যান্সার তৈরির লক্ষ্যে লার্নিং এন্ড আর্নিং প্রকল্প বাস্তবায়ন, সরকারি তথ্যভান্ডার নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার লক্ষ্যে ফোর টায়ার জাতীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন, ইন্টারনেটে তথ্যের মাধ্যমে সরকারি সংস্থাগুলোর মধ্যে সাইবার নিরাপত্তা ও নিরাপদ ই-মেইল নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের জন্য নিরাপদ ই-মেইল ও ডিজিটাল লিটারেসি সেন্টার স্থাপন, গ্লোবাল প্ল্যাটফর্মে নেতৃস্থানীয় ভাষা হিসেবে বাংলা কম্পিউটিং প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধকরণ প্রকল্প বাস্তবায়ন, তথ্য প্রযুক্তিতে দক্ষতা বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডারসহ সব প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ক্ষমতায়ন, স্কিল ডেভেলপমেন্ট ফর মোবাইল এ্যাপ্লিকেশন এন্ড গেমিং ইন্ডাস্ট্রি প্রকল্প বাস্তবায়ন, দেশব্যাপী সরকারি সেবা সহজলভ্য করার লক্ষ্যে এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্প অন্যতম। এছাড়া, এস্ট্যাব্লিশিং ডিজিটাল কানেক্টিভিটি দূর্গম এলাকায় আইসিটি নেটওয়ার্ক কানেকটিভিটি প্রদান, সিম কার্যালয়ে সিম মনিটরিং সিস্টেম স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

বিদ্যুতের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দেশে প্রথমবারের মত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আইসোটোপ উৎপাদন ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ, পরমাণু চিকিৎসা প্রযুক্তি নির্ভর ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য অত্যাধুনিক পজিট্রন এমিশন টমোগ্রাফী এবং কম্পিউটেড টমোগ্রাফী (পেটসিটি) প্রযুক্তি স্থাপন, দেশের ৮টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ক্যাম্পাসে ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার মেডিসিন এন্ড এ্যালায়েড সায়েন্সেস (ইনমাস) স্থাপন, ইনস্টিটিউট অব বায়োইকুইভ্যালেন্স স্টাডিজ এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল সাইন্সেস প্রতিষ্ঠাকরণ, নবজাতকের জন্মগত হাইপোথায়রয়েডিজম জনিত প্রতিবন্ধীতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য নবজাতকের মধ্যে জন্মগত হাইপোথাইরয়েড রোগের প্রাদুর্ভাব সনাক্তকরণ কেন্দ্র স্থাপন, জাতীয় জীন ব্যাংক স্থাপন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার রাজশাহী স্থাপন, হাইড্রোজেন গবেষণাগার স্থাপন, বিসিএসআইআর ঢাকা ও চট্টগ্রাম কেন্দ্রে নিরাপদ ও স্বাস্থ্যকর শুটকী মাছ প্রক্রিয়াকরণ এবং ইনডোর ফার্মিং গবেষণা ইনস্টিটিউটে একটি মেরিন এক্যুরিয়াম স্থাপন, বিশ্বমানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর স্থাপন প্রকল্প, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভৌত সুরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন, বিসিএসআইআর এর ভ্রাম্যমান গবেষণাগার স্থাপন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নভোথিয়েটার বরিশাল, খুলনা এবং রংপুর স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৩.৫.৬ সেক্টরঃ স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্বাস্থ্য খাতের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বর্তমানে স্বাস্থ্যকে মানব উন্নয়নের একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ২০২১ সালের মধ্যে একটি স্বাস্থ্যকর ও সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সাব-সেক্টরে বর্তমান সরকারের ভিশন হলো-স্বাস্থ্য সেবার মান সর্বোচ্চ অর্জনযোগ্য স্তরে পৌছানো এবং তা বজায় রাখা। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। যেমন-সব ধরণের স্বাস্থ্য এবং পরিবার পরিকল্পনা সেবার পরিধি বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য প্রশাসনকে শক্তিশালী করা এবং স্বাস্থ্য খাতে দক্ষ পেশাদারী জনবল বৃদ্ধি করা। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সাব-সেক্টরের লক্ষ্য হলো স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং প্রজনন স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন ঘটানো-বিশেষ করে সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠি যেমন-মহিলা, শিশু, বয়স্ক এবং দরিদ্রদের জন্য স্বাস্থ্য সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যগুলো অর্জনের জন্য ৪র্থ স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি সেক্টর কর্মসূচি'র অনুকূলে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৭৭৩৬.৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সাব-সেক্টরের আওতায় ৫৮টি বিনিয়োগ প্রকল্প এবং ০৫টি কারিগরি সহায়তায় প্রকল্পসহ মোট ৬৩টি প্রকল্পের জন্য ৯৬৮২.১২ কোটি টাকা (জিওবি: ৫৯৯১.৬৯ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য: ৩৬৯০.৪৩কোটি) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে নিম্নলিখিত প্রকল্পসমূহ অনুমোদিত হয়েছে:

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট প্রকল্প ব্যয় (সংস্থা/প্র:সা:)	অনুমোদনের তারিখ	মন্তব্য
১.	কর্ণেল মালেক মেডিকেল কলেজ ও ৫০০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতাল স্থাপন, মানিকগঞ্জ (১ম সংশোধিত)। (জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১)	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১০৫৭.১৭১৬	২৭/০৮/১৯	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
২.	বিভাগীয় সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ক্যান্সার চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন। (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২)	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	২৩৮৮.৩৯৮১	১৭/০৯/১৯	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৩.	সিএমএইচ, ঢাকা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ (২য় পর্যায়) (২য় সং)। (জানুয়ারি ২০১৩ হতে ডিসেম্বর ২০২০)	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়	১১৫.৬১৮০	২৫/০৯/১৯	মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।
৪.	আর্মড ফোর্সেস ইনস্টিটিউট অব প্যাথলজী (এএফআইপি) এর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন। (আগষ্ট ২০১৯ হতে জুন ২০২২)	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	২৪০.২৭	১৭/১২/১৯	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৫.	আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ। (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১)	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২২.৮৯৪৭ (সংস্থা: ৪.৬২৪৭)	১৮/১২/১৯	মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত
৬.	শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং নার্সিং কলেজ স্থাপন, জামালপুর (১ম সংশোধিত)। (জুন ২০১৬ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৯৫০.৫০৬৩ (এলওসি ২৮০.০০)	২১/০১/২০	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৭.	সেইফ মাদারহুড প্রমোশনঃ অপারেশন্স রিসার্চ অন সেইফ মাদারহুড এন্ড নিউবর্ণ সার্ভাইভাল (১ম সংশোধিত)। (জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১)	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৩২.৪৮৯৭ (সম্পূর্ণ ডিআরজিএ-সিমূফ)	০৯/০৩/২০	মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত

ক্র.নং	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়নকাল)	মন্ত্রণালয়ের নাম	মোট প্রকল্প ব্যয় (সংস্থা/প্র:সা:)	অনুমোদনের তারিখ	মন্তব্য
৮.	মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫০ বেডেড ও জেলা সদর হাসপাতালে ১০ বেডের কিডনী ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপন। (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২)	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	২৫৫.২২৩৭	১১/০২/২০	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
৯.	Covid-19 Emergency Response and Pandemic Preparedness. (এপ্রিল ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১১২৭.৫২ (প্র.সা. ৮৫০.০০	০২/০৬/২০	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১০.	Covid-19 Emergency Response Assistance. (এপ্রিল ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	১৩৬৪.৫৬ (প্র.সা. ৮৪৯.৯৭)	০২/০৬/২০	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত
১১.	ছেতারা ছফিউল্লাহ কিডনী ও প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র স্থাপন, নরসিংদী। (নভেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়	২৪.৮৭৭৮ (সংস্থা: ৫.১১৭৮)	০৭/০৬/২০	মাননীয় মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত।

চিত্র: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক ১ম ইউনিটের প্রথম কংক্রিট ঢালাই এর শুভ উদ্বোধন

চিত্র: নির্মাণাধীন গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের বহুতল ভবন

৩.৫.৭ সেক্টরঃ শ্রম ও কর্মসংস্থান

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় হতে এ দেশের শ্রমশক্তি বিদেশে রপ্তানি কাজ উদ্বুদ্ধ করে থাকে। অত্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়িত/বাস্তবায়নাধীন উল্লেখযোগ্য প্রকল্প গুলো হলো ১. "ডিসিমিনেশন অব ইনফরমেশন এন্ড এওয়্যারনেস ডেভেলপমেন্ট অব উইমেন মাইগ্রেন্ট ওয়াকার্স" ২. "মুন্সিগঞ্জ, ফরিদপুর, চাঁদপুর, সিরাজগঞ্জ ও বাগেরহাটে ৫টি ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন" ৩. বিভিন্ন জেলায় ৩০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন" ৪. "৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইসস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন" ৫. দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান" ইত্যাদি। এ সকল প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদেশি শ্রম বাজারে আমাদের শ্রমিকদেরকে প্রতিযোগীতায় টিকে থাকার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। "৪০টি উপজেলায় ৪০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও চট্টগ্রামে ১টি ইসস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ১০টি ট্রেডে প্রতি বছর ৫৬৬৪০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে এবং Bio-Medical ট্রেডে প্রশিক্ষিত জনগোষ্ঠি রপ্তানির সুযোগ সৃষ্টি হবে। এ ছাড়া "দেশে বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য ড্রাইভিং প্রশিক্ষণ প্রদান" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে প্রতি বছর ২০,৪৮০ জনকে ড্রাইভিং উইথ অটোমেকানিক্স বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্ভব হবে। ২০১৯-২০২০ অর্থ-বছরে শ্রম ও কর্মসংস্থান সেক্টরের ১৯টি প্রকল্পের জন্য ৫৪৪.২৭ কোটি টাকা (জিওবি৩৯৩.০৯ কোটি টাকা ও প্রাপ্ত সাহায্য ১৫১.১৮ কোটি টাকা) বরাদ্দ ছিল।

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ

Agriculture, Water Resources and Rural Institutions Division

৩.৬ কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের কার্যাবলি

প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সকল জনগণের দ্রুত জীবনযাত্রার মান উন্নয়নই হচ্ছে উন্নয়ন পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের সংবিধান (অনুচ্ছেদ-১৫) অনুযায়ী পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। কার্যকরভাবে এ দায়িত্ব পালনের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠনের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মাত্র দেড় মাসের মধ্যে তথা ৩১ জানুয়ারি ১৯৭২ সনে "বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন" প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ যাত্রা শুরু করে। কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ তিনটি উন্নয়ন খাত যথা- কৃষি, পানি সম্পদ এবং পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান-এর সমন্বয়ে গঠিত। কৃষি খাত ছয়টি উপখাতে বিভক্ত, যথা-ফসল, খাদ্য, মৎস্য, প্রাণি সম্পদ, বন ও সেচ। এ বিভাগের আওতায় পল্লী প্রতিষ্ঠান ও সমন্বয় অনুবিভাগ, বন, মৎস ও প্রাণিসম্পদ অনুবিভাগ, ফসল অনুবিভাগ, খাদ্য ও সার মনিটরিং অনুবিভাগ এবং সেচ অনুবিভাগসহ মোট ৫টি অনুবিভাগ বিদ্যমান।

অত্র বিভাগের আওতায় প্রধানত কৃষি, পানি সম্পদ, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ, খাদ্য, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ, প্রতিরক্ষা, পরিকল্পনা বিভাগ, ভূমি, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ অন্তর্ভুক্ত। পরিকল্পনা কমিশনের কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ সরকারের স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় বিবৃত লক্ষ্য অর্জনের জন্য উল্লেখিত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের আওতায় গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ অনুমোদন, প্রক্রিয়াকরণ এবং সংশোধনে সহায়তা করে থাকে।

৩.৬.১ কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের কার্যক্রম

ক. কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান খাতে অগ্রাধিকার, লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মকৌশল নির্ণয়;
খ. উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে অনুমোদনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন;
গ. এ সব খাতের প্রকল্পের জন্য বার্ষিক/সংশোধিত উন্নয়ন কর্মসূচি ও ত্রি-বার্ষিক আবর্তক কর্মসূচি প্রণয়ন;
ঘ. দাতা/উন্নয়ন সহযোগীদের জন্য স্মারক ও সাহায্য উপযোগী প্রকল্প তালিকা প্রণয়ন;
ঙ. বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উপর প্রণীত প্রতিবেদন ও অবস্থান পত্রের উপর মতামত প্রদান;
চ. প্রাক-একনেক, আন্তঃমন্ত্রণালয় ও বিশেষ প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির সভা অনুষ্ঠান ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

বাস্তবায়ন পরিস্থিতি

		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
বরাদ্দ সংক্রান্ত তথ্য (কোটি টাকায়)				
এডিপি বরাদ্দ		২২৬৪৫.১	২৭৭১০.২	২৮৪২৬.২৩
আরএডিপি বরাদ্দ		২৬১০২.৭	২৭০৮৪.৯	২৮৯৫৩.৫১
অনুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য				
বিনিয়োগ প্রকল্প	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত	৭৬	৭৫	৩৮
	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত	৩৭	৫৪	১৪
কারিগরি প্রকল্প				
জেডিসিএফ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত	-	-	১
	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত	-	-	১
নিজস্ব অর্থায়নের প্রকল্প	একনেক কর্তৃক অনুমোদিত	-	-	-

		২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০
	মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত	-	-	-
অননুমোদিত প্রকল্প সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য				
বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প		২৯৫	২৯৭	২৫০
বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির সুবিধার্থে প্রকল্প		৬৩	২৬	২২
পিপিপি প্রকল্প		-	-	-
অনুষ্ঠিত সভার সংখ্যা সংক্রান্ত তথ্য				
পিইসি সভা		১৩৭	১৬৬	১৬৩
এসপিইসি সভা		২	৪	১

কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগের বিগত ০৩ বছরের গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প ভিত্তিক অগ্রগতি

৩.৬.২ প্রকল্পের নাম: কৃষক পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ বিতরণ (৩য় পর্যায়)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)
প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৬৫.২৬ কোটি টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৭-জুন ২০২২ পর্যন্ত

৩.৬.২.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- কৃষক পর্যায়ে ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসলের মানসম্মত বীজের সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি;
- উন্নত বীজ ব্যবস্থাপনা ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ডাল, তেল ও মসলা ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি;
- ডাল, তেল ও মসলার দেশীয় ঘাটতি কমানো তথা আমদানী হ্রাস করা;
- মানসম্মত বীজ ব্যবস্থাপনা এবং মৌচাষের মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং গ্রামীণ দরিদ্র নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- ইউনিয়ন ভিত্তিক, 'বীজ এসএমই' গঠনের মাধ্যমে মানসম্মত বীজ এবং উৎপাদন প্রযুক্তি কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছানো এবং
- ফসল বিন্যাসে ডাল, তেল ও মসলা জাতীয় ফসল অর্ন্তভূক্তির মাধ্যমে মাটির স্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং পুনর্গঠন।

৩.৬.২.২ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (%)
কৃষক প্রশিক্ষণ ও এসএমএও প্রশিক্ষণ	৬০০ ব্যাচে ১৮,০০০ জন ও ১৫০ ব্যাচে ৪,৫০০ জন	যথাক্রমে ১০০% ও ১০০%
অফিসার প্রশিক্ষণ (টিওটি) ও মৌমাছি পালনের উপর সার্টিফিকেট কোস	৩০ ব্যাচে ৯০০ জন ও ২ ব্যাচে ৬০ জন	১০০%
ডাল (প্রদর্শনী) তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন বক এবং মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশন	প্রদর্শনী ৩৬,১০০টি মাঠ দিবস ও রিভিউ ডিসকাশন ১৮,০০০টি	যথাক্রমে ৫০% ও ৪৫%

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত)
আর্থিক অগ্রগতি: ৯১.৫৪ লক্ষ টাকা (৫৫.৩৯%)
বাস্তব অগ্রগতি: ৬০%

চিত্র: কৃষক পর্যায়ে উন্নত মানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ বিতরণ (৩য় পর্যায়)

চিত্র: মৌ-চাষ বিষয়ক কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ (টিওটি)

চিত্র: ৬ দিন ব্যাপী কর্মকর্তা প্রশিক্ষণ (টিওটি)

৩.৬.৩ প্রকল্পের নাম: উপজেলা পর্যায়ে প্রযুক্তি হস্তান্তরের জন্য কৃষক প্রশিক্ষণ (৩য় পর্যায়)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	: কৃষি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই)
প্রাক্কলিত ব্যয়	: ৩১৪.২৯ কোটি টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ	: জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত

৩.৬.৩.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- গবেষণা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে গ্রামীণ কৃষকের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন;
- প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি করে বৈশ্বিক জলবায়ুর সাথে কৃষির অভিযোজন ও টেকসই কৃষি উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ;
- দ্রুত সময়ে সার ও বীজসহ কৃষি উপকরণ সরবরাহ এবং অন্যান্য কৃষি সেবা কৃষকদের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে সম্প্রসারণ কর্মীদের সাথে কৃষকদের যোগাযোগ দৃঢ় ও সহজ করার নিমিত্তে উপজেলা পর্যায়ে নিয়োজিত কৃষি কর্মকর্তাদের মোবিলিটি বৃদ্ধি করা।

৩.৬.৩.২ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (%)
উপজেলা পর্যায়ে কৃষক প্রশিক্ষণকে প্রতিষ্ঠানিক রুপদানের লক্ষ্যে কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	১০৬টি উপজেলা তিনতলা ভিত বিশিষ্ট ১০৬ টি ০৩ তলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ	৬৫%
কৃষক পর্যায়ে সার্বক্ষণিক সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কেন্দ্র নির্মাণ	২০টি ইউনিয়ন তিন তলা ভিত বিশিষ্ট ২০টি ০৩ তলা সেবা কেন্দ্র নির্মাণ	৩৫%
কৃষকদের কারিগরি জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও উন্নত ব্যবস্থাপনা	৬,০৪২ ব্যাচ কৃষক প্রশিক্ষণ	৭৫%

আধুনিক প্রযুক্তি ও উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত)
আর্থিক অগ্রগতি: ১৮২.৫৯৪ কোটি টাকা (৫৭.৯২%)
বাস্তব অগ্রগতি: ৬৫%

চিত্র: পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার কৃষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

চিত্র: অবহিতকরণ কর্মশালা-২০১৮

৩.৬.৪ প্রকল্পের নাম: বিএডিসি'র উদ্যান উন্নয়ন বিভাগের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহ ও পুষ্টি নিরাপত্তা

উন্নয়ন উদ্যোগী মন্ত্রণালয়	: কৃষি মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	: বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
প্রক্কালিত ব্যয়	: ১১০.৫০ কোটি টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ	: জানুয়ারি, ২০১৮ জুন ২০২২

৩.৬.৪.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- কৃষক এবং সকল ভোক্তা পর্যায়ে গুনগত মানসম্পন্ন বিভিন্ন রকমের ফল, ফুল, অর্কিড, শোভাবর্ধনকারী গাছ, শাক-সবজির উন্নত জাতের চারা, গ্রাফটিং, গুটি কলম ও বীজ ইত্যাদি প্রদর্শনী পটে প্রদর্শন, উৎপাদন ও বিতরণ;
- বিভিন্ন উদ্যানতাত্ত্বিক ফসলের আধুনিক ও যুগোপযোগী প্রযুক্তি বিষয়ে প্রকল্প এলাকার চাষী, নার্সারি মালিক এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান;
- উদ্যান ফসলের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো, প্রতিকূলতা সহনশীল জাতের উদ্যান ফসলের চাষাবাদে কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণ এবং টিস্যুকালচারের মাধ্যমে ভাইরাসমুক্ত মাতৃ গুণাগুণ সম্পন্ন উচ্চ মূল্যের উদ্যান ফসলের চারা উৎপাদন ও বিতরণ;
- মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধসহ সমগ্র জনগোষ্ঠীর নিকট ফল, শাক সবজি, মসলা ইত্যাদি উদ্যান জাতীয় ফসল সরবরাহের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক টেকসই পুষ্টি নিরাপত্তা জোরদারকরণ; এবং
- কৃষি যন্ত্রপাতি, টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি, অফিস ভবন, বিভিন্ন স্থাপনা ও খামার উন্নয়ন।

৩.৬.৪.২ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

ক্র: নং	প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (%)
০১	প্রকল্প মেয়াদ প্রদর্শনী খামার ও প্রকল্প এলাকায় প্রচলিত শীত ও গ্রীষ্মকালীন নিরাপদ সবজি উৎপাদন	১২,২৭.১০০ মে.টন	৬০%
০২	প্রকল্প মেয়াদ মোট ১১৯৭.০০ লক্ষ সবজি ও মসলার চারা, ১২৯.০০ লক্ষ চারা এবং ৮.৮০ লক্ষ ঔষধি চারা উৎপাদন	১,৩৩৪৮০ লক্ষ	৫০%
০৩	কৃষক/উদ্যোক্তা, আরবান স্টেকহোল্ডার, প্রশিক্ষক ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ	৩২,৮৫০ জন	৪০%

চিত্র: উৎপাদিত পেঁপেঁর চারা পাবর্ত্য অঞ্চলের কৃষকের মাঝে বিতরণ

চিত্র: উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র, রাজশাহী (মিষ্টিআলু) প্রদর্শনী প্লট স্থাপন কার্যক্রম

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি :

ভৌত অগ্রগতি : ৩৫%

আর্থিক অগ্রগতি : ৩২% (৩৩২৪.৫৪ লক্ষ টাকা)

৩.৬.৫ প্রকল্পের নাম : আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার নির্মাণ প্রকল্প (২য় সংশোধিত)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : খাদ্য মন্ত্রণালয়/খাদ্য অধিদপ্তর
প্রাক্কলিত ব্যয় : ০৩৫৬৮.৯৪ কোটি টাকা (পঁয়ত্রিশ লক্ষ ছয় হাজর আটশত চুরানব্বই)
প্রকল্পের মেয়াদ : জুন ২০২০-অক্টোবর ২০২৩ পর্যন্ত

৩.৬.৫.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- সরকারি পর্যায়ে কৌশলগত খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধির ৫,৩৫,৫০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতা বিশিষ্ট ৮টি স্টীল (৬টি চাল ও ২টি গম) সাইলো নির্মাণ;
- খাদ্য শস্য ও বীজ সংরক্ষণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা সুরক্ষা এবং দুর্যোগ পরবর্তী প্রয়োজন মেটাতে পারিবারিক পর্যায়ে হাউজ হোল্ড সাইলো বিতরণ;
- দেশে খাদ্য মজুদ পদ্ধতির উন্নয়ন; খাদ্য সংরক্ষণের ব্যয় কমানো এবং খাদ্য মজুদ ব্যবস্থাপনা মনিটরিং পদ্ধতির উন্নয়ন;
- দূর্যোগকালীন নিরাপদ খাদ্য মজুদ নিশ্চিতের মাধ্যমে বন্যা ও সাইক্লোনের পরে জরুরি ত্রাণ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা;
- খাদ্যশস্যের গুণগতমান এবং পুষ্টিমান বজায় রাখার লক্ষ্যে উপযুক্ত প্রযুক্তির অভিযোজন;
- খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সংগতি রেখে খাদ্য মজুদ ক্ষমতা বৃদ্ধি।

প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত)
প্রকল্পটির মূল অনুমোদিত ব্যয় ১৯১৯.৯৬ কোটি টাকার বিপরীতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৯৪ কোটি টাকা (২০.৫১%) এবং সার্বিক বাস্তব অগ্রগতি ৫৫%।

চিত্রঃ আশুগঞ্জ সাইলো সাইট

৩.৬.৬ প্রকল্পের নামঃ "উপকূলীয় ও ঘূর্ণীঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমূখী ঘুর্ণীঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ (২য়পর্যায়) (সংশোধিত)"

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং অধিদপ্তর
প্রাক্কলিত ব্যয় : ৫৫৬.০৬ কোটি টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত

৩.৬.৬.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- উপকূলীয় এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণীঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে দুর্যোগকালীন অবস্থায় আশ্রয়দান এবং দুর্যোগ ঝুঁকি কমিয়ে তাদের জানমাল রক্ষায় তাদেরকে সহায়তা করা;
- কমিউনিটির জনগণের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা বৃদ্ধি করা, যাতে জনগণ স্বাভাবিক সময়ে এ সকল আশ্রয় কেন্দ্র স্কুল/ কলেজ/ মাদ্রাসা/ কমিউনিটি সেন্টার ইত্যাদি হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

৩.৬.৬.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

অনুমোদিত আরডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের প্রধান প্রধান কাজ হলো ২২০টি ঘূর্ণীঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, এ্যাপ্রোচ রোড় ও গবাদি পশুর শেল্টার নির্মাণ/নির্মিত ভবনে, বৈদ্যুতিক লাইন সংযোগ প্রদান, বাথরুম স্থাপন, নিরাপদ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা, ভূমি/সাইট উন্নয়ন, সোলার প্যানেল সিস্টেম স্থাপন ও সংযোগ।

প্রকল্পের সার্বিক আর্থিক অগ্রগতি (জুন ২০২০ পর্যন্ত)

আর্থিক : ৪০৫৫৫.৮ লক্ষ টাকা (৭২.৯৩৪%)

বাস্তব : ৮৯%

চিত্র: "উপকূলীয় ও ঘূর্ণীঝড় প্রবণ এলাকায় বহুমুখী ঘূর্ণীঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ (২য়পর্যায়) (সংশোধিত)"

৩.৬.৭ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, কক্সবাজার এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য:

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা:- বন অধিদপ্তর

মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়):

ক. মোট ১২৬.৫২

খ. জিওবি১২৬.৫২

প্রকল্পের মেয়াদ-

ক. শুরু - জুলাই ২০১৯

খ. সমাপ্তি - জুন ২০২২

৩.৬.৭.১ প্রকল্প এলাকা : কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলা

কক্সবাজার জেলার চকোরিয়া উপজেলার পার্কটি শিক্ষা, গবেষণা, বিনোদন, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং ইকোট্যুরিজম সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পার্কটিতে দেশী বিদেশী বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণির নিরাপদ আবাসস্থল সৃষ্টি হয়েছে, দেশের বিরল এবং বিপন্ন প্রায় প্রজাতির প্রাণি সংরক্ষিত হয়েছে এবং পার্ক এলাকায় বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণির অভয়ারণ্য সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া, এ এলাকায় ইকোট্যুরিজমের প্রসার ঘটেছে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রকল্পের চিত্র

চিত্র: বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাফারি পার্ক, কক্সবাজার এর উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ (২য় পর্যায়)

৩.৬.৮ প্রকল্পের নাম : শব্দ দুষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অশীদারিত্বমূলক প্রকল্প

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য:

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: পরিবেশ অধিদপ্তর

মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক. মোট ৪৭.৯৮

খ. জিওবি৪৭.৯৮

প্রকল্পের মেয়াদ-

ক. শুরু - জানুয়ারি ২০২০

খ. সমাপ্তি - ডিসেম্বর ২০২২

প্রকল্প এলাকা : ৬৪ জেলা শহর

শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা বাস্তবায়নে দক্ষতা ও জনসচেতনতা সৃষ্টি হবে। এছাড়া শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে দূষণের মাত্রা, উৎস ও প্রভাব সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।

৩.৬.৯ সুন্দরবনে পরিবেশ বান্ধব পর্যটন সুবিধা (ইকোট্যুরিজম) সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য:

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বন অধিদপ্তর

মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক. মোট ২৪.৯৫

খ. জিওবি২৪.৯৫

প্রকল্পের মেয়াদ-

ক. শুরু - জানুয়ারি ২০২০

খ. সমাপ্তি - ডিসেম্বর ২০২২

প্রকল্প এলাকা : খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট জেলার ১১টি উপজেলা।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, সুন্দরবনে পরিবেশবান্ধব পর্যটন সুবিধা সম্প্রসারণ ও বনোন্নয়নের মাধ্যমে সুন্দরবনের প্রতিবেশ সুরক্ষা।

৩.৬.১০ মাদারীপুর জেলার আওতায় বিদ্যমান চর মুগুড়িয়া ইকোপার্কের আধুনিকায়ন প্রকল্প

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য:

উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: বন অধিদপ্তর

মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক. মোট ৩১.৭৪

খ. জিওবি৩১.৭৪

প্রকল্পের মেয়াদ-

ক. শুরু- জানুয়ারি ২০২০

খ. সমাপ্তি -ডিসেম্বর ২০২২

প্রকল্প এলাকা : মাদারীপুর

বিদ্যমান চর মুগুরিয়া ইকো-পার্কের ব্যবস্থাপনাকে আন্তর্জাতিক টেকসই মানে উন্নীত করা, বিলুপ্ত এবং বিপদাপন্ন বন্য, উদ্ভিদ ও প্রাণী প্রজাতির সংরক্ষণ এবং ইকো-ট্যুরিজম সুবিধাদি, উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় জন গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থানের উন্নয়ন আলোচ্য প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য।

৩.৬.১১ মহামায়া ইকো-পার্কের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য:

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়   : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বন অধিদপ্তর

মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)

ক. মোট ১৮.৪৮

খ. জিওবি১৮.৪৮

প্রকল্পের মেয়াদ-

ক. শুরু - জানুয়ারি ২০২০

খ. সমাপ্তি - ডিসেম্বর ২০২৪

প্রকল্প এলাকা : চট্টগ্রাম জেলার মীরসরাই উপজেলা।

প্রকল্পের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, দেশীয় প্রজাতির উদ্ভিদের জিনপুল উৎপাদন, সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং পরিবেশ ও ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন।

৩.৬.১২ কক্সবাজার জেলায় বেষ্টনী, সৃজন, প্ররিবেশ পুনরুদ্ধার এবং ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য:
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়   : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বন অধিদপ্তর
মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)
ক. মোট ৩৭.৬১
খ. জিওবি৩৭.৬১
প্রকল্পের মেয়াদ-
ক. শুরু - জুলাই ২০১৯
খ. সমাপ্তি - জুন ২০২৪

প্রকল্প এলাকা : কক্সবাজার জেলার ৮টি উপজেলা।
প্রাকৃতিক দুর্যোগ হতে উপকূলবাসীর বিপন্নতা হ্রাস, বনায়ন, ইকো-ট্যুরিজম উন্নয়ন এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

৩.৬.১৩ জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব নিরসনে সিলেট বন বিভাগে পুন:বনায়ন ও অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প

প্রকল্পের সংক্ষিপ্ত তথ্য:
উদ্যোগী মন্ত্রণালয়   : পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বন অধিদপ্তর
মোট প্রকল্প ব্যয় (কোটি টাকায়)
ক. মোট ৭০.০৪
খ. জিওবি৭০.০৪
প্রকল্পের মেয়াদ-
ক. শুরু - জুলাই ২০১৯
খ. শুরু - জুন ২০২৪

প্রকল্প এলাকা : সিলেট বিভাগের বিভিন্ন জেলা।
বনায়ন, পর্যবেক্ষণ উন্নয়ন, অবকাঠামোগত সুযোগ সুবিধা উন্নয়নের মাধ্যমে বনজ সম্পদের উন্নয়ন ও সংরক্ষন প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য।

৩.৬.১৪ প্রকল্পের নামঃ কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন (৩য় পর্যায়) (১ম সংশোধিত)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৪৭১.৭৩ কোটি টাকা
প্রকল্পের মেয়াদঃ ০১/০১/২০১৬ হতে ৩১/১২/২০২২

৩.৬.১৪.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ইউনিয়ন পর্যায়ে পয়েন্ট স্থাপনের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;
- কৃত্রিম প্রজননের বাড়তি চাহিদা মেটাতে গবাদি প্রাণির সিমেন উৎপাদন বৃদ্ধি করা;
- দেশী জাতের গবাদি প্রাণির কৌলিকমান উন্নয়ন;
- দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে জনগণের পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- গবাদিপ্রাণির আশানুরূপ উৎপাদন নিশ্চিত করতে টোটাল মিক্সড রেশন (টিএমআর) প্রদর্শনী প্ল্যান্ট স্থাপন;
- জনশক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে দারিদ্র বিমোচন করা;
- সাভার দুগ্ধ খামারে গবাদিপ্রাণির ভ্রূণ স্থানান্তর প্রযুক্তি বাস্তবায়ন করা।

৩.৬.১৪.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	
		আর্থিক (%)	ভৌত (%)
ভূমি অধিগ্রহণ	১০ একর	৭৭%	১০০%
পূর্ত ও নির্মাণ কাজ	৭টি	৮২%	৭৮.৬৯%
টিএমআর প্রদর্শনী প্ল্যান্ট স্থাপন	১টি	৭৮%	৮৭.০৫%
ব্রিডিং বুল তৈরির জন্য ষাঁড় বাছুর সংগ্রহ	৩৫০টি	৭৭%	১০০%
ইউনিয়ন এআই পয়েন্ট স্থাপন	১০০০টি	৮৬%	১০০%
এআই টেকনিশিয়ান ট্রেনিং	১০০০ জন	৭৪%	১০০%
খামারি প্রশিক্ষণ	৩৮৯৬০ জন	৭৯%	১০০%

চিত্র: আঞ্চলিক কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার, ফরিদপুর

চিত্র: টিএমআর গো-খাদ্য খামার, সাভার

- প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০২০ পর্যন্ত মোট ২২৪.২৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা অনুমোদিত প্রকল্প বরাদ্দ ২৬৫.৪৩ কোটি টাকার ৮৪.৪৯%

প্রধান প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	হার (%)
২টি পূর্ণাঙ্গ বুল স্টেশন কাম কৃত্রিম প্রজনন ল্যাব নির্মাণ (চট্টগ্রাম ও ফরিদপুরে)	২টি	১৬২৫.৮৮	৯৫%
৫টি বুল কাফ রিয়ারিং ইউনিট কাম মিনিল্যাব নির্মাণ (সিলেট, বগুড়া, বরিশাল, খুলনা ও রংপুরে)	৫টি	১৫৮১.৫০.৯৫	
সুষম গো-খাদ্য উৎপাদনের জন্য সাভারে ১টি টোটাল মিক্সড রেশন (টিএমআর) গো-খাদ্য কারখানা স্থাপন করা	১টি	০০	৬৫%
২০০০টি ইউনিয়ন কৃত্রিম প্রজনন পয়েন্ট নির্মাণ	১০০০টি	৬১৫.৪৪	৮৫%
২০০০জন কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ানদের (স্বেচ্ছাসেবী) ৬ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ	১০০০ জন	৪২৯.১৬	৯৬%
প্রশিক্ষিত কৃত্রিম প্রজনন টেকনিশিয়ান (স্বেচ্ছাসেবী) এবং প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মাঠকর্মীদের সপ্তাহব্যাপী রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ	১০০০ জন	৪১.১২	৯০%
ব্রিডিং বুল তৈরির জন্য সারাদেশ হতে ষাঁড় বাছুর সংগ্রহ	৩৫০টি	৩৫.৮২	৭০%
সাভারে এবং রাজশাহীতে বিদ্যমান বুল স্টেশন কাম কৃত্রিম প্রজনন ল্যাবের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা			

৩.৬.১৫ ''আশুগঞ্জ-পলাশ এগ্রো-ইরিগেশন (৫ম পর্যায়) (১ম সংশোধিত)''

ক. উদ্যোগী মন্ত্রণালয় : কৃষি মন্ত্রণালয়
খ. বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি)
গ. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় : ২৪.০০ কোটি
ঘ. প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই, ২০১৫ - জুন, ২০২০

৩.৬.১৫.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলী

- আশুগঞ্জ ও ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কুলিং সিস্টেম হতে অপসারিত পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ;
- প্রকল্প এলাকায় সেচ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য শস্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াকরণের কাজে স্থানীয় কৃষকদের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি;

৩.৬.১৫.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

প্রধান প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (জুন, ২০২০ পর্যন্ত)
খাল খনন/পুনঃখনন	৮.০০ কিঃমিঃ	৮.০০ কিঃমিঃ
আরসিসি পাকা ক্যানেল নির্মাণ	২.৭৫ কিঃমিঃ	২.৭৫ কঃমিঃ
মাটির বাঁধ নির্মাণ	১০.০০ কিঃমিঃ	১০.০০ কিঃমিঃ
হাইড্রোলিক স্ট্রাকচার নির্মাণ	০৭টি	০৭টি
ভূ-গর্ভস্থ সেচ নালা নির্মাণ	৫০টি	৫০টি

চ. প্রকল্পের অর্জন: প্রকল্পটি একটি উদ্ভাবনধর্মী প্রকল্প। ইতোপূর্বে প্রকল্পটির ৪টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের মাধ্যমে আশুগঞ্জ ও ঘোড়াশাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে অপসারিত পানি ব্যবহার করে ২২,০০০ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণপূর্বক প্রায় ১১.১১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। প্রকল্পটির ৫ম পর্যায় বাস্তবায়নের মাধ্যমে অতিরিক্ত ২,৮৬০ হেক্টর জমিতে সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর অতিরিক্ত প্রায় ১২ হাজার ৫১২ মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদন করা সম্ভব হচ্ছে।

ছ. প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ১০০%।

৩.৬.১৬ ''বরেন্দ্র এলাকায় পাতকূয়া খননের মাধ্যমে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)''

ক. উদ্যোগী মন্ত্রণালয়ঃ কৃষি মন্ত্রণালয়
খ. বাস্তবায়নকারী সংস্থাঃ বরেন্দ্র বহুমূখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ)
গ. প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ঃ ৫৩.৪৮ কোটি
ঘ. প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই, ২০১৬ - জুন, ২০২০

৩.৬.১৬.১ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যাবলী

- সৌরশক্তি চালিত পাতকূয়া (Dugwell) খননপূর্বক সংরক্ষিত পানি দ্বারা স্বল্প সেচ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সবজি/ফসল উৎপাদন ও খাবার পানিসহ গৃহস্থলী কাজে পানি সরবরাহ;
- ভূ-গর্ভস্থ পানির অতিরিক্ত ব্যবহার কমানো এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবিলা;
- প্রকল্প এলাকায় কৃষককে স্বল্প সেচের ফসল উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩.৬.১৬.২ প্রকল্পের প্রধান প্রধান কার্যক্রম

প্রধান প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (জুন, ২০২০ পর্যন্ত)
পাতকূয়া খনন	৪২০টি	৪০০টি
পাতকূয়ায় সোলার প্যানেল স্থাপন	৪২০টি	৩৬৪টি
পানি বিতরণ ব্যবস্থা নির্মাণ	৪২০টি	৩৬৫টি
প্রদর্শনী প্লট	২২৫টি	২০৪টি
কৃষক প্রশিক্ষণ	২,২৫০ জন	২,২৫০ জন

৩.৬.১৬.৩ প্রকল্পের অর্জন

প্রকল্পটি হার্ড বরেন্দ্র এলাকায় (নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা) বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্প এলাকায় পানির দুস্প্রাপ্যতা থাকায় খাবার পানির সংকট রয়েছে। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সম্পন্ন হলে ৪২০টি পাতকূয়ায় সংরক্ষিত পানি দ্বারা নওগাঁ ও চাঁপাই নবাবগঞ্জ জেলায় ১৩৫০ হেক্টর জমিতে স্বল্প সেচ প্রদানের মাধ্যমে প্রায় ১৮,২২৫ মেট্রিক টন বিভিন্ন ধরনের ফসল/সব্জি উৎপাদন, খাবার পানিসহ গৃহস্থালি কাজে পানি সরবরাহসহ সেচ কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার সাশ্রয় করা সম্ভব হবে।

জ. প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতিঃ জুন, ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯০% এবং বাস্তব অগ্রগতি প্রায় ৯২%।

৩.৬.১৭ আমার বাড়ি আমার খামার

প্রকল্পের নাম	:	আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্প (পূর্বের একটি বাড়ি একটি খামার) - ৪র্থ সংশোধিত
প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০০৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৭৮৮৫.২৭০৫
জুন, ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	:	প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৬৬৪৫.৫৪ কোটি টাকা, যা অনুমোদিত ৩য় সংশোধিত মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৮২.৯৮% ।
জুন, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	:	প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তব অগ্রগতির হার ৮৫.৬৪% ।

বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)
		সমিতি গঠন	১,০১,০৪২ টি	১,২০,৮৪৬
		সমিতিসমূহে সদস্য (প্রকল্পের উপকারভোগী অন্তর্ভুক্তি)	৫৪ লক্ষ ৬০ হাজার জন	৫৪ লক্ষ ৩১ হাজার ২৪৬ জন
		ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমা	২৪৩৩.৮৮ কোটি টাকা	১৮৯৭.১৯ কোটি টাকা (৭৭.৯৬%)
		ক্ষুদ্র সঞ্চয় জমার বিপরীতে কল্যাণ অনুদান	২৪৩৩.৮৮ কোটি টাকা	১৭৪৪.৯৬ কোটি টাকা (৭১%)
		সমিতির আবর্তক ঋণ তহবিল প্রদান	২৯৯৯.২১ কোটি টাকা	২৯০৫.৬২ কোটি টাকা (৯৬%)
		ক্ষুদ্র সঞ্চয় তহবিল গঠন (সঞ্চয়+কল্যাণ অনুদান+আবর্তক ঋণ)	৭৮৬৭.০০ কোটি টাকা	৬৭৭৭.০৭ কোটি টাকা (৮৬%)
		আয়বর্ধক কর্মকান্ডের জন্য উপকারভোগীদের ঋণ প্রদান	আবর্তক ঋণ হিসাবে চলমান থাকবে।	৯৯২৮.৯৮ কোটি টাকা
		পারিবারিক আয়বর্ধক খামার সৃজন	৩৬ লক্ষ ৩ হাজার ৬০০টি	২৪ লক্ষ ৩১ হাজার (৬৮%)
		উপকারভোগীদের কৃষিভিত্তিক বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান	৩,২১,৭১০ জন	২ লক্ষ ৪১ হাজার (৭৫%)

চিত্র: আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের আওতায় মাশরুম চাষ সর্ম্পকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-কে সদয় অবহিত করছেন

চিত্র: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ০৯ অক্টোবর, ২০১৩ তারিখে আমার বাড়ি আমার খামার প্রকল্পের অনলাইন ব্যাংকিং কার্যক্রমের শুভ উদ্ধোধন করেন

৩.৬.১৮ আশ্রয়ণ-২ (৩য় সংশোধিত)

প্রকল্পের নাম	:	আশ্রয়ণ-২ (৩য় সংশোধিত)।		
প্রকল্পের মেয়াদকাল	:	জুলাই ২০১০ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত।		
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৮২৬.১৬৩৩ কোটি টাকা।		
জুন, ২০১৯ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি	:	জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৯৪৫.০৭ কোটি টাকা (অনুমোদিত ২য় সংশোধিত ব্যয়ের ৬০.৮৫%) এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬১%। (আরডিপিপি পৃষ্ঠা-১১, অনুচ্ছেদ-১২)। এ পর্যন্ত প্রকল্পের কার্যক্রমভিত্তিক ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি নিম্নরূপঃ		
জুন, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	:	প্রকল্পের সামগ্রিক বাস্তব অগ্রগতির হার ৬১%।		
বাস্তবায়ন অগ্রগতি	:	কার্যক্রম	লক্ষমাত্রা	ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি (%)
		ভূমিহীন/গৃহহীন পরিবারকে পুনর্বাসন	২৫০০০০ টি	১৮০৫৪৯ টি (৭২%)
		পাকা ব্যারাক নির্মাণ	৩৯৫০টি	২৮৯১ টি (৭৩%)
		চরাঞ্চলে সিআইসিট ব্যারাক নির্মাণ	৫৪০০টি	৩৩৯৮টি (৬৩%)
		দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সেমিপাকা ব্যারাক	৫২৭০টি	১৮৩৬ টি (৩৫%)
		নিজ জমিতে সেমিপাকা ঘর নির্মাণ	৩৭১০টি	৩৭১০ টি (১০০%)
		নিজ জমিতে সিজিআইসিটের সিঙ্গেল ঘর নির্মাণ	১৬৬২৯০ টি	১৩৯২৮৪ টি (৭২%)
		কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ	৯০০ টি	৫০৯ টি (৮৪%)
		ঘাটলা নির্মাণ	৪০০ টি	৩৫৭ টি (৫৭%)
		টং ঘর নির্মাণ	২০ টি	২০ টি (৮৯%)
		বিশেষ ডিজাইনের ঘর নির্মাণ	৫৮০ টি	২১৪ টি (১০০%)
		গভীর/অগভীর নলকূপ স্থাপন	১৬২৭১ টি	১১৩২ টি (৩৭%)
		পরিবার দক্ষতা বৃদ্ধি/আত্ম-কর্মসংস্থানের প্রশিক্ষণ	৮০০০০ টি	২৮৮৫৫ টি (৭%)
		সমবায় ঋণ প্রদান (পরিবার)	৮০০০০ টি	২৮৭৭০ টি (৭২%)

চিত্র: পাকা ব্যারাক

চিত্র: সেমি-পাকা ব্যারাক

চিত্র: নিজ জমিতে ঘর নির্মাণ

৩.৬.১৯ প্রকল্পের নাম : ইউনিয়ন পরিষদ কমপেক্স নির্মাণ (২য় পর্যায়)

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা	:	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৯০৫.৬০ কোটি টাকা।
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২০

৩.৬.১৯.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ইউনিয়ন পর্যায়ে স্থানীয় সরকারকে কার্যকরী করার লক্ষ্যে ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ;
- ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণের মাধ্যমে বিভিন্ন বিভাগের সেবাসমূহ তৃণমূল পর্যায়ে জনগণকে একই স্থান হতে সেবা প্রদান করা।

৩.৬.১৯.২ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

নং	প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (%)
১.	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ	৬৪০টি	১০০%
২.	১ম পর্যায়ে থেকে স্থানান্তরিত	১৪৫টি	১০০%
৩.	ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে আংশিক সমাপ্তকৃত)	২৪৬টি	১০০%

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি : ১০০%
প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি : ৯০৫.৬০ কোটি (১০০%)

চিত্র: ২নং ভেডভেড়ী ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন

চিত্র: তেতুলঝোড়া ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন

৩.৬.২০ প্রকল্পের নাম: পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্ধারমানিক নদীতে ৬৬৮.০০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ (২য় সংশোধিত)- শীর্ষক প্রকল্প

উদ্যোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ : স্থানীয় সরকার বিভাগ
বাস্তবায়নকারী সংস্থা : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
প্রাক্কলিত ব্যয় : ১৬৭.১২ কোটি টাকা।
প্রকল্পের মেয়াদ : জুলাই ২০১৩ হতে জুন ২০২১

৩.৬.২০.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

অভিগমন সুবিধা উন্নয়নের মাধ্যমে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন জন-সাধারণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্য অর্জনে প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে:

- ব্রীজ নির্মাণের মাধ্যমে উচ্চতর সড়ক নেটওয়ার্কের সাথে গ্রোথ সেন্টার, গ্রামীণ হাট-বাজার, ইউনিয়ন পরিষদ ইত্যাদি সামাজিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ বৃদ্ধি;
- কুয়াকাটা পর্যটন কেন্দ্রসহ এর আশেপাশের এলাকা পর্যটন ব্যবস্থার আওতায় আনার জন্য বিকল্প সড়ক নির্মাণ;
- গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো নির্মাণের মধ্য দিয়ে দরিদ্র জন-সাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা।

৩.৬.২০.২ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

নং	প্রধান কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি (%)
১.	ব্রীজ/এ্যাপ্রোচ সড়ক নির্মাণ	৬৭৭ মিটার	১০০%

প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি : ৮০%
প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি : ১২১ কোটি (৭২%) টাকা

চিত্র: পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাধীন কলাপাড়া-বালিয়াতলী-গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্ধারমানিক নদীতে ৬৬৮.০০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি ডেকযুক্ত Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ (২য় সংশোধিত)- শীর্ষক প্রকল্প

৩.৬.২১ প্রকল্পের নামঃ কুড়িগ্রাম জেলার কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট ও ফুলবাড়ী উপজেলাধীন ধরলা নদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণসহ বাম ও ডানতীর সংরক্ষণ

উদ্দোগী মন্ত্রণালয়	:	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ণকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৫৯৫.০০ কোটি টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ	:	মার্চ ২০২০ থেকে জুন ২০২৩ (অনুমোদনের তারিখঃ ০৩-০৩-২০২০)

৩.৬.২১.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ধরলা নদীর উভয় তীরে নদী তীর সংরক্ষণ, বিকল্প বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ ও বাঁধ পুনরাকৃতিকরণের মাধ্যমে কুড়িগ্রাম সদর, রাজারহাট ও ফুলবাড়ি উপজেলায় অবস্থিত বসতবাড়ি, রাস্তা-ঘাট, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কৃষি জমিসহ সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্থাপনা ধরলা নদীর ভাঙ্গন ও বন্যা হতে রক্ষা।

৩.৬.২১.২ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

- ধরলা নদীর উভয় তীর সংরক্ষণ : ১৬.৮৪০ কিঃমিঃ (৯টি স্থানে)
- বিকল্প বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ : ১৬.৬৫৫ কিঃমিঃ (৮.২৩ লক্ষ ঘঃমিঃ) (৪টি স্থানে)
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ : ১৭.৯০০ কিঃমিঃ (৬.১৬ লক্ষ ঘঃমিঃ) (৪টি স্থানে)
- ভূমি অধিগ্রহণ-৬৬.৬২ হেক্টর

৩.৬.২২ প্রকল্পের নাম: সাতক্ষীরা জেলার পোল্ডার ১, ২, ৬-৮ এবং ৬-৮ (এক্সটেনশন) এর নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন

উদ্দোগী মন্ত্রণালয়	:	পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ণকারী সংস্থা	:	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বাপাউবো)
প্রাক্কলিত ব্যয়	:	৪৭৫.২৬১৪ কোটি টাকা
প্রকল্পের মেয়াদ	:	জুলাই ২০২০ থেকে জুন ২০২৩, (অনুমোদনের তারিখ: ০২-০৬-২০২০)

৩.৬.২২.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- প্রকল্প এলাকার নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে জলাবদ্ধতা নিরসন;
- পোল্ডারের অভ্যন্তরে বিদ্যমান নদী/খালসমূহ পুন:খনন;
- বাঁধ পুন:নির্মাণ/পুনরাকৃতিকরণ, লবণাক্ত পানি প্রবেশ রোধ; এবং
- বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি।

৩.৬.২২.২ প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রম

- বেতনা ও মরিচ্চাপ নদী পুনঃখনন-৬০.৫০ কিঃমিঃ (১১০.৫৩ লক্ষ ঘনমিটার)
- বেতনা নদী ড্রেজিং-২০.৫০ কিঃমিঃ (৩৫.০৭ লক্ষ ঘনমিটার)
- খাল পুনঃখনন -৮৮টি (৩৪৪.২২ কিঃমিঃ) (৫৮.৪৭ লক্ষ ঘনমিটার)
- বাঁধ পুনরাকৃতিকরণ-১১৩.১২ কিঃমিঃ (৪১.১৭ লক্ষ ঘনমিটার)
- বাঁধের ঢাল প্রতিরক্ষা-১.৭০ কিঃমিঃ
- নিষ্কাশন রেগুলেটর মেরামত-২১টি
- নিষ্কাশন স্লুইস পুনর্গঠন-৬টি

শিল্প ও শক্তি বিভাগ
Industries and Energy Division

৩.৭ শিল্প ও শক্তি বিভাগের কার্যাবলি

পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প ও শক্তি বিভাগ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর ৩টি সেক্টর যথা-১. শিল্প, ২. বিদ্যুৎ এবং ৩. তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ এর সাথে সম্পৃক্ত। শিল্প ও শক্তি বিভাগের ৩টি উইং যথা: ক. শিল্প ও সমন্বয় উইং খ. ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স উইং এবং গ. পাট, বস্ত্র ও বেপজা উইং এর মাধ্যমে শিল্প সেক্টরের আওতাধীন শিল্প মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ও বাংলাদেশ রপ্তানী প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) এর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকল্পের অনুকূলে উন্নয়ন বাজেটে বরাদ্দ প্রদান করা হয়ে থাকে। বিদ্যুৎ উইং এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ সেক্টরের আওতাধীন বিদ্যুৎ বিভাগের এবং তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ উইং এর মাধ্যমে তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ সেক্টরের আওতাধীন জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ করা হয়ে থাকে। এ বিভাগের ৫টি উইংয়ের মাধ্যমে এ সকল সেক্টরের সাম্প্রতিক বছরসমূহের (গত ৩ বছর) প্রধান কার্যাবলিসমূহ নিম্নরূপ:

৩.৭.১ সেক্টর : শিল্প

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিল্প খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জিডিপিতে এ খাতের অবদান ক্রমশ: বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য অনুসারে ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে জিডিপিতে শিল্প খাতের অবদান ৩৫.৪১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। দেশের শিল্পায়নের গতিকে বেগবান করতে 'জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬' অনুমোদন করা হয়েছে। সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার-২০১৮, রূপকল্প-২০২১, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনায় সমৃদ্ধ ও আধুনিক শিল্পখাত গড়ার মাধ্যমে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিতকরণে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণের দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৩.৭.২ উইং: শিল্প, পাট ও বস্ত্র এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড ইলেক্ট্রনিক্স

শিল্প ও শক্তি বিভাগের তিনটি উইংয়ের মাধ্যমে শিল্প সেক্টরের ৫টি সাব-সেক্টরের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ প্রক্রিয়াকরণ করা হয়। ৩ বছরে এ সেক্টরের আওতায় মোট ৮৮টি প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৮৩টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৭৯টি (৭০টি বিনিয়োগ ও ৯টি কারিগরি সহায়তা) প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৩২৩৮.১০ কোটি (স্থানীয় উৎস ২৮৭৩.৬০ কোটি ও বৈদেশিক উৎস ৩৬৪.৫০ কোটি) টাকা। বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ শিল্পনগরী ও অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্প স্থাপন, আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে ঋণ বিতরণসহ কারিগরি ও দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণ প্রদান, খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনে রাসায়নিক সার উৎপাদন এবং সার সংরক্ষণ ও সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে বাফার গুদাম নির্মাণ, রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম নির্মাণ, চিনি শিল্পের উন্নয়ন, চা চাষ সম্প্রসারণ ও রপ্তানি বৃদ্ধি এবং বস্ত্র, পাট, তাঁত ও রেশম খাতের উন্নয়নের মাধ্যমে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

৩.৭.৩ সেক্টর: বিদ্যুৎ

বর্তমান সরকারের দেশব্যাপী উন্নয়ন সাফল্যের মধ্যে বিদ্যুৎ খাতের অভাবনীয় উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে সকলের জন্য সুলভ ও স্থিতিশীল বিদ্যুৎ নিশ্চিত করতে সরকার বিদ্যুৎ সেক্টর মাস্টার প্ল্যান গ্রহণ করেছে। এ মাস্টার প্ল্যানের মূল উদ্দেশ্য হলো ২০২১ সালের মধ্যে ২৪০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা।

৩.৭.৪ উইংঃ বিদ্যুৎ

৩ বছরে এ সেক্টরের আওতায় মোট ৯৫টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ৭৬টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৯৮টি (৮৭টি বিনিয়োগ ও ১১টি কারিগরি সহায়তা) প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৩৬৩১.৭৮ কোটি (স্থানীয় উৎস ১৩৩২৮.৭১ কোটি ও বৈদেশিক উৎস ১০৩০৩.০৭ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এসব প্রকল্পের মধ্যে ২২টি বিদ্যুৎ উৎপাদন, ২৪টি বিদ্যুৎ সঞ্চালন এবং ৪১টি বিদ্যুৎ বিতরণ প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২০২১ সালের মধ্যে ২৪০০০ মেগাওয়াট এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৪০০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে। তাছাড়া, নতুন নতুন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হওয়ায় সর্বোচ্চ বিদ্যুৎ উৎপাদন ৩২৬৮ মেগাওয়াট হতে বৃদ্ধি পেয়ে ১২৮৯৩ মেগাওয়াট এ উন্নীত হয়েছে। এছাড়া বিদ্যুতের ব্যবহার ৯৭% হওয়াসহ মাথাপিছু বিদ্যুৎ ব্যবহারের পরিমাণ ৫১২ কিলোওয়াট এ উন্নীত এবং সিস্টেম লস বর্তমানে ৮.৭৩% এ নেমে এসেছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে '৫০০ মেগাওয়াট সৌর বিদ্যুৎ কর্মসূচি' বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

৩.৭.৫ সেক্টরঃ তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ

২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার জন্য দেশের জ্বালানি সরবরাহ ও ব্যবহার বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সরকার নতুন গ্যাস ক্ষেত্র অনুসন্ধান ও উন্নয়ন, বিদ্যমান গ্যাস ক্ষেত্রসমূহ পুন:মূল্যায়ন ও পুনর্বাসন এবং অতিরিক্ত পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য আমদানির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। দেশে বর্তমানে আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৭টি, যার মধ্যে ২০টি উৎপাদনে আছে। বর্তমানে দৈনিক গ্যাস উৎপাদন প্রায় ২৫২২ মিলিয়ন ঘনফুট। পাশাপাশি দৈনিক প্রায় ৫৬০ মিলিয়ন ঘনফুট আমদানিকৃত এলএনজি জাতীয় গ্রিডে যুক্ত হচ্ছে।

৩.৭.৬ উইংঃ তৈল, গ্যাস ও প্রাকৃতিক সম্পদ

৩ বছরে এ সেক্টরের আওতায় মোট ২৮টি পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২১টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগে মোট ৩২টি প্রকল্প (জিওবি ও প্রকল্প সাহায্যভুক্ত ৯টি, সংস্থার নিজস্ব অর্থায়ন/জিডিএফভুক্ত ২৩টি প্রকল্প) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তন্মধ্যে ৯টি (৮টি বিনিয়োগ ও ১টি কারিগরি সহায়তা) প্রকল্পের অনুকূলে মোট ২৪১৭.০৭ কোটি (স্থানীয় উৎস ১১২১.৯৭ কোটি ও বৈদেশিক উৎস ১২৯৫.১০ কোটি) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এসব প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্যাস উৎপাদন দৈনিক গড়ে ৩১০০ মিলিয়ন ঘনফুটে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে ৮টি অনুসন্ধান কূপ, ১০টি উন্নয়ন ও ওয়ার্কওভার এবং ২টি গ্যাসক্ষেত্র (ভোলা-নর্থ ও শ্রীকাইল ইস্ট-১) আবিষ্কৃত হয়েছে। তাছাড়া, বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১টি খনন রিগ, ১টি ওয়ার্কওভার রিগ এবং ২টি প্রসেস প্লান্ট সংগ্রহ করা হয়েছে।

বর্তমানে এ বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের মধ্যে আমদানিতব্য এলএনজি লোড সেন্টারে সরবরাহের জন্য গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন ৫২৪ কি.মি., গ্যাস বিতরণ পাইপলাইন ৪৭ কি.মি., আমদানিতব্য জ্বালানি তেল ইআরএল ও মেইন ইনস্টলেশনে গ্রহণের জন্য ২×১১০ কি. মি. পাইপলাইন নির্মাণ, চট্টগ্রাম-ঢাকা ৩০৫ কি.মি. তেল পাইপলাইন নির্মাণ, ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ১৩০ কি.মি. তেল পাইপলাইন নির্মাণ, কাঞ্চন ব্রিজ থেকে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৭ কি.মি. তেল পরিবহন পাইপলাইন স্থাপন, গ্যাস কূপের ক্রমহ্রাসমান চাপ বৃদ্ধির জন্য ১৩টি কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন, পেট্রোলকে অকটেন-এ রূপান্তরের লক্ষ্যে ৩০০০ ব্যারেল ক্ষমতাসম্পন্ন ক্যাটালাইটিক রিফরমিং ইউনিট স্থাপন, ঢাকা মহানগরীর আবাসিক গ্রাহকগণের জন্য ২.০০ লক্ষ এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর গ্রাহকদের জন্য ৬০ হাজার প্রি- পেইড গ্যাস মিটার স্থাপন, ২৭০০ বর্গ কি.মি ৩-ডি সাইসমিক জরিপ এবং ৩৫০০ কি.মি. লাইন ২-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পাদনের মাধ্যমে নতুন কূপের স্থান নির্ধারণ, তেল/গ্যাস অনুসন্ধান কূপ খনন ও কূপের ওয়ার্কওভার এর মাধ্যমে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কয়লা ও কঠিন শিলা উৎপাদনের ফিজিবিলিটি স্টাডি চলমান রয়েছে।

২০১৯-২০২০ অর্থবছরের শিল্প ও শক্তি বিভাগের আওতাধীন উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম এর চিত্র

চিত্র: মাতারবাড়ী ২৬০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রকল্প

চিত্র: ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপ লাইন, ইস্টার্ণ রিফাইনারি লিমিটেড

চিত্র: শাহজালাল ফার্টিলাইজার প্রকল্প, ফেঞ্চুগঞ্জ, সিলেট

চিত্র: 'ছাতক সিমেন্ট কোম্পানি লি: এর উৎপাদন পদ্ধতি ওয়েট প্রসেস থেকে ড্রাই প্রসেস এ রূপান্তরকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের স্থাপনা

চামড়া শিল্পনগরীতে স্থাপিত আধুনিক সিইটিপি

চিত্র: Common Effluent Treatment Plant (CETP)

চিত্র: Aeration Equalization Tank

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কমিটি সমূহ

প্রকাশনা কমিটি

ক্র: নং	কর্মকর্তার নাম ও পদবী	কমিটিতে অবস্থান	কার্যপরিধি
১.	জনাব মোঃ সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল অতিরিক্ত সচিব (সাধারণ ও সমন্বয়), পরিকল্পনা বিভাগ	সভাপতি	• বিভিন্ন বিভাগ/অনুবিভাগ / অধিশাখা/শাখা হতে ২০১৯ - ২০২০ অর্থবছরের কার্যবলীর প্রতিবেদন সংগ্রহপূর্বক বার্ষিক প্রতিবেদন পুস্তিকা প্রণয়ন করা। • পুস্তিকার ভাষা যেন প্রমিত বাংলা ভাষায় হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। • সঠিক তথ্য, উপাত্ত এবং ক্যাপসনসহ ছবি/গ্রাফ ব্যবহার করতে হবে। • কমিটি প্রয়োজনে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে। • সমন্বয় শাখা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করবে।
২.	জনাব মো: ইউনুছ মিয়া যুগ্মপ্রধান, এনইসি-একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য	
৩.	জনাব মো: ইসরাত হোসেন খান যুগ্মসচিব (বাজেট), পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য	
৪.	জনাব এ বি এম মাহবুব আলম যুগ্মপ্রধান (পরিকল্পনা শাখা), পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য	
৫.	জনাব মীর আহমেদ তারিকুল ওমর উপপ্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন		
৬.	জনাব রাহনুমা নাহিদ উপপ্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য	
৭.	জনাব মোঃ গোলাম মোছাদ্দেক উপপ্রধান (চঃ দাঃ), শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য	
৮.	জনাব নাহিদ উল মোস্তাক সিনিয়র সহকারী প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য	
৯.	জনাব খানজাদা শাহরিয়ার বিন মান্নান সিনিয়র সহকারী প্রধান কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য	
১০.	জনাব ফাতেমা সিনিয়র সহকারী প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ	সদস্য	
১১.	জনাব তমিজ উদ্দীন আহমদ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য	
১২.	জনাব মোহা: আমানত আলী সহকারী পরিচালক, সমাজ বিজ্ঞান পরিষদ, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য	
১৩.	জনাব প্রকৌ: মো: আব্দুর রশিদ পরিচালক (অর্থ ও প্রশাসন) জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, নীলক্ষেত, ঢাকা	সদস্য	
১৪.	জনাব সুবাস চন্দ্র সাহা সচিব, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আগাঁরগাও, ঢাকা	সদস্য	
১৫.	জনাব খান মোঃ নূরুল আমীন, এনডিসি যুগ্মসচিব (সমন্বয়), পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য সচিব	

সম্পাদনা পরিষদ

ক্রমিক নং	নাম, পদবী, কর্মস্থল	বাস্তবায়নে
১.	জনাব খান মোঃ নূরুল আমীন, এনডিসি যুগ্মসচিব (সমন্বয়), পরিকল্পনা বিভাগ	আহবায়ক
২.	জনাব মোঃ ইউনুছ মিয়া যুগ্মপ্রধান, এনইসি একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
৩.	জনাব মীর আহমেদ তারিকুল ওমর উপপ্রধান, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৪.	জনাব রাহনুমা নাহিদ উপপ্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ	সদস্য
৫.	ড. মোহাম্মদ আরিফুর রহমান সেখ সিনিয়র সহকারি সচিব (সমন্বয়), পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য
৬.	জনাব নাহিদ উল মোস্তাক সিনিয়র সহকারী প্রধান, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৭.	জনাব ফাতেমা সিনিয়র সহকারী প্রধান, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৮.	মিজ্ উম্মে সায়মা সিনিয়র সহকারী প্রধান, শিল্প ও শক্তি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
৯.	জনাব খানজাদা শাহরিয়ার বিন মান্নান সিনিয়র সহকারী প্রধান কৃষি পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন	সদস্য
১০.	জনাব মো: সিরাজুল ইসলাম সহযোগী প্রশিক্ষক, জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি, নীলক্ষেত, ঢাকা	সদস্য
১১.	জনাব মোঃ মহিন উদ্দীন মিজান প্রকাশনা কর্মকর্তা, বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান, আগাঁরগাও, ঢাকা	সদস্য
১২.	জনাব মো: নজরুল ইসলাম সহকারী সচিব (সমন্বয়), পরিকল্পনা বিভাগ	সদস্য সচিব

চিত্র: পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৯-২০২০ প্রণয়ন ও প্রকাশনা কমিটির সভা

চিত্র: অতিরিক্ত সচিব জনাব মোঃ সাজেদুল কাইয়ুম দুলাল মহোদয় এর সভাপতিত্বে
বার্ষিক প্রতিবেদন, ২০১৯-২০২০ প্রকাশনা কমিটির সভা

পরিকল্পনা বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশন

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.plandiv.gov.bd